

খেজুরো পথ



খাদিজা বিনতে মুজামিল

খাদিজা বিনতে মুজাফ্ফিল

বাবার সরকারি চাকরির সুবাদে ঘুরতে হয়েছে দিগ দিগন্ত পথ, নিজ দেশেই যেন যায়াবরের মতো দেশান্তরী জীবন্যাপন। পরিচিত হয়েছে অনেক অপরিচিতির সাথে, জেনেছে অনেক অজানা। পড়াশোনার গন্ধি কওমি মাদ্রাসায়। সর্বশেষ আলেমা হওয়ার লক্ষ্যে ঢাকাকে স্থায়ী নিবাস হিসেবে বেছে নেন। ছোটবেলা থেকেই হাজারো ভাবনা মাথায় ঘুরতো, মাঝে মাঝে ভাবনাগুলোকে সাজিয়ে ডাইরিতে লিখে রাখা ছিল অভ্যাস, প্রায়ই বান্ধবীরা লেখাগুলো পড়তো আর বিদ্রূপের হাসির বন্যায় ভাসিয়ে বলতো, তুই তো অনেক বড় লেখক হয়ে গেলি রে! একজনের সাথে অন্যজন রেখা টেনে বলতো, আরে তুই চাইলে আমরা প্রকাশকদের সাথে আলোচনা করবো। আবার একত্রে হসি হা...হা...হা.....

বান্ধবীদের এমন বিদ্রূপে কখনো কলম চালানো বন্ধ না করে উল্টো নিজের মাঝে উৎসাহ জাগিয়ে সুপ্রসারিত সুরক্ষিত ভাবনার মাঝ থেকে কিঞ্চিৎ কলম খাতার বন্ধনে আবদ্ধ করার শক্তি যুগিয়েছে। সেভাবেই লেখালেখির জগতে নিজের নাম লেখানো হয়েছে তার। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই মূলত নিজেকে এভাবে উপস্থাপন।

যা কিছু ভাবনায় আসে সবকিছু সেভাবে উপস্থাপন করা কারো পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। ভাবনার মূল নির্যাস ব্যক্ত করাই মুখ্য।

ପ୍ରଦ୍ରମ୍ମ ଏଟ୍

ଏତ୍ତାକାର
ଖାଦିଜା ବିନତେ ମୁଜାମିଲ



গুজরাতি
বই

অগ্রিমার
খাদিজা বিনতে মুজাহিদ

প্রকাশক
আবরণ প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
০১৬২৬২৩৯৯৭৬, ০১৯৮৮৫৭৪০৪৮
facebookpage/aboronprokashon

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর- ২০১৮

স্থান : সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ পারিত্বনা
আবরণ

ইন্দো সঙ্গী
মুমিনুল ইসলাম ও হাসান

প্রকাশক
আল হিকমাহ পাবলিকেশন
একুশে প্রত্ি মেলা পরিবেশনা
হৃদগ্রন্থ প্রকাশন

মূল্য :

২৮০ টাকা মাত্র

لَيْسَ لِلْجَنَاحَ مُكْبَرٌ
لَيْسَ لِلْمَلَائِكَةَ مُكْبَرٌ

উৎসর্গ কলাম

যাদের উচ্ছিলায় এমন স্বামী
আল্লাহ্ দান করেছেন।

টু থা

গুড়মেঘ

গ্রন্থাকারের

প্রথমা.....

স্বামী বশীব

হজুরের ব

ভালোবাসা

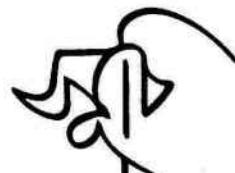
স্বামী বিদ্বে

খোদাভীরু

পাথেয়.....

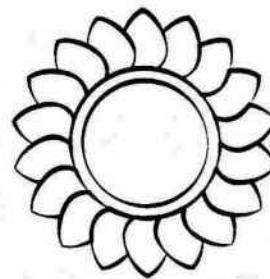
প্রচলিত চ

অবহেলিত



| | | |
|---------------------------|----|---------------------------|
| গ্রন্থাকারের কথা..... | ১১ | ৭৪.....নির্জন এক রাত |
| প্রথমা..... | ১৫ | ৮৩.....ভালোবাসা দিবস |
| স্বামী বশীকরণ মন্ত্র..... | ১৯ | ৮৮.....নেক বিবি |
| হজুরের বট..... | ২৫ | ৯৪.....সহশিক্ষা |
| ভালোবাসা..... | ৩৭ | ৯৮.....দ্বীনদার |
| স্বামী বিদ্বেষী..... | ৪৫ | ১০৩.....একদিনের তাবলীগ |
| খোদাভীরু নারীমন..... | ৫০ | ১১২.....ইবাদাতে খোদা |
| পাথেয়..... | ৫৬ | ১১৬.....সেই মেয়েটির গল্প |
| প্রচলিত প্রেম..... | ৬৫ | ১২৭.....ভালোবাসার ছায়া |
| অবহেলিত বাবার চিঠি..... | ৭১ | ১৩৫.....গ্যামার গার্ল |





গ্রন্থাকারের কথা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ রাবুল আলামিনের,
যার দয়া ও মায়ায় আমরা এই সুন্দর সুচারু পৃথিবী
অবলোকন করছি। যিনি চাইলেই আমাদেরকে
মানুষ না বানিয়ে অন্য কোনো জাতি বানাতে
পারতেন, তার এই দয়ার খণ্ড আজীবন সেজদারত
থেকেও কোনোভাবে পরিশোধ করা সম্ভব নয়।
তার চেয়েও বড়, অনেক বড় বিষয় হলো, তিনি
আমাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল, যাঁর সৃষ্টির
তরেই সৃষ্টি এই ধরা, সেই মহামানব হ্যরত নবীয়ে
কারীম সা. এর উম্মত হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। আর
আজকের এই অধমকে তাঁর প্রশংসায় দু'কলম
লেখার সৌভাগ্য দান করেছেন। আমার এই ছোট
হাতে সেই মহান স্রষ্টার গুণ-গান আজীবন গেয়েও
শেষ করা সম্ভব নয়। সেই অসীমের দয়া-ই
আজীবন কাম্য এই অধমের।

প্রসঙ্গত আমার এই বইটি মলাটবন্ধ আজ, মূলতঃ
এমন মেয়েদের উদ্দেশ্যে যারা সর্বসৃষ্টি প্রনেতা মহান
রাব্বুল আলামিনকে মনে-প্রাণে ভালোবাসে এবং
তাঁর অতি প্রিয় ব্যক্তিত্ব, উভয় জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ
মহামানব, যার সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই মহাবিশ্ব আজ
অস্তিত্বান, সেই মহান ব্যক্তি নবীয়ে কারীম সা.
কে পৃথিবীর সবকিছু থেকে বেশী ভালোবাসে এবং
সংসারকে ও নিজ স্বামীকে আল্লাহ প্রদত্ত
আইনানুসারে ভালোবাসতে চায়। কোলাহলময়
পৃথিবীর সামনে অনন্ত অসীম বাসস্থান জান্নাতকে
অধিক মূল্যবান মনে করে জীবন পরিচালনা করতে
চায়, সেই দিশেহারা পথ খোঝা নারীদের উদ্দেশ্য
করেই এই গ্রন্থের হাতেখড়ি। যেই নারীগণ ইসলাম
প্রিয়, মনে-প্রাণে ইসলামী জীবনব্যবস্থা মেনে নিজ
সংসার সাজায়, তার কাছে একটি অমূলক প্রশ্ন
হচ্ছে ইসলাম মেনে তুমি কী পেয়েছো? এমন উক্ত
প্রশ্নের উত্তর তারা কখনো খুঁজেই না, কারণ তারা
জানে, একমাত্র ইসলামই তাদেরকে সবকিছু দিতে
পারে। এমন উক্ত ও অবান্তর প্রশ্নের উত্তর তারাই
খুঁজে বেড়ায়, যারা ইসলাম মান্যকারীদের সুখ সহ্য
করতে পারে না। তারা মনে করে ইসলাম
মেয়েদেরকে লোহার পিঞ্জিরায় বন্দি রাখে। পৃথিবীর
আলো-বাতাস তাদের গায়ে দোলিত হয় না।

ইসলাম নারীদের কী সম্মান দিচ্ছে তা কখনোই
 তারা শুনতে ও বুঝতে চায় না। তবুও তাদেরকে
 কথাগুলো শোনাতে ও বোঝাতে হবে। বিশেষতঃ
 বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই কর্ণ মুহূর্তে আধুনিকতার
 দোহাই দিয়ে নারীকে বানানো হচ্ছে ভোগ্যপণ্য।
 ইসলাম নারীকে কী মর্যাদা দিয়েছে নারীবাদী
 নারীদেরকে তা জানাতে হবে। তাদের সাথে তর্কে
 না গিয়ে তাদের দুর্বলতাগুলো মার্ক করতে হবে।
 প্রশ্ন করতে হবে সেই বিষয়গুলো নিয়ে। পশ্চিমা
 নারী চেতনাধারীরা হতাশা আর বিষণ্নতা ছাড়া কী
 পেয়েছে শেষ জীবনে? যৌবনের জৌলুসমুখর সময়
 তাদের কদর, যৌবন ফুরালেই হয়ে যাচ্ছে সমাজের
 কীট। নারীবাদীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীকে একটি
 সেক্সাট্রয়ে রূপান্তর করা। মানব নির্মিত অত্যাধুনিক
 প্রসাধনী দিয়ে আল্লাহর দানী এই সুন্দর অবয়বকে
 পরিবর্তন করে নিজেদের মত সজ্জিত করে নিজ
 প্রয়োজনে ব্যবহার করা, প্রয়োজন শেষে
 অপ্রয়োজনীয় কাগজের ন্যায় ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে
 দেয়া। এরই নাম কী নারী স্বাধীনতা? এটাই কী
 নারী মুক্তি? এমন মুক্তি আমার প্রয়োজন নেই।
 এমন স্বাধীনতা নির্থক। আমি বন্দি থাকতে চাই
 ইসলামে, আমি বন্দি থাকতে চাই একমাত্র আমার
 স্বামীর বাহু বন্ধনে। আমি বন্দি থাকতে চাই স্বামীর

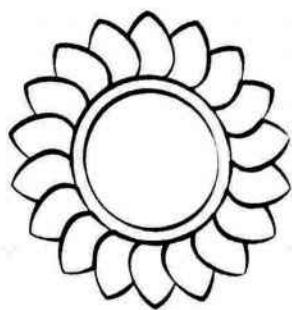
ভালোবাসার চাদরে। বন্দি থাকতে চাই শ্বেহ,
মায়া-মমতার এক অসিম কক্ষে, যেখানে আমার
মৃত্যুর পরেও আমার জন্য কেউ চোখে গালে অশ্রু
জড়াবে। একমাত্র ইসলামই আমায় এমন জীবন
দিতে পারে। ধিক্কার এমন নারী মুক্তিকে, যে
আমায় ভোগ করার পর ছুড়ে ফেলে দিবে
বাস্তবতার কঠিন দুর্গন্ধময় পরিবেশে।

ধীক সেই সমাজকে.....

“ছোট এই নতুন কলামে অগোছালো কিছু নজরে
এলে সহযোগিতা কামনায়”

(বিনীত)

খাদিজা বিনতে মুজাহিদ



প্রথমা

: কিরে! এটা কেমন নাম দিলি বইয়ের? এটা কোনো নাম হলো?
“হজুরের বউ” এমন ডিজিটাল যুগে যেখানে মানুষ হজুরদেরই পছন্দ
করে না, সেখানে হজুরের বউ? হা.....হা.....হা.....হা। কেউ পছন্দ
করবে নাকি?

: আরে! হজুরদের কেউ পছন্দ করুক আর না-ই করুক, মেয়েরা কিন্তু
হজুরেরই বউ হতে চায়।

: তুই কী পাগল হয়েছিস? আজকালকার মেয়েরা তো আরো আগে
হজুরদেরকে দেখতে পারে না।

: হ্ম। কিছু মেয়ে হতে পারে। তবে এটা সত্য যে, মেয়েরা হজুর
পছন্দ করুক আর না করুক, তারা কিন্তু ঠিকই চায় তাদের স্বামীরা
যেন হজুরদের মতো চরিত্রিবান হয়।

: হ্যাঁ। সেটা অবশ্য তুই ঠিকই বলেছিস, প্রত্যেক স্ত্রীই চায় তার স্বামী
যেন তাকে ছাড়া অন্য কোনো মেয়ের সাথে কথা না বলে বা অন্য
কোনো নারীর সাথে অবৈধ সম্পর্কে না জড়ায়, একমাত্র তাকেই যেন
ভালোবাসে। আর সেদিক থেকে অবশ্যই হজুররা এগিয়ে আছে।

ঢ়ুক বুঝলি বিষয়টা ।

এবার বল, তুই যদি পর-পুরুষের সাথে কথা বলতে পারিস, তবে তুই কীভাবে আশা করিস যে, তোর স্বামী পরনারীতে আসক্ত হবে না? তোরটা যদি দোষের না হয় তবে একই বিষয় তোর স্বামীর জন্য কী করে দোষের হয়? ভেবে দেখ, তুই যেভাবে আশা করিস তোর স্বামী একমাত্র তোকেই ভালোবাসবে, সেও তো এমনটাই আশা করে তাই না?

: তা তো অবশ্যই ।

: এবার শোন! যেই মেয়ে হজুরদের পছন্দ করে না, সেই মেয়ে কী করে হজুর চারিত্রিক স্বামী পাবে? হজুর চারিত্রিক বর পেতে হলে তো নিজেকে আগে হজুরের বউ চারিত্রিক কনে বানাতে হবে, তাই নয় কি?

: হ্ম.....

: নিজের জন্য ডাব আর অন্যের জন্য খোসা, এ কেমন নীতি?

আজকালকার কিছু মেয়ে আছে যারা সম্পর্কের মানেই বোঝে না, তাদের ব্যাপারে আমি এখানে কিছুই বলবো না। যারা চরিত্রবানের অর্থ বোঝে না খুঁজে দেখ তারাই সম-অধিকারের দাবিদার। তাদের স্লোগান তো “আমার শরীর আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো”। আর হজুরের বউরা সমান অধিকারের জন্য নারীবাদীদেও পেছন পেছন দৌড়ায় না; কারণ তারা খুব ভালোভাবেই অবগত, সমান অধিকার চাইলেই সমান অধিকার পাবে না। আর যদি না চায় তবে অগ্রাধিকার মিলবে।

আমি একটি ঘটনা শেয়ার করছি তোর সাথে। একবার আমি আর আমার স্বামী একটি বাসে উঠলাম, বাসে উঠে দেখি কোনো সিট খালি নেই, তবে আমাদের খুব দ্রুতই গন্তব্যস্থলে পৌছতে হবে। বাসে কিছু

মানুষ আগ থেকেই দাঁড়ানো ছিলো, যাদের মধ্যে বেশ ক'জন মহিলাও ছিলো। আমরা বাসে উঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েকজন পুরুষ আমাকে সিট খালি করে দেয়, যেই মহিলাগুলো দাঁড়ানো ছিলো তাদের একজনকে আমি বসতে ইশারা করলাম, সাথে সাথেই লোকটা বলে উঠলো, আপা আপনি বসেন, উনাদের দাঁড়িয়ে অভ্যাস আছে, উনারা সম-অধিকার কর্মী। সাথে সাথেই পুরো বাসের সবাই একসাথে হেসে উঠলো। আমি বসলাম, অন্য একজন দাঁড়িয়ে জোর করে আমার স্বামীকেও বসালো আর সমান অধিকারকর্মীগণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসির পাত্র হলো।

কি বুঝলি? আমি কী সমান অধিকার চেয়েছি কখনো? চাইনি, চাইনি বলেই অগ্রাধিকার পেয়েছি। শুধু এখানেই যে মেয়েরা অগ্রাধিকার পায় তা তো নয়। আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী সর্বস্তরেই মেয়েরা অগ্রাধিকার পায়। আমি কেন কম নেবো? যেখানে আমায় সবাই বেশি দিতে চায়। সংসার জীবনে আমার কী খরচ? আমার কোনো খরচই তো নেই। তবুও আমি বাবার কাছ থেকে সম্পদের ভাগ পাই, স্বামীর কাছ থেকে পাই, ভাইয়ের কাছে পাই, বৃক্ষ বয়সে সন্তানের কাছেও পাবো। আর আমার স্বামীর কত খরচ! তিনি শুধুমাত্র তাঁর বাবার কাছ থেকেই সম্পদ পেয়েছেন অথচ তিনি ব্যয় করছেন আমার জন্য, তাঁর মায়ের জন্য, বোনের জন্য, সন্তানদের জন্য। এবার বল আমি কী অগ্রাধিকার পাচ্ছি না? আমার স্বামী তাঁর পিতা ছাড়া আর কারো কাছেই সম্পদের ভাগ পায়নি আর আমি বারোজনের কাছ থেকে পাচ্ছি অথচ আমার কাউকেই দিতে হচ্ছে না। যদি সমান অধিকার দেখি তবে তো আমারও সমান হারে খরচ করতে হবে। তখন তো আমিই অচল হয়ে যাবো রে!

: হ্য বুঝলাম কিছুটা।

: এবার বল, হজুর ছাড়া হজুর চারিত্রিক স্বামী কোথায় পাবি?

তাই নিজে “হজুরের বউ” হ আর স্বামীকে হজুর হতে সাহায্য কর।

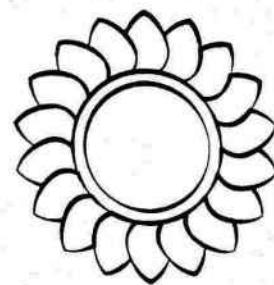
: এ বয়সে স্বামীকে হজুর বানাবো কেমনে?

: মেয়েরা পারে না এমন অসাধ্য কাজ পৃথিবীতে নেই। হাজারো কঠিন কাজ মেয়েরা স্বামীদেরকে দিয়ে খুব সহজেই করিয়ে নিতে পারে। আর এটা তো খুবই ভালো কাজ, তোর স্বামীকে বুঝিয়ে হজুরদের সাথে সম্পর্ক করতে বল। দেখবি ধীরে ধীরে ঠিকই হজুর হয়ে যাবে। দেখবি আল্লাহ দাম্পত্য জীবনে সুখের বন্যা বইয়ে দিবেন।

আর স্বামীকে হজুর বানানোর আগে নিজে “হজুরের বউ” হতে আগ্রহী হ, তুই চেষ্টা করলেই স্বামীকে হজুর চারিত্রিক বানাতে পারবি। স্ত্রীগণ চাইলেই স্বামীদেরকে হজুর চারিত্রিক বানাতে পারে। তার জন্য তোকে আগে হজুরের বউ হওয়ার জন্য প্রিপেয়ার্ড হতে হবে।

: হজুরের বউ হবার জন্য প্রিপেয়ার্ড? কিন্তু কীভাবে?

আলহামদুলিল্লাহ, এই পুস্তিকাটি এই জন্যই কলমের শৈলীতে আবদ্ধ, যাতে করে তোর মত আরো কিছু পথভোলা আল্লাহর মেহমান সঠিক পথ খুঁজে পায়, তাতেই আমার এই চেষ্টায় সফলতা আসবে।



স্বামী বশীকরণ মন্ত্র

খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠে কলেজের দিকে ছুটলো রাবেয়া, দিনটি ছিল গ্রীষ্মের। রাবেয়া প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে গোসল করে তবেই কলেজে যায়। তবে আজ বিশেষ কারো সাথে দেখা করতে হবে, তাই এত ভোরে ঘুম থেকে জাগাতে হলো নিজেকে। তবে সে যে তার বয়ক্রেডের সাথে দেখা করবে না এটা নিশ্চিত, কারণ সে একজন বিবাহিতা নারী। গত সতেরো মাস আগেই তার বিয়ে হয়েছে। তার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। তবুও রাবেয়া তার সাংসারিক জীবন নিয়ে সুখী নয়। রাবেয়ার স্বামী চায় নি বিয়ের পর রাবেয়া কলেজে ভর্তি হোক, এক প্রকার জোর করেই রাবেয়া কলেজে ভর্তি হয়েছে। তার ইসলামী মন-মানসিকতা সম্পন্ন স্বামী তাকে কলেজে ভর্তি হতে দিতে চায় নি। তাই সে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্য নিজের মোহর্রের টাকা খরচ করে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

কোনো কিছুতেই স্বামীর সাথে বনি-বনা হয় না রাবেয়ার, স্বামী যা-ই বলে সবই বিবেকের গোঢ়ামী মনে হয় তার কাছে। সামান্য বিষয়ের খুনসুটিও তুলকালামে পরিণত হয়। এই সতেরো মাস যেন বিবেকের একটি যুদ্ধ ক্ষেত্র, তাই সে আজ কলেজে যাচ্ছে দ্রুতই, সেখানে মায়ের নির্দেশিত কেউ একজন তার জন্য অপেক্ষমাণ। কলেজের

ଗେଇଟେ ପୋଛେ ରେବେକା ଦେଖିଲୋ, ଲାଲ ଡାୟେରି ହାତେ ଏକ ଲୋକ, ଉଚ୍ଚ ବୁଟ ଜୁତା ପାଯେ, ଲସା ବେନୀ ଚଳ, ହାତେ ଶାଖାର ମତ ଦେଖିତେ ସାଦା ଚଢ଼ି । ତାର ଗାୟେ ହଲୁଦ ଏକଟି ଚାଦର ଛାଡ଼ା ଆର କିଛିଇ ନେଇ । ମା କି ତବେ ଏହି ଆଗନ୍ତୁକେର ସାଥେ ସାକ୍ଷାତ କରତେ ବଲଲୋ ?

ଏ କେମନ ପୋଶାକ ?

ମା ଯେହେତୁ ଠିକ କରେଛେ ତବେ ଅବଶ୍ୟଇ ଭୁଲ ହବେନା । ମା ଯେଖାନେ ନିଷେଧ କରେ ସେଟୋତେଇ ସମସ୍ୟା ହୟ ଦେଖେଛେ ରେବେକା । ତାଇ ତୋ ବାବାର ରାଖା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୟେ ରାବେଯା ଆଜ ରେବେକା ।

କି ପ୍ରୋଜନ ଛିଲ ବାବାର ! ମାୟେର ଅମତେ ବିଯେଟା ଦେଓଯାର ? କେନ ବାବା ଆମାୟ ଏହି ମୁହାନ୍ତ ଜୀବନେ ଫେଲଲୋ ତାକେ ? ଯେ କରେଇ ହୋକ ଏର ସମାଧାନ କରତେଇ ହବେ । ଅନ୍ୟଥାଯ ଏ ସଂସାର ଟେକାନୋ ସମ୍ଭବ ନଯ । ଏଟାଇ ରେବେକାର ଫାଇନାଲ ଡିସିଶନ । ଏମନ ଅମାନୁଷିର ସାଥେ ଆର ଯା-ଇ ହୋକ, ସଂସାର ସମ୍ଭବ ନଯ । ସାରାକ୍ଷଣ ଶୁଦ୍ଧ ମୋହା-ମୁଣ୍ଡିଦେର ଗୌଡ଼ାମି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛାଡ଼ା ଆର ଯେନ କୋନୋ ବୁଲି ନେଇ ତାର ମୁଖେ । ତାର ମୁଖେ ଭାଲୋବାସି ଶଦ୍ଦ ଶୁନଲେଓ ରେବେକାର ଗା'ଯେ ଯେନ ଜ୍ଞାଲା ଧରେ ଉଠେ । ମରୀଚିକାର ଜଲେ ଗା ଭାସାନୋ ଯେନ ଆରୋ ସହଜଲଭ୍ୟ । ତାଇତୋ ମା ମେଯେ ମିଲେ ଏହି ଦରବେଶ ସାଧୁକେ ବଶୀକରଣ ତାବିଜ ବାନାନୋର ଜନ୍ୟ ଠିକ କରେଛେ । କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିନ ସାଧୁର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ଏତ ଭୋରେ ନିଜେର ଘୁମ ଭାଙ୍ଗାତେ ହଲୋ ଆଜ । ସାଧୁର ସଙ୍ଗେ ସାକ୍ଷାତେ ଏଗିଯେ ଏଲୋ ରେବେକା, କୁଶଲାଦି ବିନିମୟେର ପର କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପାସେ ନିରିବିଲି ଏକଷ୍ଟାନେ ଦୁ-ଜନେ ବସଲୋ । କୁଶଲାଦି ଜିଜ୍ଞେସେର ପର ସାଧୁଜି ବଲଲୋ ।

: ଆସଲ କଥାଯ ଆସି ଏଥିନ ।

: ଜି...

ଆସଲେ ସାଧୁଜି ! ଆମାର ସ୍ଵାମୀ ଏକଜନ ଗୌଡ଼ା ପ୍ରକୃତିର ମାନୁଷ, ସାରାକ୍ଷଣ ମୋହାଦେର ମତୋ ଉତ୍ତର ଓ ଅଗ୍ରହନ୍ୟୋଗ୍ୟ ଭାସ୍ୟ ଦେଇ । ଆଜ ଏସମୟେ ନାରୀଦେର କତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ! ଯେ କେଉ ଚାଇଲେଇ ସେଲିବ୍ରେଟି ହତେ ପାରେ । ଏମନ

সময় যদি কাউকে বলা হয়, হাত পা মুখ বেঁধে ঘরের কোণে বসে থাকতে, তবে সেটা কী করে সম্ভব? আমার স্বামী সারাংশণ এমন তালিম দিতে চায় আমায়। আমরা যা কিছু দেখছি তার থেকেও বেশি কিছু দেখাতে চায় আমায়। জাগ্নাত জাহাঙ্গাম আরো কত ধরণের বাজে বাজে কথা শোনায়। আমি গান শুনতে চাইলে বাঁধা দেয়, গান শিখতে বাঁধা দেয়। ছোট বেলা থেকেই মা আমার গানের গলার খুব প্রশংসা করে আসছে; কিন্তু আমার সেই প্রতিভা আজ মরতে বসেছে।

সাধুজি সমঃস্বর মিলিয়ে,

: হ্যাঁ তাইতো... একটি প্রতিভাকে কিছুতেই এভাবে মরতে দেয়া যায় না। ফের বলে চলল রেবেকা,

: হাজার প্রচেষ্টায়ও আমি তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছি না, যে কারণে আজ আমি আপনার শরনাপন্ন। কী করবো বলে দিন আমায়। আমার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে, যার ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত কিছু বলতে পারছিনা এখনো। কীভাবে সে এমন পিতার সাথে থাকবে? আমার থেকেও মেয়েটার বাবার প্রতি আগ্রহ বেশি। এই ছোট বয়সেই বাবা ছাড়া কিছু বোঝেনা। মেয়েটার ভবিষ্যৎ নিয়েও আমি সন্দিহান হয়ে পড়েছি, দয়া করে কিছু একটা করেন। এই বলেই সাধুজির পায়ে হাত দিলো রেবেকা, সাধুজি মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,

: কোনো চিন্তা নেই, এক তুঁড়িতেই এমন হাজারো সমস্যার সমাধান করেছি আমি। দুশ্চিন্তা করো না, সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে খুব শীঘ্ৰই। এখন ঘরে যাও।

রেবেকা বাড়ির দিকে দু-কদম এগতেই পিছ থেকে সাধুজি রেবেকাকে ডাকলো,

: শোনো রেবেকা! এখানে আসো। তোমার স্বামীকে কী তোমার হাতের পুতুল বানাতে চাও?

ରେବେକାର ଏକ କଥାଯ ଉଡ଼ିବ,

: ହମ ।

ତବେ ଆଗାମୀକାଳ ରାତ ପୌନେ ଦୁଇଟିଯ ତୋମାକେ ଘର ଥେକେ ବେର ହୁଁ
ଆମାର ଡେରାଯ ଆସତେ ହବେ । ସାଥେ ଏକ ଟୁକରୋ ସାବାନ ଓ ଏକଟି ମୋମ
ନିଯେ ଆସବେ । ଆମି ତୋମାର ସେଣ୍ଟଲୋ ଯେଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରତେ ବଲବୋ
ଠିକ ଦେଭାବେଇ ବ୍ୟବହାର କରବେ । ତବେ ଅତି ଶୀଘ୍ରଇ ଏ ସମସ୍ୟାର ଫଳାଫଳ
ବୁଝତେ ପାରବେ । ରେବେକା କପାଳ କୁଂଚକେ ଓଷ୍ଠଦ୍ୱାୟ ଦାଁତେର ଫାକେ ପୁରେ ଦୁ-
ଏକ କୀ ଯେନ ଭାବଲୋ । କିଛୁକ୍ଷଣ ଭାବାର ପର ସାଧୁଜିକେ ଥର୍ମ ଛୁଡ଼ିଲୋ,
: ଏଖନଇ ନା ହୁଁ ସାବାନ ଓ ମୋମ ନିଯେ ଆସି? ଏତ ରାତେ କୀଭାବେ
ଆସବୋ?

ସାଧୁଜି ରାଗତ୍ତ ସ୍ଵରେ!

: ତୋମାର ମାକେ ଆମି ଆଗେଇ ବଲେଛିଲାମ ଯେ, ତୁମି ଆମାର ଅବାଧ୍ୟ
ହବେ, ତାଇତୋ ଆମି ଆସତେ ରାଜି ହଚ୍ଛିଲାମ ନା । ତୋମାର ମା ବଲଲୋ
ତୁମି ଖୁବ ବାଧ୍ୟ । ତାଇ ରାଜି ହେଁଲାମ, ଆର ଏଖନ ଦେଖଛି ଆମିଇ
ସଠିକ ଛିଲାମ । ଏଖନ ଆର ସମ୍ଭବ ହବେ ବଲେ ମନେ ହଚେ ନା ।

ତାଙ୍କ୍ଷଣିକଇ କୋନୋ କିଛୁ ନା ଭେବେ ରେବେକା ବଲେ ଫେଲଲୋ,

: ମା ବଲେଛେ? ତବେ ତୋ କୋନୋଭାବେଇ ଏଟା ଭୁଲ ହତେ ପାରେ ନା । ମା
ତୋ ଆର ସନ୍ତାନେର ଅମଞ୍ଜଳ ଚାଇବେନ ନା । ଆମି ସମୟ ମତୋ ପୌଛେ
ଯାବୋ ସାଧୁଜି ।

ଏ ଯେନ ହିତାହିତ ଅଞ୍ଜାନେର ମତୋ ଭାସ୍ୟ ।

ଏତ ରାତେ ଘର ଥେକେ କୀ କରେ ବେର ହବେ ରେବେକା? ଏ ଭେବେଇ ତାର
ଆଜକେର ଦିନ ଗୁଜରାନ ହଚେ । କୀ କରବେ ସେ? କୀଭାବେ ବେର ହବେ ଏତ
ରାତେ? ମଞ୍ଚିକେର ଅନ୍ତର ଜାଲେ ତାର ଏକଟାଇ ଭାବନା ମୋଡ଼ ନିଚ୍ଛେ ଶୁଦ୍ଧ, ଯା
କିଛୁ କରା ଲାଗେ କରବୋ, ତବୁଓ ସ୍ଵାମୀକେ ଆମାର ହାତେର ପୁତୁଳ ହତେଇ
ହବେ । ଭାବତେ ଭାବତେ କିଛୁକ୍ଷଣେର ମଧ୍ୟେଇ ସଲୁଶନ ପେଯେ ଗେଲୋ । ନିଜ

ভাবনার বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য রেবেকা চলে গেলো ফার্মেসীতে, আর খুব পাওয়ারী ঘুমের ঔষধ হাতে কিছু সময়ের মধ্যেই ঘরে ফিরে আসলো রেবেকা। স্বামীর চায়ের মধ্যে মিশিয়ে দিলো ঘুমের ঔষধ। সাধারণ ভাবে যে ঔষধ একটা খেলে দু'দিন টানা ঘুম হয়, সেই ঔষধ স্বামীর চায়ের কাপে দশ দশটা দিয়ে দিলো, যেন কোনোভাবেই রিস্ক না থাকে। রেবেকা কোনো রিস্কে যেতে চায় না। রিস্কে যেতে চায় না তবুও সে আজ রাতে রিস্কে যাবে বহুদুর একাকী পথ।

রাত এখন দেড়টা...

স্বামী সন্তান উভয়েই গভীর ঘুমে অবয়ব দেখছে নিজেকে, তার উপর ঔষধের চাপ, কোনোভাবেই তাদের ঘুম ভাঙবে না নিশ্চিত রেবেকা। বেরিয়ে পড়লো পথে। ঠিক সময়ের কিছুটা দেরিতে পৌছে গেলো গতব্যে।

গিয়ে যা দেখলো সে, তা কোনো ভাবেই কোনো কল্প কাহিনির সাথে যায় না।

নিজ চোখকে কেন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। ভাবতেই পারছে না, সাধুজিকে কখনো এমন পরিস্থিতে দেখবে। সাধুজি তাকে দেখেই সাথে থাকা মেয়েদেরকে সরে যেতে নির্দেশ দেয়, আর রেবেকাকে সেই স্থানে আসার জন্য অনুরোধ জানায়।

সাধুকে এই অবস্থায় দেখে রেবেকা রূম থেকে বের হতে চাইলে বন্দি হয়ে যায় রেবেকা। এরপরই তার উপর নেমে আসে অঙ্ককার নীরব রজনীর ভয়াবহতা। চলতে থাকে তার উপর শারীরিক নির্যাতন। একে একে ডেরায় থাকা প্রত্যেকেই উপভোগ করে তার দেহের সুধা। নড়াচড়া করারও আর শক্তি পায়না রেবেকা। নিজ শরীর যেন আজ আর নিজের নেই, একটি নির্মম রাতেই জীবনের মানে বদলে যাবে ভাবেনি কখনো সে।

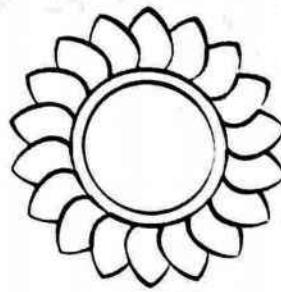
ପାଲାକ୍ରମେ ଚଲେ ରେବେକାର ଦେହତୋଗ । ଅନେକକ୍ଷଣ ସହ୍ୟ କରେ ଅପାରଗ
ହୟେ ଇହଧମ ତ୍ୟାଗ କରେ ସେ ରାତେଇ । ସକାଳେର ଖବରେର କାଗଜେ ଛେପେ
ଭାସେ ତାର ଧର୍ମିତ ସେଇ ଚେହାରା, ପୃଥିବୀର ଆର କେଉଁ ଜାନତେ ପାରଲୋ
ନା, କେ ରେବେକାର ଖୁନି । ଦେଖଲୋ ନା ଏ ଧରାର କେଉଁ ସେଇ ଖୁନିକେ ।
ହାଜାରୋ ତରଣ-ତରଣୀର ଫେଇସବୁକ ନିଉଜ ଫିଡେ ତାର ଛବି ଭେସେ
ବେଡ଼ାଛେ । ସବାଇ ଆଜ ତାକେ ଚିନେ, ସବାଇ ଚାଯ ଏମନ ଘଟନାର ଉପ୍ୟକ୍ତ
ଶାନ୍ତି ହୋକ । ଏର ପ୍ରତିବାଦେ ଅନେକେଇ ମାଠେ ନେମେ ମାଠ ଗରମ କରଛେ
ଆଜ । ରେବେକାର ଚାଓୟା ଆଜ ସଫଳ ହୟେଛେ, ରେବେକା ସେଲିବ୍ରେଟି
ଆଜ ।

କିଛୁଦିନ ପର ଏଇ ସାଧୁଜିରାଇ ରେବେକା ହତ୍ୟା ମାମଲାର ବିଚାର କରେ
କୋନୋ ନିରପରାଧୀ ଲୋକକେ ଫାଁସିର ଦଢ଼ିତେ ବୁଲାବେ । ପୃଥିବୀର କେଉଁ
ବୁଝାତେଇ ପାରବେ ନା, କେ ପ୍ରକୃତ ଖୁନୀ ।

ସକାଳେ ଯୁମ ଥେକେ ପତ୍ରିକାଯ ଚୋଥ ବୁଲାତେଇ ସଂବାଦ ଚୋଥେ ପଡ଼ଲୋ
ରେବେକାର ସେଇ ଗୋଡ଼ା ଶ୍ଵାମୀର । ଛୁଟେ ଗିଯେ ନିଜ ଶ୍ରୀର ମୃତ ଦେହଖାନା
ଅତିଯତନେ ହାଜାର ମାନୁଷେର ଭୀଡ଼ ଠେଲେ ନିଯେ ଆସେ, ପରେ ଦାଫନ କାର୍ଯ୍ୟ
ସମ୍ପାଦନ କରେ ସିହାଫ । ଆର ଖୋଦାର ଦରବାରେ ଶ୍ରୀର ଜନ୍ୟ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା
କରେ କାଂଦେ ଆଜଓ...

ଆଜଓ ସେଇ ଦୁଃଖେ ଜର୍ଜରିତ ସିହାଫେର ବୁକ ।

ଏମନ ସେଲିବ୍ରେଟି ହୋଯାର ମାନେ କି? ଆଜଓ ସିହାଫ ଖୁଁଜେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର
ଉତ୍ତର । ସବ ମା-ଇ ସନ୍ତାନେର ମଙ୍ଗଳ ଚାଯ, ତବେ ଅନେକ ମା ସନ୍ତାନେର ମଙ୍ଗଳ
କରତେ ଗିଯେ ନିଜେର ଅଜାତେଇ ସନ୍ତାନେର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରେ ଫେଲେ ।
ତାଇ ନିଜେ ଏକଟୁ ଠାର୍ଡା ମାଥାଯ ନିରପେକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କରତେ ହବେ, ଆମାର କୀ
କରା ଉଚିତ? ଯଦି ମାଯେର ସିନ୍ଧାତିଇ ଠିକ ମନେ ହୁଯ ତବେ ରାଜି, ଅନ୍ୟଥାଯ
ମାକେ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାଯ ବୁଝିଯେ ଦିତେ ହବେ ବିଷୟଟି ।



ভজুরের বউ

আজ আমার বিয়ে। মা বাবার ইচ্ছেতেই বিয়েটা হচ্ছে। আমি ছেলেকে দেখিনি আগে কখনো! কথাও হয়নি কোনো সময়। শুধু শুনেছি, ছেলেটা নাকি একজন ভজুর। বাবা মায়ের ভাষ্যমতে, এমন ছেলে জীবনসঙ্গী হিসেবে পাওয়া নাকি অনেক ভাগ্যের ব্যাপার; কিন্তু আমি তো এমন ছেলে কখনোই পছন্দ করিনি, তবে কী করে আমি মেনে নেই বাবা মায়ের কথা?

আমি তো চেয়েছিলাম এমন একজনকে, যে আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে জানবে, হবে স্মার্ট ড্যাশিং। স্কুল জীবন থেকেই কত ছেলে আমার সাথে প্রেম করার জন্য লাইন দিয়েছে। আজ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও হাজারটা প্রেম প্রস্তাব রিজেষ্ট করছি। তারা কত স্মার্ট, হ্যান্ডসাম।

আর এখন কিনা সেই আমার ভাগ্যেই এমন একটা আনস্মার্ট সেকেলে মাইন্ডের ভজুর! নিজেকে যেন আর চেপে রাখতে পারছিনা। ইচ্ছে করছে চিত্কার করে বলি, আমার এ ছেলে পছন্দ হয়নি; কিন্তু আমার পৃথিবী গড়তে নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন যাঁরা, তাঁদের অবাধ্য হই

କୀଭାବ? ଏହିକୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆମାର ବିଯେର ପିଛିତେ ବମତେ ବାଧା
କରିଛେ । ତାଦେର ମାଯାମାଦ୍ୟ ବୁଦ୍ଧେର ଭାବନାମ ଆଜାର ବିଚ୍ଛ କରିବେ ଥିଲେ
କିଛିବୁ କରିବେ ପାରିନି । ଆମି ଯଦି ବିଚ୍ଛ କରି ବସି ତାତପେ ତାରା ବାଚିବେ
କୀ କରେ?

ଏମନି କଥାଙ୍କଳୋ ଭାବିଛି ମଥନ, ଠିକ ତଥାନି ଆମାର ବାନ୍ଧିବାରା ବର
ଏମେହେ, ବର ଏମେହେ, ବଲେ ଛୁଟେ ଚଲିଲୋ ବାଧିରେ । ବିଚ୍ଛନ୍ନ ପର ଏକେ
ଏକେ ସବାଇ ହତାଶାଙ୍କଣ ଗୋଟିକ୍କା ଖୁବ ଲିଯେ ଫିରେ ଏମେ ବଲିବେ ଲାଗିଲୋ-
ଏହି ନିରପମା! ହେଲେ ତୋ ଦେଖିଛି ହଜୁର! ଶେଷମେଲ ତୋର କପାଳେ
ଆନସ୍ତ୍ରାର୍ଟ ହଜୁର ଭୁଟିଲୋ?

ହାଜାରଟା ଡ୍ୟାଶିଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଛେଲେର ଗୋଲାପ ପଦତଳେ ପିମଲି ।

ଆଜ ତୋର କପାଳେ ଏମନ ବର? ଖୁବ ଭର୍ତ୍ତି ଦାଁଡ଼ି, ଓଯାକ.....!

ଏମନ ଆନସ୍ତ୍ରାର୍ଟ ଗେମ୍ବୋ ମାଇନ୍‌ଡେ଱ ହଜୁରେର ସାଥେ ସଂମାର କରିବି କୀଭାବ?
ଭାବତେଇ ଆମାଦେର ହାତ୍ତ-ମାଂନ ଏକ ହରେ ଘାଚେ ।

ଓଦେର କଥା ଶୁଣେ ଆମାର ପିତ୍ତି ଭଲିବେ ଲାଗିଲୋ । ଖୁବ ରାଗ ହତେ ଲାଗିଲୋ
ବାବା ମାଯେର ଉପର । ଆର କୋଣୋ ହେଲେ ଚୋଖେ ପଡ଼େନି? ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି
ହଜୁରଇ ଚୋଖେ ପଡ଼ିଲୋ? ମନେ ହଚେ ଏଥନଇ କାପଡ଼ ଶୁଣିଯେ ଦିଇ ଛୁଟ
ଦୁଁଚୋଖ ଯେଦିକେ ଘାସ ସେଦିକେ । ତବୁও ଏହି ବିଯେ ମେନେ ନିତେ
ପାରଛିଲାମ ନା ମନ ଥେକେ । କୀ କ୍ଷତି କରେଛିଲାମ ଆମି ତାଦେର? ଏମନ
କ୍ଷତି କେନ କରିଲୋ ଆମାର?

ବାବା ମାଯେର ମାଯାମଯ ଅବସବ ଆବାରୋ ଭେବେ ଉଠିଲୋ ଶୃତିପଟେ, କୀ
କରେନନି ତାରା ଆମାର ଜନ୍ୟ? ଆମି କୀ ଏତୁକୁ ମେନେ ନିତେ ପାରବୋ ନା
ତାଦେର ଜନ୍ୟ?

ତବୁଓ...

ନିଜେକେ ଶାନ୍ତ କରିବେ ଖୁବ ବେଗ ପେତେ ହଚେ ଆମାକେ । ଏକ ପ୍ରକାର
ଘୋରେର ମଧ୍ୟେଇ ବିଯେଟା ହରେ ଗେଲୋ ।

কন্যা বিদায় লগনে বাবা যখন আমার হাত তার হাতে সোপর্দ করলো,
তখন মন চাইছিলো এক হিচকে টানে হাত সরিয়ে নিই; কিন্তু হাজার
চেষ্টায়ও যেন হাতে বল আনতে পারলাম না। পারলাম না বাবার
ভালোবাসা মাখা হাতটি থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতে।

মাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলাম সেদিন। সকলের কাছে বিদায় নিয়ে
গাড়িতে উঠলাম, পাশেই এসে বসলো আমার হজুর স্বামী। ড্রাইভার
গাড়ির চাবি মোচড় দিতেই ইঞ্জিন স্টার্ট হয়ে গেলো। গাড়ি চলতে শুরু
করলো আমার শশুর বাড়ির পথে।

আমি খুব ব্যস্ত সেদিন। না.. না, কোনো কাজ নিয়ে নয়, শুধু চিন্তা
আর কান্না নিয়ে। যার কারণে এখন পর্যন্ত আমার স্বামীর নামটাই
আমার জানা নেই। উড়ু উড়ু শব্দে শুনেছিলাম উনার নাম আবদুল্লাহ।
তবে আমার এই উড়ু শব্দকে উড়িয়ে দিয়ে শশুর মশাই যখন উনাকে
হজাইফ বলে ডাকলো, তখন আমি পুরোপুরি বুঝতে পারলাম যে,
আসলে আমি যা জেনেছিলাম তা ভুল ছিলো। আবদুল্লাহ তো উনার
চাচার নাম, যা আমি পরে জানতে পেরেছি। বিয়ের আগে তো আমি
উনার পা ছাড়া আর কিছুই দেখিনি।

শশুর বাড়িতে এসে অনেক আনুষ্ঠানিকতার পর আমাকে একাকী ঘরে
নেয়া হলো। যেটা সকলের নিকট বাসর ঘর নামেই পরিচিত। আর
এই সময়টা নিয়ে প্রত্যেক মেয়েরই আলাদা অনুভূতি থাকে; কিন্তু এ
ব্যাপারে আমার কোনো অনুভূতিই নেই। মাথায় আমার একটাই কথা
বার বার ঘুরপাক খাচ্ছিলো। এমন হজুরের সাথে সারাটা জীবন
কাটাবো কী করে? বেশ কিছুক্ষণ যাবত সাত-পাঁচ ভাবছিলাম আর
উনার অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ! সালাম
দিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন আমার স্বামী.....

আমি মনেই সালামের উত্তর নিলাম আর আওয়াজ করে সালাম
পুনঃবাহুতি করলাম। তিনি সালামের উত্তর নিয়েই আমার মনের
প্রশংগলোর উত্তর দেয়া শুরু করলেন। কোনো ভাবেই আমি উনাকে
আমার মনের প্রশংগলো বুঝতে দেইনি। তবুও তিনি কী করে বুঝলেন
আমার মনের সেই ভাষা? তা আজও আমার অজানা।

তিনি বললেন,

: দেখো তোমার কেমন ছেলে পছন্দ তা আমি জানি না। হয়তো
আমার মত কেউ নয় সে, হয়তো সে খুব স্মার্ট বা হ্যান্ডসাম। তুমি
কেমন ছেলে পছন্দ করতে তা নিয়েও আমার কোনো প্রশ্ন নেই।
মানুষের পছন্দ ভিন্ন হতেই পারে; কিন্তু আল্লাহ চেয়েছেন বলেই আজ
আমরা একসাথে। আল্লাহর ইচ্ছার বাহিরে কোনো কিছুই কখনো সম্ভব
নয়। তোমার যদি আমাকে এখনি মেনে নিতে কষ্ট হয় তবে আমি
অপেক্ষায় থাকবো। তোমার কোনো বিষয়ে তোমার অনুমতি ছাড়া
আমি কখনোই জোর খাটাবো না।

তবে এটা সত্য যে, দেখতে অনেকের চেয়ে সুন্দী নই আমি। অতটা
সুন্দর করে গুছিয়ে কথাও বলতে পারি না, প্রচলিত স্টাইলে
স্টাইলিশও নই।

তবুও তো পৃথিবীর সবচেয়ে অসুন্দর ব্যক্তিগতি বিয়ে করার অধিকার
রয়েছে। তারও তো অধিকার রয়েছে কারো স্বামী হবার। তারও আছে
স্ত্রীর সাথে বসে কিছু সময় গাল-গঙ্গো করার অধিকার।

এখানে আমি কোনো অধিকার আদায়ের কথা বলছি এমনটা ভেবো
না। কোনোদিন হয়তো আইফেল টাওয়ার ভেঙে পড়বে, হয়তো
টুইনটাওয়ার আবার নিজ অস্তিত্ব ফিরে পাবে। তবে আমি আজীবন
চেষ্টা করে যাবো আমাদের এই সম্পর্ক যেন আটুট থাকে। আর দোয়া
করে যাবো এ সম্পর্কের তরে।

ଏହୁକୁ ବଲେ ନିଜ ଆସନେର ଏକ କୋଣେ ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲେନ ତିନି ।
ଏହିକଟା ଦୂରତ୍ତ ବଜାଯ ରେଖେ ଆମିଓ ତାର ପାଶେ ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲାମ, ଆର
ଭବତେ ଲାଗିଲାମ, ତିନି ଏସବ କଥା କୋଥାଯ ପେଲେନ? ଭାବାନ୍ତେ କଥନ ଯେ
ହୁମ୍ର କୋଳେ ହାରିଯେଛି ଜାନା ନେଇ ଆମାର ।

ଚକଳେ କୁରାନ ତିଲାଓୟାତେର ଶବ୍ଦେ ଘୁମ ଭାଙ୍ଗଲୋ । ଚୋଖ ମେଲତେଇ
ଦେଖି ତିନି ତିଲାଓୟାତ କରଛେନ ମଧୁର କଟେ । କତ ଜନେର ମୁଖେଇ ତୋ
ତିଲାଓୟାତ ଶୁନେଛି ଆଗେ, ଉନାର ତିଲାଓୟାତ ସବାର ଚେଯେ ମିଷ୍ଟି ମନେ
ହବେ ଲାଗଲୋ ଆଜ । ଯେନ ଚୁମ୍ବୁକେର ମତ କରେ ଅକର୍ବିତ ହଚ୍ଛିଲାମ ସେ
ହୁଣିତେ । ଚୁପ ମେରେ ବେଶ କିଛିକଣ ତିଲାଓୟାତ ଶୁନିଲାମ । ସର୍ବଶେଷ କବେ
ତିଲାଓୟାତ କରେଛି ଭୁଲେ ଗେଛି ନିଜେଇ । ଆଜ ଉନାର ତିଲାଓୟାତ ଶୁନେ
ଆବର ନତୁନ କରେ ତିଲାଓୟାତେର ଆଗ୍ରହ ଜାଗଛେ ମନେ । ବାବା ମାୟେର
ଉପର ଯେ କ୍ଷୋଭ ଛିଲୋ ମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ଉବେ ଗେଲୋ ସବ । ଏଥନ ମନେ ହଚ୍ଛେ
ବବା ମାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତେଇ ସଠିକ ।

ଶୁରୀରେ ଜଡ଼ାନୋ ଚାଦର ସରିଯେ ଉଠେ ବସିଲାମ, ପାଶେଇ କୁରାନ
ତିଲାଓୟାତେ ମଧ୍ୟ ଛିଲେନ ତିନି । ଏକ ଦୃଷ୍ଟିତେ ତାର ଦିକେ ତାକିଯେ
ରହିଲାମ ବେଶ କିଛିକଣ । ଭାବିଲାମ ଖୋଦାର ପ୍ରେମେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଷ ବୁଝି ଏମନିଇ
ହୁଏ? ତାର ସାଥେ ଘଟେ ଯାଓୟା ଗତରାତେର କୋନୋ କଥାଇ କୀ ତାର ମନେ
ଲେଇ? ସେ ବିଷୟେ ତାର ମନେ କୋନୋ ଆଫସୋସ କୀ ହଲୋ ନା? ଏମନି
ଭାବମନେ ତାରଦିକେ ତାକିଯେ ହାରିଯେ ଗେଛି ସେନ ଭାନାର ଏକ ଅନ୍ୟ
କଷପଥେ । ଭାବନାଯ ଫାଟିଲ ଧରଲେ ବୁଝିତେ ପାରିଲାମ, ତିନି ଆମାକେ କିଛି
ଏହିକଟା ବଲଛେନ । ମନକେ ଟେନେ ଫିରିଯେ ଆନଳେ ଶୁନତେ ପେଲାମ, ତିନି
ଆମାକେ ବଲଛେନ,

ତୋମାକେ ଅନେକ ଡାକିଲାମ, ଉଠୋନି । ଅନେକ କ୍ଲାନ୍ତିତେ ଛିଲେ, ତାଇ
ହୁଣେ ଘୁମ ଭାଙ୍ଗେନି । ଆମି ଶୁଦ୍ଧ ଶୁନିଲାମ ତାର କଥାଗଲୋ । ଭାଲୋ ମନ୍ଦ
କୋନୋ କିଛି ବଲତେ ଚାଇଲାମ ନା । ସଦିଓ ତାର ତିଲାଓୟାତ ଆମାକେ
ଅନେକଟା ଆପ୍ନୁତ କରେଛିଲୋ । ତବୁଓ ଆମି ଆମାର ଭାଲୋ ଲାଗା ତାକେ

ବୁଝାତେ ନା ଦିଯେ ବିଛାନା ଛେଡେ ଉଠେ ନାମାଜେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ । ନାମାଜ ଶେଷ କରତେଇ ଦେଖି ବାବା ହାଜିର । ରୀତି ଅନୁୟାୟୀ ଆମାକେ ଆମାଦେର ବାଢ଼ିତେ ନିଯେ ଯେତେ ଏସେହେନ ତିନି । ବାବାର ସାଥେ ସେଦିନ ଆମ ଆମାଦେର ବାଢ଼ିତେ ଚଲେ ଆସି ।

ବାଢ଼ି ଫିରଲେ ହାସି ମୁଖେ ମା ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, ଶ୍ଵଶର ବାଢ଼ି କେମନ? ମାଯେର ଏହି ହାସି ମୁଖ ଦେଖେ ଆମି କୀ କରେ ଆମାର ମନେର କଥାଗୁଲୋ ବଲି? ତାଇ ବେଶି କିଛୁ ବୁଝାତେ ନା ଦିଯେଇ ଛୋଟ ବାକ୍ୟେଇ ଉତ୍ତର ଦିଲାମ, ହମ... ଭାଲୋ ।

କିନ୍ତୁ ମା ତୋ ମା-ଇ । ବଲଲେନ ତୋର ମୁଖ ଦେଖେ ତୋ ତା ମନେ ହଚ୍ଛ ନା । କତ ସହଜେଇ ଧରେ ଫେଲଲେନ ତିନି । ଏକଦିନ ତୋ ତିନିଓ ଆମାର ଅବସ୍ଥାନେ ଛିଲେନ । ତାଇ ହୟତୋ ଆମାର ମୁଖ ଦେଖେ ମନେର ଭାଷାଟି ବୁଝେ ନିତେ ସମୟ ଲାଗେନି ତାର । ମା ଆମାର ବାଁ ହାତଟି ଧରେ ରାନ୍ଧା ଘରେ ନିଯେ ଗେଲେନ । ଆର ଏକଟି ପାତିଲେ ଗାଜର, ପାନି ଆର କଫି ଢେଲେ ଜାଲ ଦିତେ ଲାଗଲେନ । କିଛୁକ୍ଷଣ ପର ପାନି ଫୁଟତେ ଲାଗଲୋ । ମା ତଥନ ବଲଲେନ, ଯଦି ତୁଇ ପାନିର ମତ ତାପେର ସାଥେ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ବେଁଚେ ଥାକତେ ଚାସ, ତବେ ତାପେ ଏହି ବାଞ୍ଚେପର ମତ ଉଡ଼େ ଯାବି । ଆର ଯଦି ଗାଜରେର ମତ ଶକ୍ତ ହୋସ, ତବେ ତୁଇ ତାପେ ନରମ ହୁୟେ ଯାବି । ଆଗନ୍ତେର ତାପ ତୋକେ ନରମ କରେ ଫେଲବେ । ଆର ଯଦି କଫିର ମତ ସବାର ସାଥେ ମିଶେ ଯାସ, ତବେ ଦେଖବି ସବାଇ ତୋକେ ଆପନ କରେ ନିଯେଛେ । କଫିର ସୁବାସେର ମତ ତୋର ଜୀବନଟାଓ ହବେ ସୁବାସିତ ।

ମା ଠିକ କୀ ବୋକାତେ ଚେଯେଛେନ ତା ଆମି ବୁଝିନି ସେଦିନ । ସାରା ଦିନ ମା ବାବା, ଭାଇ-ବୋନଦେର ସାଥେ ସମୟ ପାର କରାର କ୍ଷଣେଓ କେନ ଯେନ ମନଟା ଉନାର କଥାଇ ଭାବଛିଲୋ । ତାକେ ତୋ ଆମି ପଛନ୍ଦ କରିନା! ତବୁଓ ମନ କେନ ତାକେ ଭେବେ ଏତ ଶୂଣ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରେ? କୀ ଯେନ ରେଖେ ଏସେହି ଦୂରେ! ବହୁ ଦୂରେ... ମନ ତାଇ ଛୁଟଛେ ଆବାରଓ ମେ ପଥେ ।

কয়েকদিন পর আবার শুশ্রাব বাড়ি ফিরলাম। কিছু দিনেই বুরতে পারলাম কতগুলো ময়ূরের মাঝে আমি একা কাক। এখানে সবাই নিয়মিত নামাজ আদায় করে। কুরআন পাঠে থাকে মশগুল। আমার স্বামী আমায় সবসময় ইসলাম সম্পর্কে বোঝান। নানা ধরণের বই কিনেছেন তিনি আমার জন্য।

আজ আমার বিয়ের বয়স তিন বছর হতে চললো, আমার বিয়ের পর অল্প কিছু দিনের মাঝেই নুসাইবা, নাদিয়া, মাহমুদা ও মীমের বিয়ে হয়ে যায়। প্রত্যেকেরই এখন সন্তান আছে; কিন্তু আমার নেই। আমার স্বামী আমাকে প্রথম রাতে যে কথা দিয়েছিলেন আজ তিন বছর হতে চললো, তা তিনি রক্ষা করে চলেছেন। তিনি আমার কোনো ব্যাপারে এখন পর্যন্ত আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোনো চাপ প্রয়োগ করেননি। আজ এত বছরেও আমাদের বাসর ঘর যেন এখনো সাজানোই হয়নি।

সেদিন আমার ফোনে মাহমুদার কল আসে, মাহমুদা আমায় জানায়, বান্ধবীদের মধ্যে অধিকাংশেরই তো বিয়ে হয়ে গেছে। তাই বিবাহিত অবিবাহিত বান্ধবীরা মিলে একসাথে সাক্ষাত করতে চায়। সেখানে খাওয়া দাওয়ার আয়োজনও থাকবে। সকলেই নিজ স্বামীদের নিয়ে উপস্থিত হবে অনুষ্ঠানে, আমাকেও যেতে হবে। অনুষ্ঠানের উদ্দোঞ্জ হলো ওরা চারজন। সকলেই সেখানে থাকবে এবং টাকাও দিতে হবে সকলের।

কত লাগবে জানতে চাইলে বললো, প্রতি পরিবারের জন্য পাঁচ হাজার করে নির্ধারণ করা হয়েছে।

আমার স্বামী তো হজুর, তার বেতন তো সাত হাজার টাকা। তবে কী করে একটি পার্টির জন্য পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করবে ভাবছিলাম আমি।

তিনি রাতে যখন বাসায় ফিরলেন, তখন উনাকে আমি বিষয়টা জানালাম। উনি খুব সহজেই উত্তর দিলেন,

: ଏମନ ତୋ ଆର ସବ ସମୟ ଖରଚ ହବେ ନା, ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆଲ୍ଲାହ ଭରସା,
ଆଲ୍ଲାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବେନ ।

ଆମି ଭାବନାଯ ଡୁବେ ଗେଲାମ । ଏମନ ଏକଟା ବିଷୟ ଜାନାର ପର ଯେ କେଉ
ଚିନ୍ତିତ ହୁୟେ ପଡ଼ିବେ; କିନ୍ତୁ ତିନି ଖୁବ ସ୍ଵାଭାବିକ ଭାବେ ଆମାଯ ଅନୁମତି
ଦିଯେ ଦିଲେନ ।

ଅନୁମତି ପେଯେ ଆମି ମାହମୁଦାକେ ଆମାଦେର ଉପଶ୍ରିତିର କଥା ଜାନିଯେ
ଦିଲାମ, ବଲେ ଦିଲାମ ଆମରା ସମୟ ମତ ଉପଶ୍ରିତ ଥାକବୋ ।

ନିର୍ଧାରିତ ସମୟେ ନିର୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନେ ଆଯୋଜିତ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ଆମରା ଉପଶ୍ରିତ
ହଲାମ । ଆମାର ବିବାହିତ ସକଳ ବାନ୍ଧବୀରା ସେଖାନେ ନିଜେଦେର ଡ୍ୟାଶିଂ
ସ୍ମାର୍ଟ ବରଦେର ନିଯେ ଉପଶ୍ରିତ ହଲୋ, ସେଖାନେ ଆମି ଆମାର ସେକେଲେ
ମାଇନ୍ଦେର ହଜୁର ବର ନିଯେ ହାଜିର ।

ଅବିବାହିତ ବାନ୍ଧବୀରା ସେଇ ଡ୍ୟାଶିଂ ସ୍ମାର୍ଟ ବରଦେର ସାଥେ ହାସି ତାମାଶା
ଆର ଗାୟେ ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଥାଚେ । ଅବିବାହିତ ବାନ୍ଧବୀଦେର ଜନ୍ୟ ନିଜେଦେର
ସ୍ଵାମୀଦେର ଧାରେ କାହେଓ ଭିଡ଼ତେ ପାରଛେନା ତାରା । ଅବିବାହିତ ବାନ୍ଧବୀଦେର
ଭାଷ୍ୟ ହଲୋ, ତୋମରା ତୋ ସବ ସମୟ ତୋମାଦେର ସ୍ଵାମୀଦେର ସାଥେ ଥାକୋ,
ଆଜ ଏକ ଉସିଲାଯ ଆମରା ତାଦେର ସାଥେ କିଛୁକ୍ଷଣ ଥାକତେ ସମସ୍ୟା କି?
ଏମନ ଡ୍ୟାଶିଂ ହ୍ୟାନ୍ଡସାମଦେର ଭିଡ଼େ ଆମାର ହଜୁର ବରକେ କେଉ ଗୁନତେ
ଚାଚିଲୋ ନା ଯେନ ।

ଆମି ତୋ ବୋରକାବୃତ ଶରୀରେ, ତାଇ କେଉ ଆମାଯ ଚିନିତେ ପାରଛେନା ।
ତବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଵାମୀଦେର ମତ ଆମାର ସ୍ଵାମୀ ହାରିଯେ ଯାଇନି ଅନ୍ୟ ନାରୀଦେର
ମାବେ, ତିନି ଛିଲେନ ଆମାର ଖୁବ କାହେଇ ଛାଯାର ମତ । ସଥିନ ହ୍ୟାନ୍ଡସାମ
ସ୍ଵାମୀରା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଦେର ଛେଡ଼େ ଅନ୍ୟ ମେଯେଦେର ନିଯେ ଖୋଶ ଗଲେ ବ୍ୟନ୍ତ ତଥିନ
ଆମାର ସ୍ଵାମୀ ଆମାର ପାଶେଇ । ଏମନ ଅନ୍ତିତଶୀଳ ଦୃଶ୍ୟଗୁଲୋ ଦେଖିତେଇ
ତିନି ନାରାଜ ।

ସମୟ ପେରଲୋ ...

ଭରମା,
କେଉ
ମୁମ୍ଭତି
ମାନିଯେ
ବାସ୍ତି
ଯାଶିଂ
କଲେ

ମାଶା
ଦେର
ଦେର
କୋ,
କି?
ମତେ

ନା।
ଦୂର
ନାମ
ଥନ
ତଇ

ଖାଓଯା ଦାଓଯାର ପର୍ବ ଶେଷ, ବାନ୍ଧବୀରା ମିଳେ ହଲ ରଙ୍ଗେ ଏକସାଥେ ଆଡ଼ା ଦିବେ ଏଥନ୍ । ଯେଥାନେ ପୁରୁଷ ଗମନ ନିଷେଧ । ହଲ ରଙ୍ଗେର ବାହିରେ ନିଜେଦେର ମତ ଆଡ଼ା ଦିବେ ପୁରୁଷଗଣ । ହଲ ରଙ୍ଗେର ଭିତରେ ଆଡ଼ା ଚଲଲେ ଓ ବାହିରେର ଦୃଶ୍ୟ ଛିଲ ଏମନ, ଆମାର ସ୍ଵାମୀ ବ୍ୟତୀତ ସକଳେର ହାତେ ଦାମି ବ୍ରାନ୍ଡେର ସିଗାରେଟେ ଡ୍ରଲ୍ ଛିଲୋ ଆଣ୍ଟନ; ଆର ଅନ୍ୟ ହାତେ ବିଯାରେର ବୋତଳ । ଏମନ ପରିବେଶ ଯେନ ହୃଦୟରେ ସାଥେ ଏକେବାରେଇ ବେମାନାନ । ତାଇ ତିନି ସେଥାନେ ନିଜେକେ ମାନିଯେ ନିତେ ପାରଲେନ ନା ବେଶିକ୍ଷଣ । ବେରିଯେ ପଡ଼ଲେନ ଖୋଲା ଆକାଶେର ଖୋଜେ । ଯଥନ ହଲ ରଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧବୀରା ଆଡ଼ାଯ ମହା ମଶଙ୍ଗଳ, ତିନି ଏକାକି ରାନ୍ତାର ଧାରେର ଫୁଟପାତେ ସ୍ତ୍ରୀର ଅପେକ୍ଷାଯ ।

ଖାଓଯା-ଦାଓଯା ତୋ ମାତ୍ରାଇ ଶେଷ ହଲୋ, ଭେତରେ ଆଡ଼ାତୋ ସବେ ମାତ୍ର ଶୁରୁ ...

ମେଯେଦେର ଆଡ଼ାର ବିଷୟ ଛିଲୋ ବହୁ ରୂପୀ, ଆଡ଼ାଯ ଚଲଛିଲୋ କେ କେମନ ଜାମାଇ ପେଯେଛେ ବା କାର ସ୍ଵାମୀ କେମନ?

ଆରା ବିଭିନ୍ନ ଦିକ ନିଯେ ଚଲଛିଲ ଖୋଶ ଆଲୋଚନା । ଆଡ଼ାର ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଆସଲୋ,

ସାଂସାରିକ ଜୀବନେ ସ୍ଵାମୀଦେର ସମସ୍ୟା ଓ ସାଂସାରିକ ସୁଖ । ବିବାହିତ ଅବିବାହିତ ମିଳେ ମୋଟ ମେଯେଦେର ସଂଖ୍ୟା ଛିଲ ବିଯାଳିଶ ଜନ । ଯାର ମଧ୍ୟେ ଏକତ୍ରିଶ ଜନ ବିବାହିତ, ଏକେ ଏକେ ସବାଇ ନିଜେଦେର ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହନ କରଛିଲୋ, ସାଥେ ଚଲଛିଲୋ ସ୍ଵାମୀକେ ନିଯେ କତୁକୁ ସମସ୍ୟାଙ୍ଗଳେ ଉତ୍ସାହନ କରାଯାଇଲୋ, ସାଥେ ଚଲଛିଲୋ ସ୍ଵାମୀକେ ନିଯେ ଏକଟା ସୁଧୀ ନିଜ ସଂସାର ତାର ବୟାନଓ । ପ୍ରତ୍ୟେକେର ସ୍ଵାମୀଦେର ମାଝେ ଏକଟା ଦ୍ରାଗଓ ନେଯ । ଆବାର କେଉ ବାରେ ଗିଯେ ମାତାଳ ହୁଯେ ରାତ କରେ ବାଡି ଦ୍ରାଗଓ ନେଯ । ଆବାର କେଉ ବାରେ ଗିଯେ ମାତାଳ ହୁଯେ ରାତ କରେ ବାଡି ଫିରେ ସ୍ତ୍ରୀଦେର ଗାୟେ ହାତ ତୁଲେ ତବେଇ ଘୁମାଯ । ତବେ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ସ୍ଵାମୀ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ଡିଗ୍ରିଧାରୀ ଓ ଉଚ୍ଚପଦଶ୍ରମକର୍ତ୍ତା, ତବୁଓ ତାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ସଂସାରେ ଭାଙ୍ଗନ ବନ୍ଯା ବହିଛେ । ଯେକୋନୋ ମୁହୂର୍ତ୍ତେଇ ଝଡ଼ୋ ଦମକା ହାଓଯାଇ

ବାରେ ଯେତେ ପାରେ ଯେ କାରୋ ସଂସାର । ଗତ କରେକ ମାସ ଆଗେ ମାହିର^(୧)
ସଂସାରେର ଉପର ଦିଯେ ସେଇ ଝଡ଼ ବସେ ଗେଛେ । ତାଇ ତୋ ଆଜ ମେ
ଏଥାନେ ଅନୁପହିତ ।

ତାର ସ୍ଵାମୀ ନାମୀ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କେର ଉଚ୍ଚପଦଶ୍ରମକର୍ମକର୍ତ୍ତା ଛିଲ । ପ୍ରତି ରାତେଇ
ମଦ ଓ ନାରୀ ନିଯେ ବାସାୟ ଫିରତୋ, ସାଥେ ଥାକତୋ ତାରଇ ମତ ଆରୋ
ବାନ୍ଧବ ।

ଏ କାରଣେଇ ମାହିର ସଂସାର ଆଜ ଟିକଲୋନା ।

ସବାର ଏମନ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣେ ନିରୂପମାର ମନେ ପଡ଼ିଲୋ ତାର ବରେର କଥା,
ଦୁନିଆର ଚିତ୍ର ଭେସେ ଉଠିଲୋ କଲ୍ପନାର ଚିତ୍ରେ, ସବାଇ ସଂସାର ନିଯେ କତ
ସମସ୍ୟାଯ ଆର ସେ କତ ସୁଖେ....!

ସଂସାରଗୁଲୋ ନଷ୍ଟ ହୋଇର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହଚେ, ସ୍ଵାମୀଗୁଲୋ ଦ୍ଵୀନଦାର ନା
ହୋଇଯା । ସ୍ଵାମୀ ଯଦି ଦ୍ଵୀନଦାର ହତୋ ତବେ ସଂସାରଗୁଲୋ ଏଭାବେ
ଭାଙ୍ଗତୋନା । ଦ୍ଵୀନଦାର ସ୍ଵାମୀ ତୋ ଆର ଯେଥାନେ ସେଥାନେ ପାଓଯା ଯାଯ ନା ।
ଦ୍ଵୀନଦାରୀ ତୋ ଦ୍ଵୀନଦାରେର ମାବେଇ ଥାକେ । ନିଜେକେ ଏଥିନ ମହା ପାପୀ ମନେ
ହଚେ ତାର । ସ୍ଵାମୀକେ ଆଜ କତଗୁଲୋ ବଚର କତ କଟେଇ ନା ରେଖେହେ ସେ,
ତରୁଓ ସ୍ଵାମୀ ତାକେ କୋନୋ ଯତ୍ନଗାର ମୁଖ ଦେଖାଯନି କଥନୋ । ଗାୟେ ହାତ
ତୋ ଦୂର, କଥନୋ କୋନୋ କଥାଓ ଶୋନାଯନି । ଏଇ ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ତିନି
ଦ୍ଵୀନଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ।

ଏମନ ଏକଜନ ମାନୁଷକେ ଜୀବନସଙ୍ଗୀ ହିସେବେ ପେଯେଓ ଏଭାବେ ଅବହେଲାଯ
ହାରିଯେ ଯେତେ ଦେଯା ଯାଯ ନା ।

ସଭାକଳ୍ପ ଛେଡ଼େ ଛୁଟେ ବେର ହୟ ନିରୂପମା ।

ବେରିଯେ ସ୍ଵାମୀକେ ନା ପେଯେ ହତାଶା ନିଯେ ଛୁଟିତେ ଥାକେ ପୁରୋ ରେସ୍ଟୁରେନ୍ଟ ।
ଭିତରେ କୋଥାଓ ନା ଦେଖେ ବାହିରେ ଏସେ ଫୁଟପାତେର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ାନୋ
ଦେଖେ ଛୁଟେ ଯାଯ ସ୍ଵାମୀର କାଛେ ।

: ଆପନି ଏଥାନେ?

: ହମ ଭିତରେ ଯେଇ ଅବନ୍ଧା!

ନିଜେକେ ତାଦେର ସାଥେ ବଡ଼ ବେ-ମାନାନ ମନେ ହଚ୍ଛିଲୋ । ତାଇ ବେରିଯେ
ତୋମାର ଅପେକ୍ଷାଯ ଆଛି ।

: ଚଲୁନ, ଏଖାନେ ନା ଆସଲେ ହୟତୋ ଆମି ଆମାକେ ଚିନିତେ ପାରତାମ
ନା । ବୁଝାତେ ପାରତାମ ନା ଆମାର ସୌଭାଗ୍ୟେର ପାଓୟାକେ । ବାସାୟ ଫିରେ
ପ୍ରତିଜ୍ଞାବନ୍ଧ ନିରୂପମା, ଯେ କରେଇ ହୋକ ନିଜେକେ ମାନିଯେ ନିତେ ହବେ
ଦୀନେର ସାଥେ, ଦୀନଦାର ସ୍ଵାମୀର ସାଥେ । ତାଇ ସେ ସ୍ଵାମୀର ଦୀନି
କଥାଗୁଲୋତେ ମନୋଯୋଗୀ ହତେ ଲାଗଲୋ ଆର ଦୀନି ବହିଗୁଲୋ ପଡ଼େ ସେଇ
ମତୋ ଚଲତେ ଶୁରୁ କରଲୋ ।

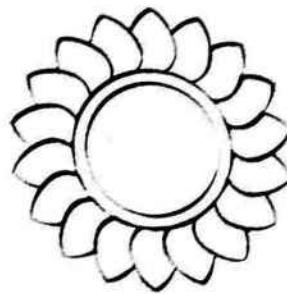
କିଛୁଦିନ ପର ଦୀନ ମାନତେ ଆର କଷ୍ଟ ଲାଗେ ନା ନିରୂପମାର । ଅନେକ
ମୂର୍ଖଙ୍କ ମାଝେ ନିଜେକେ ଆର କାକ ମନେ ହୟ ନା ଏଥନ ।

ତୋରେ ଉଠାର ଅଭ୍ୟାସ ଛିଲୋ ନା, ତାଇ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଫଜରେ ନାମାଜ
ପଡ଼ତେ ଉଠତେ ପାରତାମ ନା । ପନ କରେ ତୋରେ ଉଠାର ଅଭ୍ୟାସ କରେ
ନିଯେଛି ଏଥନ । ଶୁଣିବାଢ଼ି ତୋ ଆର ଶୁଣିବର ନୟ, ଏଟା ତୋ ଆମାରଇ
ବାଢ଼ି । ଆପେକ୍ଷା ଆପେକ୍ଷା ନିଜେକେ ମାନିଯେ ନିଲାମ ନିଜ ସଂସାରେର ଜନ୍ୟ ।
ତାଇତୋ ସବାଇ ଖୁବ ସହଜେଇ ଆପନ କରେ ନିଯେଛେ ଆମାଯ । ଖୁବ ସହଜେଇ
ତଥନ ବୁଝେ ଆସଲୋ, ମାଯେର ସେଦିନେର କଥାଟିର ମର୍ମ । ଅନୁଧାବନ କରତେ
ପାରଲାମ ଆଜ ଏଇ ସମୟେ “ତୁମି କଫିର ମତ ସବାର ସାଥେ ମିଶେ ଯାଓ” ।
କଫି ଯେଭାବେ ନିଜେର ଅନ୍ତିତ୍ବ ବିଲାନ କରେ ନିଜେକେ ଅନ୍ତିତ୍ବାନ କରେ,
ସବାର ସାଥେ ମିଶେ ନିଜେକେ ବିଜୟୀ କରେ, ଠିକ ସେଭାବେ ବିଜୟୀ ହତେ
ହବେ ଆମାକେ । ଆଯନାଯ ଦାଁଡ଼ିଯେ ମାନୁଷ ଯା କରେ ତାରଇ ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ଭେସେ
ଉଠେ । ଏଥନ ଆମାର ନିଜେକେ ଆର କାକ ମନେ ହୟ ନା । ଏଥନ ପାଁଚ
ଓଯାକ୍ତ ନାମାଯ ସମୟ ମତ ଆଦାଯ କରି । ଶାଶ୍ଵତିର ସାଥେ ସାରକ୍ଷଣିକ
ଥାକି । ଏ ସଂସାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମାର ଆର ଆମାର ଶାଶ୍ଵତିର ହାତେଇ
ଅର୍ପିତ । ଆମି ଯା କିଛୁ ନା ପାରି ତା ଉନାର ଥେକେ ଶିଖେ ନିଇ । ଆର
ଆମାର ସ୍ଵାମୀଇ ଏଥନ ଆମାର ସବ । ଆମାର ସକଳ ବାନ୍ଧବୀର ସଂସାର ଯଥନ
ଆମାର ସ୍ଵାମୀଇ ଏଥନ ଆମାର ସବ ।

ବାଞ୍ଗାଚନ୍ଦ୍ର, ଯখନ ତାଦେର ସଂସାର ପ୍ରଦୀପଟି ନିଭୁ ନିଭୁ କରଛେ, ଠିକ ତଥନିଏ ଆମାର ସଂସାର ଏକଟି ଜାଗ୍ରାତେର ଟୁକରୋ । ଆଜ ଆମାର ଏହି ହଜୁର ସ୍ଵାମୀ ଆମାଯ ଜାନିଯେଛେନ ପୃଥିବୀର ଆସଲ ମାନେ । ଆମି ଆଜ ତାର ଚୋଖେଇ ଆମାର ସାଜାନୋ ପୃଥିବୀ ଦେଖି । ଏତେଇ ଆମାର ଆତ୍ମତ୍ତ୍ଵ । ଆଜ ତାରା ଆଫସୋସେର ସାଥେ ବଲେ ଥାକେ, ହାୟ! ତୋର ମତ କପାଳ ନିଯେ ଯଦି ପୃଥିବୀତେ ଆସତାମ ।

ଆସଲେଇ ପୃଥିବୀର ଦୃଶ୍ୟପଟେ ଚଲତେ ହାଜାରୋ ସୁନ୍ଦର କିଛୁ ଚୋଖେ ପଡ଼ିବେ । ତବେ ସବ ବାହ୍ୟିକ ସୁନ୍ଦରଇ ଭେତରେ ସୁନ୍ଦର ନୟ । ଇସଲାମଇ ସର୍ବାବସ୍ଥାୟ ନାରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସୁରକ୍ଷିତ କରେଛେ, ସୌନ୍ଦର୍ୟକେ ମେଲେ ଧରେଛେ । “ଇସଲାମକେ ଜଡ଼ିଯେ ଇସଲାମିକ ହୋୟା କତଟା ଜରଗି ବିଷୟ” ଆଜ ଯଥନ ତାଦେର ସଂସାର ପ୍ରଦୀପଟା ନିଭୁ ନିଭୁ କରେଛେ ତଥନ ତାରା ସେଟା ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ପେରେଛେ । ଆଜ ତାରା ଆଫସୋସ କରଛେ ଯେ, ତୋର ମତ କପାଳ ନିଯେ ଯଦି ପୃଥିବୀତେ ଆସତାମ? ଆସଲେଇ ଅନେକ ଭାଗ୍ୟବାନ ନା ହଲେ କୋନୋ ନାରୀ ହଜୁର ସ୍ଵାମୀ ପାଇନା । ଯା ଏଥନ ଆମାର ମତ ଆମାର ବାନ୍ଧବୀରାଓ ବୁଝୋ ।





ভালোবাসা

খুব দ্রুত গতিতে ব্যাগ গুছাচ্ছে জারা। মনে হচ্ছে ওর কোথাও
যাওয়ার প্ল্যান মিস হয়ে যাচ্ছে। তাই দ্রুতই দেখানে পৌছাতে হবে
জারাকে, মা দূর থেকেই ডাক দিলো,

: জারা! এত হড়োভড়ি কেন রে! ধীরে সুন্দে কর। তাৎক্ষণিক জারার
উত্তর,

: মা আজ অতিরিক্ত ক্লাস আছে, তাই দ্রুত না গেলে ক্লাসটা মিস
করবো। ফোনটা হাতে নিলো জারা, ক্রিনে নজর দিতেই ইফতির
ম্যাসেজ চোখে পড়লো “ঠিক আর আধাঘন্টা পর বাস্ট্যান্ড থেকো”

ওরা দুজন পালাচ্ছে আজ....!

ইফতি আর জারা দুজন দুজনকে ভীষণ ভালোবাসে। জারার মা বাবা
কেউই মেনে নেয়নি ইফতিকে। অনেক বুঝিয়েছে জারা, আর কোনো
উপায় না পেয়ে আজ জারার এমন পদক্ষেপ। জারার জন্য চলছে পাত্র
খোঁজা।

জারা রেডি হয়ে নিলো, সবকিছু ঠিক আছে কিনা চেক করে নিলো
আরেকবার।

মায়ের ডাক আবার,

: କିମେ! ଖେରେ ସାବି ନା?

: ନା ନା ଖିଦେ ନେଇ । ଖିଦେ ଲାଗଲେ କ୍ୟାନ୍ତିନ ଥିକେ ଖେଯେ ନେବୋ ।

: ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଫିରିନ ।

: ଆଜ୍ଞା ।

ଦୁକ ଫେଟେ କାନ୍ଦା ଆମହେ ଜାରାର; କିଷ୍ଟ କିଛୁଇ କରାର ନେଇ । ଜାରା ନିରକ୍ଷାର ହେଇ ବେର ହେଯେହେ ବାଡ଼ି ଥିକେ । ବାସା ଥିକେ ବେରିଯେ ଜାରା ହିଂଟିତେ ଲାଗଲୋ । ଏଥାନ ଥିକେ ବାସଟ୍ୟାନ୍ ହେଟେ ଗେଲେ ଆଧ ଘଣ୍ଟାର କିଛୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗବେ । ରିକଶା ବିଶ ମିନିଟେର ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗବେ ନା । ଏହି ଦୁପୁରେର କଡ଼ା ରୋଦେ ରିକଶା ପାଓୟା ମୁଶକିଲ । ଜାରା କିଛୁ ଦୂର ପାଯେ ହେଟେ ସାମନେ ଏଣ୍ଟଲୋ, ଏକଟୁ ଦୂରେଇ ଏକଟି ରିକଶା ଚୋଖେ ପଡ଼ଲୋ ତାର । ରିକଶା ଚାଲକ ଏକଜନ ମଧ୍ୟବର୍ଯ୍ୟନୀ, ଠିକ ଜାରାର ବାବାର ମତୋ ।

ଦୁପୁରେର ଏହି କଡ଼ା ରୋଦେ ଘାମ କରା ଶରୀର ନିଯେ ଏକଟୁ ଜିରିଯେ ନିଚ୍ଚେ ରିଙ୍ଗା ଚାଲକ ।

: ମାମା ଯାବେନ? ଜାରାର ପ୍ରଶ୍ନ ।

: କହି ଯାବେନ?

: ବାସଟ୍ୟାନ୍ ।

: ହ, ଯାନ୍ତୁ ।

: ଭାଡ଼ା ବଲେ ନେଓୟା ଭାଲୋ, କତ ଦିତେ ହବେ ଆପନାକେ?

: ଆପନେ ଯା ଦେନ ହେଇଡା ଚଲବୋ, ଉଡ଼େନ ।

ଜାରା ରିକଶାଯ ଉଠେ ବସଲୋ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବାବାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଛେ ଜାରାର, ଯେ କଥିଲୋ ତାକେ ଛାଡ଼ା ଥାଯ ନା । ବାବା ତାକେ କଥିଲୋ ଜାରା ବଲେ ଡାକେନନି । ସବସମୟ ମା ବଲେଇ ଡାକେନ । ଜାରାର ବିଯେ ନିଯେ ତାର କତ ସ୍ଵପ୍ନ! ଭୌମଣ କଟ ହଚେ ବାବାର ଜନ୍ୟ । କୋନୋରକମେ ସାମଲେ ନିଲୋ ନିଜେକେ । ଏମନି ସମୟ ଜାରାର ଫୋନେ ରିଂଟୋନ ବେଜେ ଉଠଲୋ, ଇଫତି କଲ କରେଛେ ।

: ହ୍ୟାଲୋ, ଜାରା..!

: হ্ম, বলো। হালকা কানা জড়ানো কষ্টে উত্তর দিলো জারা।

: তোমার কষ্ট এমন শোনাচ্ছে কেন? বাসায় কোনো ঝামেলা হয়েছে?

: নাহ, কিছু হয়নি।

: জানি অনেক খারাপ লাগছে, তবুও কিছু করার নেই। কয়েকটা দিন যাক, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

: হ্ম।

: তুমি কোথায় এখন?

: রিকসায়।

: আচ্ছা আসো। আমিও আসছি।

: ঠিক আছে বলে কল কেটে দিলো জারা।

রিকশা চালকটা কিছুক্ষণ পর পর পেছন ফিরে দেখছে জারাকে।
অস্বস্তি লাগছে বিষয়টি জারার কাছে। নিজের বিরক্তি ভাবটা চেহারায় ফুটিয়ে তুলছে নিজেই।

: কিছু মনে করবেন না, আফনেরে একটা কথা জিগাই আফা? রিকশা চালকের প্রশ্ন জারার উদ্দেশ্যে। জারা ভীষণ বিরক্তি নিয়ে বললো,

: বলেন।

: আফা আপনের লাহান আমার একটা মাইয়া আছিলো। ঠিক আফনের বয়সী হইবো। জারা নিশুপ্ত শুনছে।

আপনে কী বাড়ি থেইক্যা পালাইয়া জাইতাছেন?

হঠাৎ যারা চমকে উঠলো, মুখে কিছু বললো না।

: আপনার ভাব-সাবেই বুঝা জাইতাছে, এমনটা কইরেন না। বাবা মা অনেক দুঃখ পাইবো। আফনেরে তারা অনেক ভালোবাসে, আফনেরা তো চইল্যা যান নিজেগো ভবিষ্যতের চিন্তা কইରা; কিন্তু এত বছর যারা আফনাগো লইগ্যা নিজের জীবন-যৌবন সব শেষ করলো তাগো চিন্তা তো করেন না একবারও। আফনেরা যাওনের পরে তাগো কী হইবো? সমাজের মানুষ তাগো লগে কী ব্যবহার করবো? তারা এ

ଅପମାନଗୁଲା ସହ୍ୟ କରତେ ପାରବୋ କି-ନା? ଏକବାରଓ କୀ ଭାଇବା
ଦେଖଛେନ ବିଷୟଗୁଲା?

ଜାରା ନିଃନ୍ତର୍ମ ମନେ ଶୁଣେ ଯାଚେ ରିକଶାଓୟାଲାର କଥାଗୁଲୋ । ରିକଶା
ଚାଲକ ବଲେ ଯାଚେ ।

ଆମାର ଯେଇ ମାଇୟାଡାର କଥା କଇଲାମ ଆଫନାରେ, ଓର ଘଟନାଟା କୀ
ଶୁଣବେନ ଆଫା?

ଆଗ୍ରହ ଭରା କଟେ ଏଥନ ଯାରାର ଉତ୍ତର,

: ଅବଶ୍ୟକେ, କୀ ହେଁଛିଲୋ ଆପନାର ମେୟେର?

: ଆଇଚ୍ଛା ତାଇଲେ ଶୁଣେନ ।

ଭାଲୋଇ ଚଲତାଛିଲୋ ଆମଗୋ ତିନ ସଦ୍ସ୍ୟେର ସଂସାର । ଆମି, ଆମାର
ବଟ୍ଟ, ଆର ଆମାର ମାଇୟା ଫାତେମା । ଆମି ସାରାଦିନ ଅନେକ ଖାଟା ଖାଟୁନି
କଇରା ବାସାୟ ଯାଇ ରାଇତେ, ମାଇୟାଡାଓ ରୋଜ କୁଳେ ଯାଯ । ସାରାଦିନ ଓର
ମା ଘରେର କାମ ନିଯା ବ୍ୟନ୍ତ ଥାକେ । ମାଇୟାଡା ପଡ଼ା ଲେହାୟ ଫାର୍ଟ
ସବସମୟ । ଆମାରେ ରୋଜ ଆଇୟା କଯ,

ବାବା! ତୋମାର କୟେକଦିନ ପର ଥେଇକ୍ୟା ଆର କାମ କରତେ ହଇବୋ ନା,
ତୋମାର ମାଇୟା ବଡ଼ ହଇୟା ଡାଙ୍କାର ହଇବୋ ।

ଏମନ କଇରା କଥା ଯେଇ ମାଇୟା କଯ କୋନୋ ବାପ କୀ ଏହି ମାଇୟାରେ
ଭାଲୋ ନା ବାଇସା ପାରେ କନ ଆପା? ଆମି ଆମାର ମାଇୟାରେ ଭୀଷଣ
ଭାଲୋବାସତାମ । କୁଳେ ପୁରା ଜେଲାୟ ମେଧା ତାଲିକାୟ ପ୍ରଥମ ହିଲୋ
ମାଇୟାଡା । ବୃତ୍ତି ପାଇୟା କଲେଜେ ଭର୍ତ୍ତି ହିଲୋ । ପଡ଼ା ଲେହାର ଆଗ୍ରହ
ଦେଇଖ୍ୟା ଆମିଓ ଆର ନା କରତେ ପାରି ନାଇ ।

କଲେଜେ ଉଠିଡା ମାଇଡା ଆମାର କେମନ ଜାନି ବଦଲାଇୟା ଯାଇତେ ଲାଗଲୋ ।
ଆଗେର ମତନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଯ ନା, ଚାଲ-ଚଲନେ ଅନେକ ପରିବର୍ତନ ଦେଖା
ଯାଇତେଛିଲୋ । ମାଇୟାର ମାୟରେ ବିଷୟଟା ଜିଗାଇଲାମ, ମାଇୟାର ମାଓ
ବିଷୟଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରଛେ । ମାଇୟାରେ ଜିଗାଇଲେ କିଛୁ ହ୍ୟ ନାଇ କଯ ।

কয়েকদিন পর এলাকার মাদবররে রিকসায় কইরা ঘাটে নামাইতে
যাম, ওই সময় উনি কইলো,

তোমার মাইয়াডারে কলেজে ভর্তি করলা? মাইয়াতো দেহি পোলাগো
লগে ঘুরে, কার লগে বলে প্রেম করে।

কথাটা শুইনা আমি ঘাবরাইয়া গেলাম। বিশ্বাস করলাম না তার
কথা। তয় বিশ্বাস করলাম, যখন নিজের চোখে দেখলাম। আমগো
বাড়ির থেইক্যা বেশ দূরে একটা পার্ক আছলো, ওই পার্কে একটা
পোলার লগে মাইডারে দেখলাম। ঐ দেখা আছলো আমার মাইডারে
সুস্থ অবস্থায় শেষ দেখা। মাইডা আমগো মুখে চুনকালি দিয়া আর
ঘরে ফিরলো না। যেই আমরা ছোট বেলা থেইক্যা মাইয়াডার জন্য
নিজেগো সব সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলাম আর আইজকা কোন খানের
কে তার কাছে বড় হইয়া গেলো? আমরা কী এই আঠারো বছর
তারে কোনো ভালোই বাসি নাই? সারা জীবন যে এত খাটুনি
করলাম, কার লাইগ্যা? আইজকা দুই কলম শিহক্ষা আমগোরে
এভাবে ছাইড়া চইলা যাইবো, আমরা ভাবতে পারি নাই। মাইয়াডা
যাওনের পরে আমগো লগে গ্রামের সবাই কথা বন্ধ কইরা দেয়।
দেখা হইলেই যা তা ভাষায় গালাগালি করে। সারা গ্রাম হাইট্যাও
কোনো কামের ব্যবস্থা হয় না। আমি তো সারাদিন বাহিরেই
থাকতাম কামের খোঁজে; কিন্তু যে ঘরে থাকতো তার লগে যে
লোকজন কী ভাষায় কথা কইতো সেটা আপনেরে আমি বইলা
বুঝাইতে ফারুমনা আফা।

সেদিন রাইতে অন্য দিনের মতোই খালি হাতে বাড়ি ফিরলাম, ঘরে
যাইয়া দেহি যে, আমার মাইয়াডা উডানে খাড়াইয়া আছে। আইজকা
তেরো মাস পরে আইলো বাপ মায়েরে দেখতে এইডা ভাবলাম
আমি। মাইয়াডার হাত ধইরা যখন ঘরে চুকলাম আমার ভাবনাটার
উপরই আকাশ ভাইংগা পড়লো। চোখরে বিশ্বাস করাইতে

ପାରତାଛିନା, ଏଟା କୀ ଆମାର ନାମନେ.....? ଏ ବଲେଇ ହାଡ଼ିମାଟ କରେ
କେଂଦେ ଫେଲିଲୋ ରିକସା ଚାଲକ ।

ପିଠେ ହାତ ବୁଲିଯେ ଜାରା ବଲିଲୋ,

: କୀ ଦେଖିଲେନ ଚାଚା?

: ଦେହି ଯେ ଆମାର ମାଇୟାର ମା ଘରେର ପାଂଖାର ଲଗେ ବୁଝିଲ୍ୟା ଆଛେ ।
ବୁଝିଲ୍ୟା ଆଛେ ତାର ଦେହଟାଇ; କିନ୍ତୁ ପରାଣ ତୋ ଅନେକ ଆଗେଇ ଗେଛେ
ଗା ।

କଥାଙ୍ଗଲୋ ବଲତେ ପାରିଛିଲୋ ନା କାହାର ଜନ୍ୟ । ଅନେକ କଟେ ପରେର
କଥାଙ୍ଗଲୋ ବଲା ଶୁରୁ କରିଲୋ ଆବାର ।

ଓଇଦିନ ସକାଳେ ଆମି ବାହିରେ ଯାଉନେର ପରେ ମାଇୟାଡା ବାଡ଼ିତେ ଆଇଛେ,
ମାଇୟାଡାର ପେଟେ ସାତ ମାସେର ସନ୍ତାନ ଆଛିଲୋ । ଓର ପ୍ରେମିକ ଓରେ
ଏକଟା ଘରେ ରାଇଖା ଆର ଆସେ ନାହିଁ । ଓରା ନାକି ବିଯା କରିଛିଲୋ । ଏଇ
ବିଯାର କୀ ଦାମ କନ ତୋ? ଯେ ବୁଟ୍ଟରେ ଏମନ ଅବସ୍ଥାଯ ରାଇଖା ଆର ଆଇଲୋ
ନା । ଧାରେ ମାନୁଷ ଯଥନ ଜଡ଼େ ହଇୟା ବାଜେ ବାଜେ କଥା ବଲା ଶୁରୁ
କରିଲୋ ତଥନ ମାଇୟାର ମା ଆର ସହ୍ୟ କରତେ ନା ପାଇରା ଏଇ କାମ
କରିଲୋ । ମାଇୟାଡା ଆର ଯଦି ନା ଆଇତୋ ତାଇଲେ ହ୍ୟାତୋ ଆମାର ବୁଡା
ଆଇଜ ପୃଥିବୀତେ ଥାକିତୋ ।

ସମାଜ ଏଥନ ଆମଗୋ ଲଗେ ଆର ଭାଲୋ କଥା କଯ ନା, ଏଲ୍ୟାଇଗ୍ୟା ଶେ
ସମ୍ବଲ ମାଇଡାରେ ଲଇୟା ଗ୍ରାମ ଛାଇଡା ଏଥାନେ ଚଇଲା ଆଇଲାମ । ମାଇଡାର
ଅସୁଖ, ମନୋ ଭାଲା ନା । ଜାନି ନା ଭବିଷ୍ୟତେ କୀ ଲେଖା ଆଛେ କପାଳେ...!
ଟାନା କଥାଙ୍ଗଲୋ ବଲେ ନିଃଶ୍ଵାସ ଛାଡ଼ିଲୋ ରିକସା ଚାଲକ ।

ଚୋଥେ ଜଳ ମୁହଁତେ ମୁହଁତେ ଆବାର ବଲତେ ଲାଗିଲୋ,

: ଆଫା ଏକଟା କଥା କଇ?

: ଜ୍ଞା ବଲେନ ।

আপনে যাইবেন, যাইয়া হয়তো বিয়াও করবেন, আবার যখন সমস্যা হইবো তখন ফিরা আসবেন এটাই স্বাভাবিক। আপনের প্রেমিক আপনের ক্ষতি কইরা চইল্যা গেলে তার কিছুই হইবো না; কিন্তু আফনের বাপ-মায়ের অনেক লস হইয়া যাইবো। তবুও বাপ-মা তখন কিছু কইতে পারবো না। কারণ আপনিও তখন অপরাধী থাকবেন। আর যদি বাপ-মার মতে বিয়ে করেন, তাইলে যে কোনো সমস্যায় আপনের বাপ, মা, সমাজ সবাই আপনের পক্ষেই থাকবো। অকালে হয়তো আর কারো মা আত্মহত্যা করবো না। বাইচ্ছা যাইবো হয়তো আপনের মায়ের জীবন। আপনে যাইয়েন না আপা, আফনের বাপ মারে প্রেমিকের কথা জানান। উনারা ভালো মনে করলে অবশ্যই এই ছেলের সাথেই আপনার বিয়ে দিবো। উনারা কখনোই আপনের খারাপ চাইবো না।

: রিকসাটা থামান চাচা, দৃঢ় কষ্টে বললো জারা। ভ্যানেটি ব্যাগ থেকে ফোনটা বের করলো সে, ডায়াল লিস্টের প্রথম নামটিই ইফতির। আরেকবার ডায়াল বাটনে চাপতেই কল চলে গেলো ইফতির কাছে।

ওপাশ থেকে,

: কই তুমি জারা? আমি তো পনের মিনিট যাবত তোমার জন্য অপেক্ষা করছি স্টেশনে।

: ইফতি! আমি পালাতে পারবো না। আমি মা বাবাকে কষ্ট দিতে পারবো না। বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে আমি সুখী হতে পারবো বলে আমার মনে হচ্ছে না। আমি বাসায় ফিরে যাচ্ছি, তুমিও বাসায় যাও।

: কী বলছো এসব? তোমার মাথা ঠিক আছে তো?

: যা বলছি ঠিকই বলছি। মাথাও আমার ঠিক আছে।

: তাহলে কী তোমার বাবার ঠিক করা ছেলেকেই বিয়ে করবে?

: ଆମି ସେଟା ବଲିନି, ବାବା ମାକେ ବୋଝାବୋ, ଅନେକ ବୋଝାବୋ ଯଦି
ତାରା ଭାଲୋ ମନେ କରେନ ତବେ । ଅନ୍ୟଥାଯ ତାରା ଯା ଭାଲୋ ମନେ କରବେନ,
ବଲେ ଫୋନ ରେଖେ ଦିଲୋ ଜାରା । ଫୋନଟା ରେଖେ ରିକସା ଚାଲକେର ଦିକେ
ତାକାଳୋ, ବୁଡ୍ଡୋ ଲୋକଟା ଅବାକ ହେଁଛେ ।

: ଚାଚା ଆବାର ଉଲ୍ଟୋ ଦିକେ ଯାନ । ବାସାୟ ଯାବୋ ।

ଉଲ୍ଟୋ ପଥେ ରିକସା ଥାମେ ଏକଟି ଦୋକାନେର ସାମନେ ।

: ଚାଚା ନେନ (ପାଂଚଶତ ଟାକାର ନୋଟ)

: ଭାଡ଼ା ତୋ ଏତ ନା ମା!

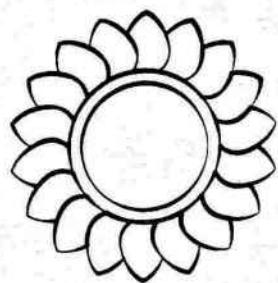
: ପୁରୋଟାଇ ରାଖେନ, ଶେଷ ସମ୍ବଲେର ଚିକିତ୍ସାୟ କାଜେ ଲାଗବେ କିଛୁଟା ।

: ଜାରା ଧୀର ପାରେ ଘରେ ଚୁକଳୋ, ଚୁକେଇ ଦେଖଲୋ ନାନ୍ତାର ଟେବିଲ ସାଜିଯେ
ବାବା ଜାରାର ଅପେକ୍ଷାୟ ବସେ ଆଛେ । ମେଯେକେ ଦେଖେ ବାବାର ଭାଲୋବାସା
ମାଥା କଟେ,

: କୋଥାଯ ଗିଯେଛିଲି ମା? ଆମି ସେଇ କଥନ ଥେକେ ବସେ ଆଛି ତୋର
ଅପେକ୍ଷାୟ ।

ବାବାକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ଖୁବ କାନ୍ଦଲୋ ଜାରା, ବାବା ବୁଝିତେ ପାରଲୋ ନା କେନ
ମେଯେ କାନ୍ଦିଛେ? ମାଥାଯ ହତ ବୁଲିଯେ ବଲଲେନ, ଖେଯେ ନେ ମା । ଯା ହେଁଛେ
ସବ ଠିକ ହେଁ ଯାବେ । ଆଯ ଏକସାଥେ ଖେଯେ ନିଇ ।

ହାଜାର ଲୋକେର ଭାଲୋବାସା ଏକପାଶେ ରାଖଲେ ଆର ମା-ବାବାରଟା
ଅପରଥାନ୍ତେ ରାଖଲେ କୋନୋଭାବେଇ ମା-ବାବାର ସମାନ ହେଁଯା ସ୍ଵଭବ ନୟ ।
ବିଯେର ଆଗେର ଭାଲୋବାସା ଯତଇ ପବିତ୍ର ମନେ ହୋକ ନା କେନ, ବିଯେର
ପରେର ଭାଲୋବାସାର ସମାନ କଥନୋଇ ନୟ ।



স্বামী বিদ্রেষী

ঘটনাটি এশিয়ার, যেখানে হরহামেশা গোলযোগ লেগেই থাকে, চলে জমি দস্যদের জমি দখলের মহড়া। এক দেশ অন্য দেশকে কীভাবে নিজের অধিনস্থ রাখবে সেই প্রচেষ্টাই চলছে দিনরাত। এখানে সূর্য ওঠে হাজার দেশরক্ষীর লাল রক্ত নিয়ে। এখানে তারা বোমা ফাটিয়ে হাজার মানুষের লাশ বিছিয়ে জানান দেয় নিজেদের অস্তিত্ব। তেমনই একটি দেশের দেশরক্ষীর গল্প বলবো আজ।

যিনি নিজের জান কোরবান করেছেন নিজের মাত্ভূমির জমি রক্ষায়।
কোনো টাকা বা বড় কোনো সম্মাননা অর্জনের জন্য নয়। টাকা বা
সম্মানের জন্য হলে দেশরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিতো না কোনো
নওজোয়ান। তারা ভাবে প্রতিটি নাগরিকের কথা। নিজের জীবনকে
মৃত্যুকূপে ঢেলে নিশ্চয়তা দেয় প্রতিটি নাগরিকের। সেই
নওজোয়ানদের জন্য আমাদের শির উঁচু সম্মান।

রাহেলা বেগমের (ছদ্মনাম) স্বামী দেশরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো
অনেক আগেই। তাদের বিয়ের বয়সও প্রায় দশ পেরিয়েছে; কিন্তু গত
কিছু দিন আগে জমি দস্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি গন্তব্যহীন বুলেট

ତାର ସ୍ଵାମୀର ବୁକ ପିଠ ଛିନ୍ଦ କରେ ଦିଯେଛେ । କୋନୋଭାବେଇ ସେ ଏହି ନିର୍ମାଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମେନେ ନିତେ ପାରଛେନା । ସେ ତାର ସ୍ଵାମୀକେ ଏତଟାଇ ଭାଲୋବାସେ ଯେ, ଏଥିନ ସେଇ ଶୋକେ ସେ ପାଗଳପ୍ରାୟ, ସ୍ଵାମୀ ଛାଡ଼ା ଯେନ କିଛୁଇ ବୁଝାତୋନା ରାହେଲା ବେଗମ । କାରଣ ତାଦେର ଭାଲୋବାସା ତୋ ଆଲ୍ଲାହର ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଚାଲିତ ଛିଲୋ । ଆଲ୍ଲାହ ଯେତାବେ ସ୍ଵାମୀକେ ଭାଲୋବାସତେ ବଲେଛେନ, ଠିକ ସେଭାବେଇ ନିଜ ସ୍ଵାମୀକେ ରାହେଲା ବେଗମ ଭାଲୋବାସତେନ । କତ ସହିକେ ଯେ ସେ ସ୍ଵାମୀର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟତା ଆନତେ ସଚେଷ୍ଟ କରେଛେନ ତା ଗନନାତୀତ; କିନ୍ତୁ ସେ ଜୀବନେ ଏକମାତ୍ର ଏକଜନକେଇ ବୋବାତେ ପାରେନି । ରାହେଲା ବେଗମ ଯେ କତ କଷ୍ଟ କରେଛେନ ତାର ଜନ୍ୟ! ସେ ତୋ ଆର ପାଁଚଟା ସହିୟେର ମତୋ ନଯ । ସେ ତୋ ତାର ଘନିଷ୍ଠ ଓ ଏକମାତ୍ର ଛୋଟବେଳାର ସହି । ସ୍ଵାମୀର ଅବାଧ୍ୟ ହୁଁ ସହି ଜାହାନ୍ନାମି ହବେ ଏଟା ଭାବତେ ପାରେନି ରାହେଲା ବେଗମ, ତାଇତୋ ବାରେ ବାରେ ଛୁଟେ ଗେଛେନ ସହିୟେର ବାଢ଼ି ଆର ବୁଝିଯେଛେନ ଦ୍ୱୀନେର କଥାଗୁଲୋ । ବୁଝିଯେଛେନ ସ୍ଵାମୀର ଅବାଧ୍ୟ ନା ହୁଁ ଆନୁଗତ୍ୟେର କଥା । ବଲେଛେନ ସ୍ଵାମୀର ବାବା ମାକେ ସମ୍ମାନ କରତେ, ସ୍ଵାମୀର ଛୋଟ ଭାଇ ବୋନକେ ନିଜେର ଭାଇ ବୋନେର ମତୋ ଦେଖତେ, ସ୍ଵାମୀର ଉପର ଜୋର ଖାଟାତେ ନା । କୋନୋ ବିଷୟେ ସ୍ଵାମୀର ମତେର ସାଥେ ମତ ନା ମିଳିଲେ ଚୁପ ଥାକତେ ହବେ, ତାର ସାଥେ ଝଗଡ଼ା ବା ତାର କଥାର ଉପର କଥା ବଲା ଯାବେ ନା, ଏତେ ପରିବାରେର କ୍ଷତି ହବେ । କିନ୍ତୁ କେ ଶୁଣେ କାର କଥା । ସାରାକ୍ଷଣ ତାର ଅତିବାହିତ ହୁଁ ସ୍ଵାମୀର ବଦନାମେ, ସନ୍ତାନଦେର ନିଯେ ତାର କୋନୋ କେଯାର ନେଇ । ଏକବାରଓ ଭାବେନା ଯେ, ଏସବ କିଛୁଇ ସନ୍ତାନେରା ଶିଖିବେ, ଯା ସେ କରଛେ ।

ସନ୍ତାନଦେର ନିଯେ ତାର କୋନୋ ଦୁଃଖିତା ନେଇ, ସନ୍ତାନେରା ତାର ମତ ହଲେଇ ଚଲିବେ ଆର କୋନୋ ଚାଓଯା ନେଇ ତାର । ସାମନେ ଯାକେ ପାଯ ତାକେଇ ସ୍ଵାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀର ସକଳ ବିଷୟ ବଲିତେ ଥାକେ, ସ୍ଵାମୀର ବ୍ୟାପାରେ ହାଜାରଟା ଅଭିଯୋଗ ତାର କାଛେ ।

ଏହି ତୋ ସେବନୀ ନିଜ ସାମୀ ସନ୍ତାନ ଗେଥେ ପାଶେରେ ପାଶେରେ ଯାଏଇ
ଭେଜେ ଚଲେ ଯେତେ ଚେଯୋଡ଼ିଲୋ । କୀ ହବେ ତାର ସଂସାରେ ଆଶ୍ରାମଟ ଭାଲୋ
ଜାନେନ । ସ୍ଵାମୀର ମା-ବାବା, ଭାଇ-ବୋନ ମେନ ତାର ମର୍ଦନାମେର ପକ୍ଷରେ
ପରିଣତ ହୁଏଛେ । ତାଦେର ସଂସାରଟା ମେନ ଆଶ୍ରାମରେ ଏକଟି ଅଳ୍ପ ।
ସ୍ଵାମୀର ସାଥେ ବାଗଡ଼ା ହଲେ ସ୍ଵାମୀର ଗାୟେ ହାତ ତୁଳିତେଓ ମେ ଦିଦାବୋଦ
କରେ ନା । ସନ୍ତାନଦେର ସାମନେଇ କଥନୋ କଥନୋ ସାମୀର ସାଥେ ଏମନ
ଅସଭ୍ୟ ଆଚରଣ କରେ । ତାର ସ୍ଵାମୀର ବ୍ୟାପାରେ ତାର ଅବେଳା ବିଦେଶ ଅପରାଧ
ସ୍ଵାମୀ ଛାଡ଼ା ମେଯେଦେର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଫୁଟେ ଓଠେ ନା । ରାହେଲା ବେଗମ ଏମନ
ହାଜାରଟା ପରିବାରେର ଘଟନା ତାକେ ବଲେଛେନ, ଯାରା ସାମୀ ବିଦେଶୀ ହୁଁ
ତାଦେର ସାଥେ ଆଲ୍ଲାହ କେମନ ଆଚରଣ କରେଛେନ; କିନ୍ତୁ ଗୋନୋ କିନ୍ତୁହେଉ
କାଜ ହୁଏନି । ଗତ କିଛୁଦିନ ଆଗେ ମେ ରାହେଲାର ଶୋକାହତ ହୁଏ
ତାକେ ଦେଖିତେ ଆସେ । ରାହେଲା ବେଗମକେ ନିଜେର ମତ କଣେ ବୋବାଯ, ଯା
ହବାର ତାତୋ ହୁଏଛେ, ଦୁଃଖ କରେ ଲାଭ କି? ଆରୋ ବିଭିନ୍ନ କଥାର ଏକ
ପର୍ଯ୍ୟାୟେ ମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲୋ, ଯାରା ମାରା ଗେଛେ ସରକାର ତାଦେର ଭଣ୍ୟ କୀ
କିଛୁଇ ବରାଦ୍ ଦେଇନି? ରାହେଲା ବେଗମେର ଉତ୍ତର ଛିଲ, ଏକଟି ମେଡେଲ ଆର
ପ୍ରତି ପରିବାରକେ ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟାକା କରେ ଦେଇବା ହୁଏଛେ ।

ରାହେଲାର ସହିଯେ ଚୋଥ ଛାନା ଭରା ହୁଏ ଗେଲୋ, ଦଶ ଲକ୍ଷ ଟାକା!!?
ଶାନ୍ତ କଷ୍ଟେ ରାହେଲା ବେଗମ ବଲଲୋ, ଶୁଦ୍ଧ ଟାକାଟାଇ ଦେଖଲେ? ସ୍ଵାମୀଟା ଯେ
ହାରାଲାମ? ସହି ତଥନ ବଲଲୋ, ତାହଲେ ତୋ ଆମାର ସ୍ଵାମୀଟାଓ ମରେ ଗେଲେ
ଭାଲୋ ହତୋ । ରାହେଲା ଯେନ ନିଜ କାନକେ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ପାରଛେନା ।
ଏକଜନ ମହିଳା କୀ ପରିମାଣ ସ୍ଵାମୀ ବିଦେଶୀ ହଲେ ନିଜ ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁ
କାମନା କରତେ ପାରେ । ଏହି ପ୍ରଥମ ରାହେଲା ଅନୁଭବ କରଲୋ ଯେ, ତାର ସହି
ଏକଟା ଜାହାନ୍ନାମି ନାରୀ । ହାଜାର କିଛୁ ହଲେଓ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିନିମୟେଓ
କୋନୋ ନାରୀ ତାର ସ୍ଵାମୀର ମୃତ୍ୟୁ କାମନା କରତେ ପାରେନା । ଏକଜନ
ଜାହାନ୍ନାମି ନାରୀ କଥନୋଇ ଏକଜନ ଆଦର୍ଶବାନ ଶ୍ରୀ ବା ଏକଜନ ଆଦର୍ଶବାନ

ମା ହତେ ପାରେ ନା । ସନ୍ତାନଦେର ଉତ୍ତମ ଆଦର୍ଶେ ଆଦର୍ଶିତ କରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
ବାବା ମା କତ ତାଗ କରେ ଆମରା ଜାନି; କିନ୍ତୁ ସଇୟେର ମାଝେ କୋଣୋଟା
ରାହେଲା ବେଗମ ଦେଖେନା ।
ଏକଜନ ସ୍ଵାମୀ ବିଦ୍ୱୟୀ ନାରୀ ତାର ମେଯେଦେର ସ୍ଵାମୀ ବିଦ୍ୱୟେ ଛାଡ଼ା ଆର କି-
ଇ ଶିକ୍ଷା ଦିତେ ପାରେ?

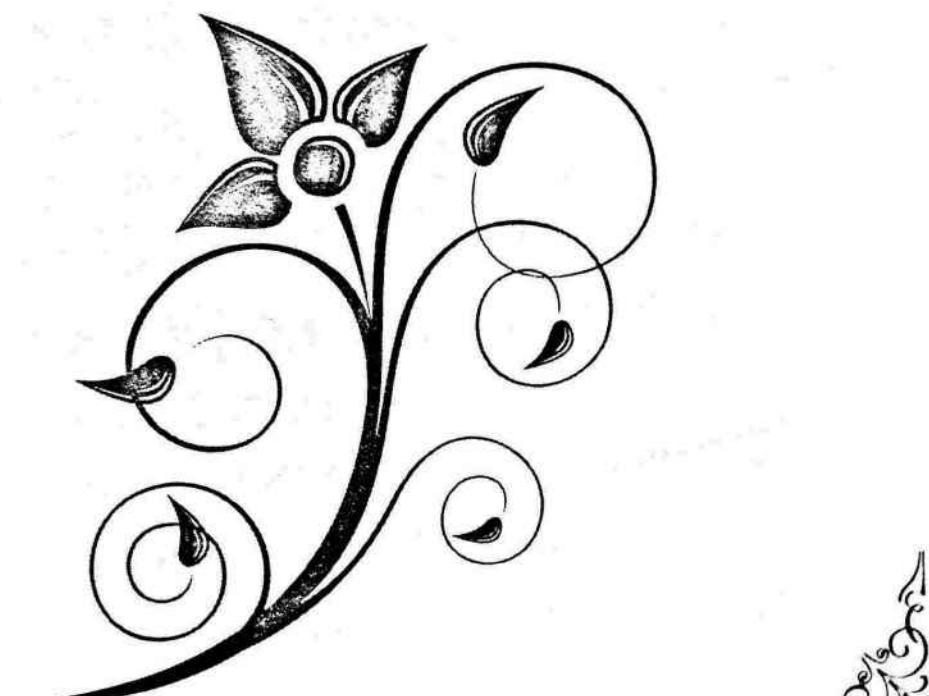
କଥାଟା ଶୁଣେ ରାହେଲା ବେଗମ ସଇକେ ବଲଲୋ, ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ ଆଜ ଥିକେ
ତୋମାର ଆର ଆମାର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ । ତୁମି ଆର ଆମାର ସାଥେ କୋଣୋ
ସମ୍ପର୍କ ରାଖାର ଚେଷ୍ଟା କରୋନା । ଯେ ନିଜେର ସ୍ଵାମୀକେ ସମ୍ମାନ କରତେ
ଜାନେନା ସେ କୀଭାବେ ଅନ୍ୟ କାଉକେ ସମ୍ମାନ କରବେ?

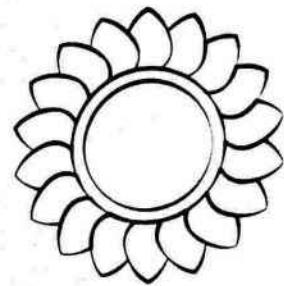
ସଇୟେର କଥାଯ କାନ୍ନାୟ ଭେଣେ ପଡ଼ଲୋ ମହିଳାଟି । ହାତେ ପାଯେ ଧରେ
ବଲତେ ଲାଗଲୋ, ସଇ! ଆମି ତୋମାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଛେଦ କରେ ଥାକତେ
ପାରବୋନା । ତୁମି ଏମନ କଥା ବଲୋନା ଦୟା କରେ । ରାହେଲା ବେଗମ
ବଲଲୋ, ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ଭେଙେ ଫେଲତେ ଚାଓ, ଆର
ବାହିରେର ମାନୁଷ ଆମି, ତୁମି ଆମାର ସାଥେ ସମ୍ପର୍କ ରାଖତେ ଚାଓ? ତୁମି
ସବାର ସାଥେ ମିଶେ ଚଲତେ ଜାନୋ, ଶୁଦ୍ଧ ତୋମାର ଶାଶ୍ଵତି, ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର
ପରିବାରେର ସାଥେ ମିଶେ ଚଲତେ ଜାନୋନା? ଆମାର କିଛୁଇ ବଲାର ନେଇ,
ତୁମି ଚଲେ ଯାଓ ।

ରାହେଲାର ବାନ୍ଧବୀର ଆଜ ଖୁବ ମନ ଖାରାପ । ଆଜ ତ୍ରିଶ ବର୍ଷରେର ସମ୍ପର୍କେର
ସମାପ୍ତି ହଲୋ, ହାଜାର ଚେଷ୍ଟାଯାଓ ସମ୍ପର୍କ ଟେକାତେ ପାରଲୋ ନା ସେ ।
ଗତରାତେ ରାହେଲା ସମ୍ମେ ଦେଖଲୋ ତାର ଧାରଣା କରା ସେଇ କଥାଟି ସତ୍ୟ
ପ୍ରମାଣ ହେଁବେ । ତାର ଏକମାତ୍ର ଘନିଷ୍ଠ ବାନ୍ଧବୀକେ ସମ୍ମେ ଦେଖେଛେ ରାହେଲା
ବେଗମ । ସମ୍ମେ ତାର ବାନ୍ଧବୀକେ ହାତେର ଆଙ୍ଗୁଳଗୁଲୋ କର୍ତ୍ତି ଅବସ୍ଥାୟ
ଫେରେଶତାରା ତାକେ ଜାହାନାମେର ଦିକେ ଟେନେ ହିଚଡ଼େ ନିଯେ ଯାଚେ । ବିବନ୍ଦ୍ର
ଅବସ୍ଥାୟ ସାରା ଶରୀରେର ଚାମଡ଼ାବିହିନୀ ମାଂଶ ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁଇ ଦେଖା
ଯାଚେ ନା । ଆନ୍ଦୋଳନର ଲୀଲା-ଶିଖ୍ୟାୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ପାକେର ମତ ଘୁରପାକ ଥାଚେ

ମହି । ଚଲଣୁଳୋ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେନ ଆଗୁନେର ଏକଟି ରଶିତେ ପାରିଥିଲୁ
ହୁଯେଛେ । ବାରେ ବାରେ ଏକଇ ରକମ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଵପ୍ନେ ଭେସେ ବେଡ଼ାଛିଲୋ, ଏମନି
କ୍ଷଣେ କର୍ଣ୍ଣକୁହରେ ଆଲ୍ଲାହୁ ଆକବର ଧନି ବେଜେ ଉଠିଲୋ । ମୁହାରିନ ଗଲା
ଛେଡେ ସକଳ ମୁମିନକେ ଆଲ୍ଲାହର ଘରେ ଡାକଛେ । ଘୁମ ଭାଙ୍ଗିବେ ଥିଲେର
ଦୃଶ୍ୟଙ୍ଗୁଳୋ ଭାବନାର ସ୍ମୃତିପଟେ ଭେସେ ଉଠିଛେ ବାରେ ବାର । କୀ କରିବେ ଏଥିନ
ରାହେଲା? ନାମାଜ ଶେଷେ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ଦୀର୍ଘ ମୋନାଙ୍ଗାତେ ମହିମାର
ଜନ୍ୟ ଦୋୟା କରିଲୋ ରାହେଲା, ଆଲ୍ଲାହ ଯେନ ବାନ୍ଧବୀକେ ଆଗତ ଜାହାନାମେର
ଆଜାବ ଥେକେ ରକ୍ଷା କରେ ସେଇ ଦୋୟାଇ କରିଲୋ । ଏହାଡ଼ା ଆର କି-ଟି-ବା
କରାର ଆଛେ ତାର?

ବିଯେ କରାନୋର ପୂର୍ବେ ମେଯେର ମାଯେର ବ୍ୟାପାରେ ଖବର ନେଯା ଅତୀବ
ଜର୍ଣରି । ଏମନ ଯେନ ନା ହ୍ୟ ଯେ, ସନ୍ତାନକେ ବିଯେ କରିଯେ ଜାହାନ୍ୟାମିର
ହାତେ ତୁଲେ ଦିଲେନ ।





খোদাভীরু নারীমন

বসেছিলাম একাই। এক অজানা রহস্যের চিন্তায় মাথাটা খুব ভার হয়ে আছে। কিছু দিনের মধ্যেই আমাকে ছেলেপক্ষ দেখতে আসবে। অজানা এক গন্তব্যের পথিক হয়ে যাবো আমি। চেনা মানুষগুলো কেমন যেন অচেনা হয়ে যাবে, অপরিচিত মুখগুলোকে করে নিতে হবে অতি আপন। জীবনের এই বেলায় সব মেয়েরাই কিছু ভালো লাগা আর কিছু দুশ্চিন্তায় দিন গুজরান করে। না জানি সেই পরিবারটা কেমন হবে? কেমন হবে পরিবারের অচেনা মানুষগুলো? আমাকে কীভাবে গ্রহণ করবে তারা? যদি নিজের মনের সাথে না মিলে তবে কী করবো? বা নিজেকে যদি তাদের সাথে খাপ খাইয়ে না নিতে পারি? এমন হাজারটা প্রশ্ন এসে এক সঙ্গে ভিড় জমিয়েছে মাথায়। ছেট এই মাথারই বা কী দোষ? মাথা তো ভার হবে এটাই স্বাভাবিক। মাথাটার ভারে অসহ্য হয়ে কিছু সময়ের জন্য ক্লাস ছেড়ে পাশেই শুয়ে পড়লাম। এমনই মুহূর্তে বারান্দায় নজর পড়লো, দেখতে পেলাম বুশরা আপা আমাদের ক্লাসের দিকেই আসছেন। আপাকে দেখে আবারো ক্লাসে এসে নিজ আসন গ্রহণ করলাম।

ଆମି ନାବିଲା । ଏଇ ବହୁ ଆମାର ଦାଓରା ହାଦିସ ଶେଷ ହବେ । ଆମରା କୁଟୀର ନଯଜନ ଛାତ୍ରୀ, ସବାଇ ବେଫାକେ ଅଂଶ୍ଚର୍ହଣ କରବୋ । ତାଇ ମାଦ୍ରାସାର ପକ୍ଷ ଥେକେ ଆମାଦେର ଦିକେ ଆଲାଦା ନଜରଦାରି କରା ହଚ୍ଛେ । ବୁଶରା ଆପା ଆମାୟ ବିଷଳ ଦେଖେ କାହେ ଡାକଲେନ, ମମତାମୟୀ କଠେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, ତୋମାର କୀ ହେଁ ହେଁ ମା? ବିଷଳ ଦେଖାଚେହେ କେନ ତୋମାୟ? କୀ ହେଁ ହେଁ ଆମାୟ ବଲୋ । ସାନ୍ତ୍ରନା ଅନୁଭବ କରଲାମ ନିଜେର ଭେତର । ବୁଶରା ଆପା ଅନେକ ଭାଲୋ, ଛାତ୍ରୀଦେର ନିଜେର ମେଯେର ମତଇ ଦେଖେନ । ଉନାର କୋନୋ ମେଯେ ନେଇ; ତାଇ ସବ ଛାତ୍ରୀକେ ସବ ସମୟ ମା ବଲେଇ ଡାକେନ । ଉନାର ଏଇ ମାୟାମାଖା କଠେର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମାର କଲିଜା-ମନ ଠାଙ୍ଗ କରେ ଦିଲୋ । ଆମି ପ୍ରକାଶ କରତେ ଲାଗଲାମ ଆମାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିଗୁଲୋ, ଉପର୍ହାପନ କରଲାମ ଆମାର ଭାବନାଗୁଲୋର କଥା । ତିନି ଖୁବ ମନୋଯୋଗ ଦିଯେ ଆମାର ଭାବନାର ମାଝେର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋ ଶୁଣଛେ । ଜୀବନେର ଏମନ ସମୟ କୀ କରା ଉଚିତ? କୀ ଭାବା ଉଚିତ ଆମି ସେଟା ଜୀବନା, ଆର କଥନୋ କାରୋ କାହୁ ଥେକେ ଜାନତେଓ ଚେଷ୍ଟା କରିନି । କେଉ କଥନୋ ନିଜ ଥେକେଓ ବଲେନି । ହୟତୋ ଆମାର ମା ସେଇ କାଜଟି କରତେ ପାରତେନ, ଜାନାତେ ପାରତେନ ସ୍ଵାମୀ-ସନ୍ତାନେର ସଂସାରେ କୀ କରଣୀୟ । ବଲେ ଦିତେ ପାରତେନ ସ୍ଵାମୀର ସାଥେ କୀ ଆଚରଣ ବା କୀଭାବେ କରଣୀୟ । ବଲେ ବଲତେ ହବେ; କିନ୍ତୁ ଆମି ତୋ ମା ହାରା ମେଯେ । ଜୀବନେର ଏଇ ଶିକ୍ଷା କୋଥା ହତେ ପାବୋ? ଆଜ ଆମାଦେର ସମାଜେର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏଟା କୋନୋ ବିଷୟଇ ନୟ । ଆମାର ତୋ ମନେ ହଚ୍ଛେ ମେଯେଦେର ଶିକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ଏର ଥେକେ ବଡ଼ କୋନୋ ବିଷୟଇ ନେଇ । କାରଣ ହାଦିସେର ଭାଷାଯ ଜନ୍ୟ ଏର ଥେକେ ବଡ଼ କୋନୋ ବିଷୟଇ ନେଇ । କାରଣ ହାଦିସେର ଭାଷାଯ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ଵାମୀକେ ଖୁଶି ରାଖା; ଆର ପାଁଚ ଓୟାକ୍ତ ନାମାଜ ଠିକ ମତ ଆଦାୟ ପଦ୍ଧତି ଶ୍ଵାମୀକେ ଖୁଶି ରାଖା; ଆର ପାଁଚ ଓୟାକ୍ତ ନାମାଜ ଠିକ ମତ ଆଦାୟ କରଲେଇ ଜାନ୍ମାତ ନିଶ୍ଚିତ । ତରୁଓ ନାରୀରାଇ ଜାହାନ୍ମାମି ହବେ ବେଶି ଏଇ ଦୁଃଖିତାଯାଇ ଆମାର ମାଥା ବେଶି ଭାର ହେଁ ଆହେ । ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ଶ୍ଵାମୀର

ନାନାମନିର କରିଲେ ମେହରା ଜହନ୍ତୀ ହବ ବେଳେ ଅଛିବୁ
ରାମୁଜେର ହାଦିସେ ଅମର ଏଣ ପଢ଼ିଛି. ପୂର୍ବଦିନ କବୁରେ ତଥା
ଆକ୍ରାହର ପର କାଉକେ ଯଦି କେବଳ କରି ଅନୁଭିତ ଥିଲେ; ତର
ମେହେରକେ ନିଜେର ହୃଦୟକେ କେବଳ କରିବ ବଳ ହେବୋ। ଅଥବା
ମେହେର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କାହେ ଅମ୍ବ ଅଚରଣର କରିବେ ବେଳେ
ଜାହାନାମି ହବେ। କୀ କରିବୋ ଆପା ଅଛି? ଅର ଭବିତ ପଢ଼ିଲା,
ଆମି କୀ ପାରବୋ? ଏହି ଭବେ ଅମର ମରାଣିମ ପଡ଼ିବ କଲ ବସିଲା।
କୀ ହବେ ହାଦିସ ପଡ଼େ ଜ୍ଞାନିଶ୍ଚାନ୍ତି ହୁଏ? ଯଦି ମେହେର ଜହନ୍ତୀ
ହତେ ହୁଏ? ଆମାଯ ବଲେ ଦିନ ଆପା ଅମର କୀ କରି ଉଠିବ?

ଏତକ୍ଷଣ ବୁଶରା ଆପା ଦୃଢ଼ତୀଳୁ ନଜରେ ଅମର ଦେଖିଲେ; ଅର ଅମର
କଥାଗୁଲୋ ଏତଟାଇ ମନୋଯୋଗ ଦିଲେ ଶନିଲେନ ବା ତର ଚେହରର କୃତ
ଉଠେଛେ। ବୁଶରା ଆପା ଅମର କଥାଗୁଲୋ ଶନେ ଅମର ବଲିଲେ,
ଦେଖୋ! ପ୍ରତିଟା ମାନୁଷ ନିଜେକେ ଅନ୍ତର ସାଥେ ତୁଳନା କରିବ ପାଇ,
ତୁମି କରେ ଦେଖୋ। ଭେବେ ନାହିଁ ତୁମି ଏକଟା ଖୋଲା ଅନ୍ତର ସମ୍ବଲ
ଦାଁଡ଼ିଯେ ଆହୋ। ଆଯନାର ସାମନେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ତୁମି ଭେବେ ଅନ୍ତରଟି କରିବେ
ଆଯନାଯ ତୋମାର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି ଟିକ ଦେବାବେ ତେବେର ସାମନେ ଦେଖି
ଦିବେ। ତୁମି ଯଦି ତାକେ ଥାଙ୍କିର ଦେଖାଓ, ତବେ ଦେଓ ତେବେର ଥାଙ୍କିର
ଦେଖାବେ। ତୁମି ଯଦି ପା ତୁଳୋ, ତବେ ଦେଓ ତାଇ କରବେ।

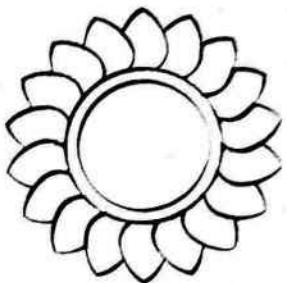
ତୋମାର ବିଯର ପର ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ପରିବାର ଟିକ ଅନ୍ତର ମତି
ଆଚରଣ କରିବେ ତୋମାର ସାଥେ। ତୁମି ବା ତୋମାର ପରିବାର ତାନେର ସାଥେ
ଯେମନ ଆଚରଣ କରିବେ, ତାରାଓ ତୋମାଦେର ସାଥେ ଟିକ ତେବେଇ ଆଚରଣ
କରିବେ। ତୁମି ଚାଇଲେଇ ଶୁଣୁ ହବେ ନା, ତୋମାର ପରିବାରକେଓ ଚାଇବେ
ହବେ। ଏମନ କୋନୋ ଆଚରଣ ତାଦେର ସାଥେ କରା ଯାବେନା, ଯାତେ ଦେଇ
ଆଚରଣଟା ତୋମାର ଉପର ଫେରତ ଆସେ। ଯଦି ଏମନ ମନେ ହୁଏ ଯେ,

ତୋମାର ପରିବାର ତୋମାର ସ୍ଵାମୀ ବା ତାର ପରିବାରେର କାରୋ ସାଥେ ଖାରାପ ବ୍ୟବହାର ବା କଟୁ ଆଚରଣ କରତେ ଚାଚେ ତବେ ତାଦେରକେ ସତର୍କ କରୋ, ତାଦେରକେ ବୁଝାଓ, ତାଦେରକେ ବଲୋ ଯେ, ଆମି ଏଥିନ ଆମାର ସ୍ଵାମୀର ବାଡ଼ିର ସଦସ୍ୟ । ତାଦେର ସାଥେ କଟୁ ଆଚରଣ କରା ମାନେ ଆମାର ସାଥେଇ କଟୁ ଆଚରଣ କରା । ଆର ସବଚେଯେ ବଡ଼ କଥା ହଚ୍ଛେ, ତୋମାର ପରିବାରେର ଲୋକଜଳ ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ପରିବାରକେ ହ୍ୟାରେଜମେନ୍ଟ କରେ ଚଲେ ଯାବେ; କିନ୍ତୁ ତୁମି ତାଦେର ଘରେଇ ଥାକବେ । ଆର ଯଦି କଥିନୋ ଏମନ ହୟ ଯେ, ଅକାରଣେ ତାରାଇ ତୋମାର ପରିବାରେ ବ୍ୟାପାରେ ଶେକାଯାତେ ଆଛେ ତବେ ଧୈର୍ୟ ଧରୋ, ତତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ୟ ଧରୋ ଯତକ୍ଷଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲ୍ଲାହର ପକ୍ଷ ଥେକେ କୋନୋ ଫୟସାଲା ନା ଆସେ । ଆର ମନେ ରେଖୋ, ଧୈର୍ୟେର ଫଳ ଆଜ ହେକ କାଳ ହୋକ ତୁମିଇ ଭୋଗ କରବେ । ଆଲ୍ଲାହ ଧୈର୍ୟଶୀଳଦେର ସାଥେଇ ଥାକେନ । ତୋମାର ସ୍ଵାମୀ ଯଦି ଭାଲୋ ହୟ, ଶାଶ୍ଵତ୍ତ ଯଦି ତୋମାର ମନ ମତ ନା ହୟ ତବୁଓ ଧୈର୍ୟ ଧରୋ, କାରଣ ଆଲ୍ଲାହ ଚାଇଲେ ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ଉସିଲାଯ ଶାଶ୍ଵତ୍ତିକେ ହେଦୋଯାତ ଦିତେ ପାରେନ । ମନେ ସବସମୟ ଶାଶ୍ଵତ୍ତିର ପ୍ରତି ଭାଲୋବାସା ଆନାର ଚେଷ୍ଟା କରୋ, କାରଣ ତୋମାର ଏଇ ସ୍ଵାମୀର ଜନ୍ମ ହେଯାଇଁ ତୋମାର ଏଇ ଶାଶ୍ଵତ୍ତିର ଗଭେଇ । ତୋମାର ଶାଶ୍ଵତ୍ତ ନା ଥାକଲେ ତୁମି ତୋମାର ସ୍ଵାମୀକେ କୋଥାଯ ପେତେ? ଏଇ ଜାନ୍ମାତ ତୋ ହୟତୋ ତୋମାର ଭାଗ୍ୟେଇ ଜୁଟିତୋନା । ଶାଶ୍ଵତ୍ତିର ପ୍ରତି କୋନୋ ବିଦେଶ ରେଖୋ ନା । କାରଣ ତୋମାର ବିଦେଶେର କାରଣେ ହୟତୋ ତୋମାର ଜାନ୍ମାତ ହାରାମ ହୟେ ଯାବେ । ଆର ସ୍ଵାମୀଇ ତୋ ତୋମାର ଜାନ୍ମାତ, ଏକଥା ସବ ସମୟ ମନେ ରାଖବେ । ସ୍ଵାମୀଇ ପ୍ରତିଟି ନାରୀର ମୁକୁଟ । ମୁଖେ ହାସି ଭରା ଭାଲୋବାସା ମିଶ୍ରିତ ଭାଷାଯ ସ୍ଵାମୀଇ ପ୍ରତିଟି ନାରୀର ମୁକୁଟ । ଯଥିନ ସ୍ଵାମୀ ତୋମାର ଉପର ରେଗେ ଥାକବେ ସ୍ଵାମୀର ସାଥେ କଥା ବଲବେ । ଯଥିନ ସ୍ଵାମୀ ତୋମାର ଭାଲୋବାସାମୟ ମାର୍ଜିତ ଭାଷାଯ କଥା ବଲବେ । ତଥନେ ତୁମି ତାର ସାଥେ ଭାଲୋବାସାମୟ ଜାହାନାମି ହୟେ ଥାକେ । କାରଣ ମେଯେରା ତାଦେର ବ୍ୟଙ୍ଗ ବଚନଭଞ୍ଜିର କାରନେଇ ଜାହାନାମି ହୟେ ଥାକେ । ସ୍ଵାମୀର ଜନ୍ମ ନିଜେର ସବ କିନ୍ତୁ ଉଜାର କରାର ମନ-ମାନସିକତା ତୈରୀ

করো। আল্লাহ রাক্তুল আলামিন পুরুষদেরকে মহিলাদের থেকে উচ্চ করে সৃষ্টি করেছেন। পুরুষদেরকে সম্মান করেছেন নারীদের উপর, যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই জানেন এর মূল রহস্য। তিনি যেহেতু সম্মান করেছেন তবে আমরা কারা যে তাদেরকে নিচু করবো? তিনি প্রত্যেককেই নিজ স্থান অনুযায়ী সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তাকে সম্মান দিয়ে চলবে। একজন নবীপত্নী নিজ মেয়েকে এইভাবে বুঝিয়েছিলেন, পুরুষরা হচ্ছে বন্য ঘোড়ার মত, যদি রেগে যায় তবে সংসার উলট পালট করে দিবে। যদি তুমি তোমার সংসারে শান্তি চাও তবে কখনোও তাদের উপর হুকুম চালানোর চেষ্টা করোনা, কারণ হুকুমের দাস হয়ে থাকার জন্য তার জন্মাই হয়নি। তার সাথে সব সময় ছায়ার মত থাকার চেষ্টা করো। তার সকল প্রয়োজনের প্রতি নজর রেখো। তার দেখাশোনার কোনো অবহেলা করোনা। তাহলে দেখবে সে কেমন সোজা ঘোড়ার মত তোমার কথায় চলে, যা তুমি জোর করে কখনোই করাতে পারবেনা। যদি এই কায়দায় চলতে না পারো; তবে কখনোই তার মনে জায়গা করতে পারবেনা। তখনই সংসারে অশান্তি বাঢ়তে থাকবে আর সে সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য যেখানে এগুলো পাবে সেদিকে ছুটবে। মৃত্যুর পূর্বেই নিজের জান্নাত গুছিয়ে নিও। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যার সৃষ্টির তরেই সৃষ্টিকুল সৃষ্টি, তিনিও নিজের কলিজা ফাতেমা (রাঃ) কে একই তালিম দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, “দেখো ফাতেমা! তোমার বাবা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাই বলে যে তুমি জান্নাতী এমন নয়। তোমাকেই তোমার জান্নাত নিশ্চিত করতে হবে। তুমি যদি তোমার জান্নাত পৃথিবীতে নষ্ট করে যাও তবে পরোপারে তোমার পিতা তোমার জন্য কিছুই করতে পারবেনা”। এটা কোনো ছোট কথা নয়, প্রিয় নবীজি যদি নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে এমন কথা বলতে পারেন, তবে আমরা কে?

আমরা যদি পৃথিবীতে আমাদের জাগ্নাত নষ্ট করি তবে কীভাবে আমরা জাগ্নাতের আশা করবো? মনে রাখবে, আম গাছকে আমের জন্যই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তুমি হাজার চেষ্টা করলেও আম গাছে কঁঠাল আনতে পারবেনা, আর তোমাকে আল্লাহ হরিনীর মতো বানিয়েছেন, যদি তুমি নিজেকে সিংহ মনে করে ঘর থেকে বের হয়ে যাও আর সত্যিকারের সিংহের সামনে পড়ে যাও তবে তোমার নিষ্ঠার থাকবেনা। মেয়েদেরকে আল্লাহ ঘরের সৌন্দর্য হিসেবেই বানিয়েছেন। যখন মেয়েরা পুরুষদের সাথে নিজেদের তুলনা করতে শুরু করবে তখন তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হবে।

এতক্ষণ আমি আপার কথাগুলো শুনে নিজেকে অনেকটা আশ্বস্ত করলাম যে, আপার বলা প্রত্যেকটা কথা আমি আমার জীবনে জড়িয়ে নেবো ইনশাল্লাহ।



পাথেয়

ইদানিং রাস্তাঘাটে বের হলে মনে হয় চোখ বন্ধ করে রাখতে পারলে
ভালো হতো। তাহলে অগ্রীতিকর ও অসামাজিক কর্মকাণ্ডলো চেছে
পড়তো না। কিন্তু যাদের দৃষ্টি শক্তি নেই তাদের কথা ভিন্ন, তবে
দৃষ্টিশক্তিমানরা কতক্ষণ চোখ বন্ধ করে চলবে? তবুও উঠতি বরদের
ছেলে মেয়েরা যেভাবে চলাফেরা করে তাতে চোখ বন্ধ না করে কোনো
উপায় আছে কি? তাদের ভাব-সাব দেখলে মনে হয়, আমরা যারা
খোদাভীতির পথে চলি তারা যেন ভুল করে ভীন গ্রহে চলে এসেছি।
যে গ্রহের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণই আমাদের থেকে আলাদা। ছেলেরা
হাতে চূড়ি, ব্যাজ, কানে দুল, গলায় বড় বড় মোটা মালা আর মেয়েরা
টাইট জিস যা টাকনুর বহু উপরে উঠানো, সেন্টু গেঞ্জি পরিহিত। এ
যেন উভয়েরই ছেলেকে মেয়ে আর মেয়েকে ছেলে হতে চাওয়ার
আমরণ প্রচেষ্টা। মাত্র কয়েক বছরে দেশ এতটা অগ্রগতি লাভ করেছে
ভাবতেই অবাক লাগে। আসলে এসব কী পরিবেশ ও যুগের দোষ?
নাকি ছেলে মেয়েদের দোষ? নাকি পিতা মাতাই এর জন্য দায়ি? নাকি
আমাদের কথিত শিক্ষাব্যবস্থা? সামাজিক অবক্ষয় কেন হচ্ছে? এর
ৰোধ করার কী কোনোই উপায় নেই? এমন হাজারটা প্রশ্ন আমাদের

সমুন লেকচারের হিসেবে উপরিটি অধ্যাপক বিলাদিন আজাদের
মৃত্যু। তিনি শুণিয়ে চলেছেন আমাদের, তালে ধরচেন এ দিময়ের উপর
নিজের রিসার্চ করা বিষয়গুলো। যাতে শিক্ষার্থীদের এটি উৎ ভাবন
ব্যবহায় কিছুটা শীথিলতা আসে। আমাদের দ্রামের একজন আজ্ঞ
ম্যামের সামনে এমন পরিস্থিতিতে ধ্রু পড়ায় ম্যাম রেগে গেছেন।
তাই আজ লেকচারে এ বিষয়েই আলোচনা হচ্ছে। ম্যাম বলচেন
আমরা নির্বাক শুনে যাচ্ছি।

আজ ওলিতে গলিতে, পার্কে, স্কুল-কলেজে, ভার্সিটি সর্দুই মেন
প্রেমের ছড়াছড়ি। তারপরও কী সমাজে সত্যিকার ভালোবাসা আছে?
যে ভালোবাসার টানে দীর্ঘ রঙের সম্পর্ককে অস্থিকার করে বেরিয়ে
যাচ্ছে অন্ন পরিচিত মানুষটার হাত ধরে, সেখানেই কী বা নিজেকে
পারছে সুখী করতে? মরীচিকার মতো ছুটেই চলেছে ভালোবাসা নামের
অঙ্গীক বস্তুকে আপন করে পাওয়ার জন্য। ছেলে-মেয়েরা আজ
অব্যর্থভাবে চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হচ্ছে ভালোবাসার রঙিন প্রজাপতিকে
ধরতে। আজ সমাজে “ভুল পথে ভালোবাসা খোজার ভুল পথেষ্টা” কে
কেন্দ্র করেই আমার আজকের লেকচার।

প্রেম কী?

নারী ও পুরুষের মাঝে যে সম্পর্ক তার নামই প্রেম? অথবা
বিপরীতধর্মী লিঙ্গ একজন আরেকজনের জন্য নিজের জ্ঞান, নিজের
বিশ্বাস ও অস্তিত্ব স্বপে দেয়ার নামই প্রেম বা ভালোবাসা? আল্লাহ
সোবাহানাল্ল তা'লা পবিত্র কুরআন মাজিদে এভাবে ইরশাদ করেছেন,
“এবং তার নির্দর্শন সমূহের মধ্যে একটি নির্দর্শন হচ্ছে, তিনি
তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন”।^১

“ପ୍ରେମେର ସଂଜ୍ଞାଯ ଆଲ୍ଲାହ ରାବୁଲ ଆଲାମିନ ଆରୋ ବଲେଛେନ, ତିନିଟି
ଆଲ୍ଲାହ ଯିନି ତୋମାଦେରକେ ଜୋଡ଼ା ହିସେବେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ ଯେନ ତୋମରା
ଏକେ ଅପର ଥେକେ ଶାନ୍ତି ଓ ଆରାମ ପାଓ”^୧ ।

ଦେଖିତେ ହବେ ଆଲ୍ଲାହ କୁରାନେ ସାଥୀକେ “ଆୟଓୟାଜ” ନାମେ ଅଭିହିତ
କରେଛେ । ବହୁ କବି ସାହିତ୍ୟକରା ତୁଳିତେ ପ୍ରେମେର ବହୁ ସଂଜ୍ଞା ଦାଡ଼
କରିଯେଛେ; କିନ୍ତୁ ଆଲ୍ଲାହ ରାବୁଲ ଆଲାମିନ ଯେ ସଂଜ୍ଞା ଦିଯେଛେନ ତାର
ଚେଯେ କୀ କୋନୋଟା ଉତ୍ତମ ହେଁଛେ?

କଥନ ହ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରେମ? ପ୍ରେମେର କୋନୋ ବୟସ ନାହିଁ, ନାହିଁ କୋନୋ ରଂ । ସବ
ବୟସଇ ପ୍ରେମେ ପଡ଼ାର ସମୟ, ହଁ ଠିକ ତାହି । ସାଦା-କାଲୋ, ଭାଲୋ-ମନ୍ଦ
କୋନୋ କିଛୁଇ ପ୍ରେମ ନିର୍ବାଚନ କରତେ ପାରେ ନା । ଯେ କେଉଁ ଯେ କୋନୋ
ବୟସଇ ଆଜକାଳ ଯାର ତାର ସାଥେ ପ୍ରେମେ ପଡ଼ତେ ଦେଖା ଯାଚେ । ଏକ
ଦଶକ ଥେକେ ଦେଖା ଅବିବାହିତ ଛେଲେରା ୨-୩ ବାଚାର ମାଯେଦେର ପ୍ରେମେ
ଉନ୍ନାଦ ହ୍ୟେ ଥାଯ ନିଜେଦେର ସବ ବିଲିଯେ ଦିଚେ । ମହିଳାରା ନିଜ
ସ୍ଵାମୀଦେର ଛେଡେ ପର-ପୁରୁଷେର ହାତ ଧରେ ନିରାନ୍ଦ୍ୟଶ ହଚେ । ବାଲେଗ ହତେ
ନା ହତେଇ ପ୍ରେମେର ସେଏୟରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ୟେ ଯାଚେ ।

ଆଜକେର ସମାଜେର ଅବକ୍ଷୟେର କାରଣଗୁଲୋ ବିଲକିସ ମ୍ୟାମ ଆମାଦେର
ସାମନେ ତୁଲେ ଧରେଛେ ।

ପ୍ରେମେର ସାମାଜିକ ଅବକ୍ଷୟ: ପ୍ରେମ ସମାଜେର କ୍ରାଟି ବିଷାକ୍ତ ଦାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ,
ଯା ଏକଟି ପରିବାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାକଲେ ପରିବାରଟି ହ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ । ସ୍ଵାମୀ
ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରେମଇ ଏକମାତ୍ର ଇସଲାମ ଅନୁମୋଦିତ, ଆର ଇସଲାମେର ବିପରୀତ
ପ୍ରେମେର ଫଳେ ଦେଶ, ସମାଜ, ଓ ଜାତି ହ୍ୟେ ଉଠେ ବିଷାକ୍ତ । ଇସଲାମେର
ବିପରୀତ ପ୍ରେମେର ସଯଳାବେ ଆମାଦେର ସମାଜ ଆଜ ମାତୋଯାରା, ଫଳେ
ନୈତିକତାର ଦିକ ଥେକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମରା ହ୍ୟେ ପଡ଼ିଛି ମେରାନ୍ଦଗୀନ
କେଂଚୋର ମତୋ ଏକ ଥାଗୀ । ପ୍ରେମେର କାରଣେ ଭେଙେ ଯାଚେ ସଂସାର,

^୧ (ସୂରା କାହାଫ ୧୮୯)

সত্তানৱা হচ্ছে দিশেহারা। পরিবারের অন্য সদস্যগণ হচ্ছে হয়েপ্রতিপন্ন, লজ্জায় অপমানের শিকলে অনেক পরিবারকে সামাজিকভাবে করা হচ্ছে বয়কট। তোমাদের সামনে আরো কিছু পয়েন্ট তুলে ধরছি। বলে চলেছেন বিলকিস ম্যাম। আজ তার লেকচারে সকলেই যেন প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। সকলেই তাকিয়ে আছে ম্যামের দিকে। আর শুনে চলছে ম্যামের ভাষ্য।

অবাধ মেলামেশা: ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশার ফলে প্রেমের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। আজকের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাই এর প্রধান আসামী। একসাথে চলাফেরা করতে উড্ডুন্দ করাই যেন এর মূল আকাঞ্চ্ছা। একসাথে চলাফেরা না করলে আবার তথাকথিত মুক্ত-চিন্তাবিদদের ভাষায় ছেলে মেয়েরা ব্যাকডেটেড হয়ে যায়, তাই তারা নিজেদের মত করে সমাজটাকে সাজাতে গিয়েই আজকে ছেলে-মেয়েদের এই অধঃপতন। বিবাহ পূর্ব প্রেমের হার দিন দিন বেড়েই চলছে।

অবাধ নারী স্বাধীনতা: কথাটা শুনলে মনে হয় নারীরা আগে পরাধীন ছিল। এখন তারা বহু রক্তের বিনিময়ে, বহু মা বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে নারীরা স্বাধীনতা অর্জন করেছে। আসলে কিন্তু তা নয়। নারী পুরুষের সমান অধিকারের যেই দাবি এখন চলছে তা কিন্তু পুরুষের কল-কাঠি নাড়ানোর কারণেই। নেপথ্যে থেকে পুরুষরাই নারীদেরকে স্বাধীনতা আদায়ের নামে বের করে এনেছে ঘর থেকে। বোকা নারীরা সেই সমস্ত পুরুষের হাতে নিজের সতীত্ব হারাচ্ছে। সব হারিয়ে যখন নিঃস্ব হয় তখনই বেহায়ার মত পুরুষের মন খুশী করতে বলে বেড়ায়, “নারীরা ঘরে থেকোনা, বেরিয়ে এসো ঘর থেকে”। আসলে লেজ কাটা শিয়াল কখনোই চায়না অন্য সব শিয়ালের লেজ থাকুক। সে চায় তার লেজ নেই বলে সকলের লেজ কেটে দলটি বড় করতে আর এটাই শয়তানের রূপ। এসকল নারীদের দিয়ে কুরচির বহিঃপ্রকাশ

କରଛେ ସେଇ ସମ୍ପତ୍ତ ପୁରୁଷରା । କୋମଳମତି ନାରୀ ସମାଜକେ କରେ ତୁଲେଛେ
ଶୈରାଚାରୀନି ରୂପେ । ଯଥନ ନାରୀଦେର ଥେକେ ନିଜେଦେର ପ୍ରୟୋଜନ ମିଟେ ଯାଏ
ତଥନ ତାରା ନାରୀକେ ଛୁଡ଼େ ଫେଲେ । ଯୌବନେର ମୌ ମୌ ଧାନେ ହାଜାର
ମୌମାଛିର ଦେଖା ପାଯ ସେଇ ନାରୀ; କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ସାଯାହେ ଏସେ କାହେ ଦୂରେ
ଆର କାରୋଇ ଦେଖା ପାଯ ନା । ତଥନ ସବ ମୌମାଛିରା ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଫୁଲେର
ସନ୍ଧାନେ ଛୁଟେଛେ ଅନ୍ୟ ପଥେ । ଜୀବନେର ଶେଷ କାଳେ ଥାକେନା କୋନୋ
ସ୍ଵାମୀ-ସନ୍ତାନ, ଥାକେନା କୋନୋ ସ୍ଵଜନ । ଏକା ଏକା ଶେଷ ସମୟଟା ହାଜାରଓ
ଦୁଃଖେର ପାହାଡ଼ ମାଥାଯ ନିଯେ କାଲେଁ ସ୍ଵାକ୍ଷ୍ରୀ ହେଁ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼େ ତାରା ।
ମୃତ୍ୟୁର ସମୟ ତାର ସେଇ କଥିତ ମୌମାଛିରାଓ ଛିଃ ଛିଃ କରେ ଜାନାଯାଇ
ଲୋକଜନକେ ଶରୀକ ହେଁଯା ଥେକେ ବିରତ ରାଖେ । ଏଇ ହଚ୍ଛେ ନାରୀ
ସ୍ଵାଧୀନତାର ସତ୍ୟକାର ରୂପ ।

ଆଜାକଳ ପତ୍ରିକା ଖୁଲଲେଇ ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ, ହତ୍ୟା ଖୁନ ଧର୍ଷଣେର ଖବରଇ
ପତ୍ରିକା ଜୁଡ଼େ ଅର୍ଥଚ ଆମାଦେର ମା-ଚାଟୀଦେର ଆମଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଲେ ଦେଖା
ଯାବେ, ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନତା କୀ ତା ଉନାରା ଜାନତେନଇ ନା । ଏଥିନୋ ଜାନାର
ଚେଷ୍ଟା କରେନ ନା । ଅର୍ଥଚ ଉନାଦେର ଜୀବନଗୁଲୋ କତ ସୁନ୍ଦର! ଭାଲୋବାସାଯ
ଭରପୁର ତାଦେର ସଂସାରଗୁଲୋ । ତଥନ ଛିଲୋନା ନାରୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ, ଛିଲୋନା
ହତ୍ୟା, ଧର୍ଷଣ । ଫଳେ ପ୍ରେମେର ନାମେ କଲଂକ ମୋଚନ କରେ ତଥାକଥିତ
ନାରୀରା କୋନ ସ୍ଵାଧୀନତା ଅର୍ଜନ କରତେ ଚାଯ ତା କୀ ଆଦୌ ବୋଧଗମ୍ୟ?
ପରିବାର ଥେକେ ଅନେକ ଦୂରେ...

ବହୁ ପିତା-ମାତା ଆଛେନ, ଯାରା ନିଜେଦେର ସନ୍ତାନଦେର ସଠିକ ଯତ୍ନ ନେଯାର
କଥା କଥିନୋଇ ଭାବେନ ନା । ଫଳେ ସନ୍ତାନରା ନିଜେଦେର ଚାହିଦାମତ ସଙ୍ଗୀ
ଖୁଁଜେ ଥାକେ । ଆର ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗେର ଦିକେ ସ୍ଵଭାବତିଇ ଆକର୍ଷଣ ବେଶୀ ।
ତାଇ ତାରା ଅଧିକ ଭାଲୋ ଆଶ୍ରଯେର ଖୋଜେ ଏକଟୁ ଶାନ୍ତିର ଆଶାଯ
ଅନୈସଲାମିକ କାଜେ ଜଡ଼ିଯେ ପଡେ । ଆର ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଜେର
ଅସାମାଜିକ କର୍ମକାଣ୍ଡେ ନିଜେକେ ଜଡ଼ିଯେ ନେଯ । ଏମନ ପରିଷ୍ଠିତିତେ ବାବା
ମା ଯଥନ ଜାନତେ ପାରେ, ତଥନ ପ୍ରେମେ ବାଁଧା ପଡ଼ା ଏଟାଇ ସ୍ଵଭାବିକ । ଆର

ତୁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ହେଁ ପାଦେ ବ୍ୟାଟେ-ମାନ୍ଦା, ଝାଗ ଏବିଲେଇ । ମାନ୍ଦା ନିରାମିଳ
କାଜେ ତୁ କିମ୍ବା ହେଁ ଓଡ଼ି ମାତ୍ର । ତୁ କିମ୍ବା ଯାଟେ ଥାକନ ଦା ଝିଶୀର ମାତ୍ର
ଘୁଣାଙ୍ଗଲୋ । ସନ୍ତାନେର ହାତେ ପିତା-ମାତା ଖୁବ୍ ଏବା ନିର୍ବିଳକ୍ଷତାମୟ
ଜୀବନେର ମୂଳ୍ୟ ପଞ୍ଚର ଥେବେ କମ କିମ୍ବେ ?

যতত্ত্ব যাতায়াত অনুমোদন: নিভিঃ সগয়ে সন্তানরা বক্স-নামদের
বাসার নাম করে অথবা কোচিংয়ের কিংবা প্রাইভেট পড়ার নাম করে
সন্তানদেরকে যত্তত্ত্ব যাওয়ার অনুমতি দেয়, যালে তাদের নাড়ুষ্ঠ
বয়সটা হয়ে পড়ছে ভূমকির সম্মুখীন। তাই বয়ঃসন্ধি কালটাতে
পিতামাতার উচিং সন্তানের সঠিক পরিচর্যায় মনোনিবেশ করা।

কবি, কবিতা, উপন্যাস: আজ কালকার উপন্যাসিকগণ নিজেদের উপন্যাসের মাধ্যমে প্রেমের যেই চিত্র মনের রংতুলি দিয়ে সাজিয়ে তোলে তা আসলে ইসলামের ধারে কাছেও নেই। গল্পগুলোতে কুরআন শিক্ষা ছাড়া উঠতি বয়সের কোমলমতি যুবক-যুবতীদের জন্য আর কিছুই তুলে ধরা হয় না। সেখানে খোদাভীতি বা ইসলামি শিক্ষার মূল্যবোধ সম্পর্কে কিছুই পাওয়া যায়না। পাওয়া যায় শুধু অবৈধ প্রেম ভালোবাসা আর পরকিয়া শেখার গল্প।

ভালোবাসা আর পরাকয়া শেষার নল।
বিলকিস ম্যামের কথাগুলো আজ দীপান্তির খারাপ লাগছে না।
যদিও আজকের লেকচারটা তারই উদ্দেশ্যে। কারণ আজ সেই তো
বিলকিস ম্যামের নজরবন্দি হয়েছিলো সিনিয়র এক যুবকের সাথে
প্রেমালাপকালে। তবুও তার কাছে কথাগুলো যাদুর মতো মনে হচ্ছে।
কথাগুলো তো আসলেই বাস্তব সম্মত। নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে
ইচ্ছা হচ্ছে এখন। বিলকিস ম্যাম থেমে নেই। অনবরত বলে
যাচ্ছেন।

বিবাহপূর্ব প্রেমের কুফল বলে শেষ করা যাবে না। যতই দিন যাচ্ছে
নিত্য-নতুন দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে মানুষ। বিবাহপূর্ব প্রেমের কুফল
সম্পর্কে একটি ঘটনা না বললেই নয়।

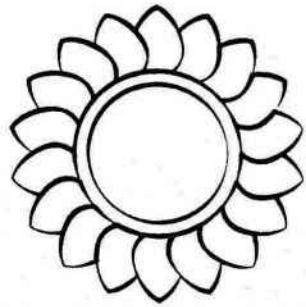
ଆମାଦେର ପାଶେର ଗ୍ରାମେର ବିନି, ଅନ୍ଧ ବୟସେଇ ପ୍ରେମେ ପଡ଼ିଲୋ ମାନିକ ନାମେର ଏକଟି ଛେଲେର । ଏକଦିନ ଅତି ଭାଲୋବାସାର ଦାୟେ ମାନିକ ବିନିର ଗାୟେ ହାତ ଦେଯ । କିଛିଦିନ ପର ବିନି ବୁଝିତେ ପାରେ, ତାର ଶରୀରେ ଅନ୍ୟ କାରୋ ଅଣ୍ଠିତ ବିରାଜ କରଛେ । ମାକେ ନା ଜାନାତେ ଚାଇଲେଓ ମା ଟେର ପେଯେ ଯାଯ । ବିନିର ମା ମାନିକ ଓ ତାର ବାବା-ମାୟେର ସାଥେ ଯୋଗାଯୋଗ କରେ । ମାନିକେର ପରିବାର ନିଜେଦେର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାନେର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ । ତଥନ ମାନିକେର ପରିବାରେର ପକ୍ଷ ଥିକେ ବିନିର ପରିବାରେର ଜନ୍ୟ ଆସେ ହୁମକି । ବିନିର ମାକେ ଅପମାନ କରେ ବେର କରେ ଦେଯ ମାନିକେର ପରିବାର । ଉପାୟାନ୍ତର ନା ଦେଖେ ମରନେର ପଥ ବେଛେ ନେଯ ବିନି । ଅକାଳେଇ ଝାରେ ପଡ଼େ ମାତୃତ୍ଵର ପ୍ରଥମ ଆହୁଦ । ଅବୈଧ ଏଇ ପ୍ରେମେର କାରଣେ ଝାରେ ପଡ଼ିଛେ ଶିକ୍ଷାର ହାର । ଏକଇ କାରଣେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ହାର କ୍ରମେଇ ବେଡ଼େ ଚଲଛେ । ବିବାହପୂର୍ବ ପ୍ରେମେର ପରିଣତି ଶତଭାଗ ଖାରାପ । ଏତେ ହାଜାର ପରିବାର ହାରାଛେ ନିଜେଦେର ଆତ୍ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆତ୍ମସମ୍ମାନବୋଧ । ଅନେକ ପରିବାରକେ ହତେ ହୟ ନିଃସ୍ଵ ପଥ ହାରା । ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଭାର୍ସିଟିର ଛେଲେମେଯେରା ପ୍ରେମେର ନାମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେ ଯେ ପ୍ରେମେର ବାଲାଖାନା ତୈରୀ କରିଛେ, ତାତେ ତାରା ନିଜେଦେର ଚରିତ୍ର ଓ ସମ୍ବନ୍ଧକେ କଲଂକ କାଲିମା ଥିକେ ହେଫାୟତ କରତେ ପାରିଛେ କି? ପ୍ରେମେର ନାମେ ବର୍ତ୍ତମାନେ ପାଶାତ୍ୟ ଅସଭ୍ୟତାର ଅନୁକରଣେ ଲାଗାମହିନଭାବେ ତରଣ-ତରଣୀରା ମେଲାମେଶା କରିଛେ ଝୋପେର ଆଡ଼ାଲେ । ରାନ୍ତା ବା ପାର୍କେ ପ୍ରକାଶ୍ୟ ସନିଷ୍ଠଭାବେ ବସେ ଆପନ୍ତିକର ଆଚରଣ କରିଛେ । ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକାରୀ ଏକତ୍ରେ ଇଚ୍ଛେ ମତ ଯେଖାନେ ସେଖାନେ ଚଲେ ଯାଚେ । ଏକସାଥେ କ୍ଲାବ, ହୋଟେଲ ବା ବନ୍ଦୁର ବାସାୟ ରାତ କାଟିଛେ । ବେଗାନା ଦୁ'ଜନ ନାରୀ-ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହଲେ ଶୟତାନ ସେଖାନେ ତୃତୀୟଜନ ହିସେବେ ଉପସ୍ଥିତ ହ୍ୟ । ବଲା ବାହ୍ଲ୍ୟ, ଶୟତାନେର କାଜ-ଇ ହଲୋ ମାନୁଷେର ମାଝେ କୁଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରା । ଏଥନ ଏର ଅନିବାର୍ୟ କାରଣ ହିସେବେ ରାନ୍ତା-ଘାଟେ, ଡାସ୍ଟବିନେ ନବଜାତକ ପାଓୟା ଯାଚେ । ନାର୍ସିଂ

ହୋମେ ଗିଯେ ଗର୍ଭପାତ ଘଟାଛେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସନ୍ତ ମେଯେରା । ଆର ଏଣ୍ଟଲୋଇ
ମୋଟା କାଳି ଦିଯେ ପତ୍ରିକାତେ ଶିରୋନାମ କରାଛେ ସାଂବାଦିକରା ।

ଆଜ ଏସବେର ପ୍ରଧାନ କାରଣ ହଚେ ନାରୀ ସ୍ଵାଧୀନତାର କଥାଯ ଚଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ
ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ, ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଲୋଓ ତାର ଜନ୍ୟ ଦାୟୀ । ନାୟକ ନାୟିକରା
ଦୁ'ଜନ ହାତ ଧରାଧରି, ମୁଲାକାତ ଆରୋ କତୋ କି! ଏସବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ
ଉଠିତି ବସେର ଛେଲେ-ମେଯେରା ପ୍ରେମେର ଆରୋ ନାନା ରକମ କାହାଦା
ଶିଖିଛେ, ଯା କୋନୋଭାବେଇ କାମ୍ୟ ନାୟ । ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଜନ୍ମକେ ଏଇ ଦୁରବସ୍ଥା
ଥେକେ ରକ୍ଷାଯ ଆମାଦେରକେଇ ଭୂମିକା ରାଖିତେ ହବେ । ପ୍ରଥମେ ଆମାକେ
ଏଗିଯେ ଆସତେ ହବେ ଆମାର ପରିବାରେର ଜନ୍ୟ । “ଆମାର ଘର ଆମାର
ବେହେଶ୍ତ” ଏଇ ଫର୍ମୁଲା ନିଯେ ନିଜ ପରିବାରକେ ଏଗିଯେ ନିଯେ ଯେତେ ହବେ ।
ସଞ୍ଚାହେର ଅନ୍ତତ ଦୁଇ ଦିନ ପରିବାରେର ସକଳ ସଦସ୍ୟ ଏକସାଥେ ବସେ
ସକଲେର ଖୋଜ-ଖବର କରତେ ହବେ । ପିତା-ମାତା ହିସେବେ ସନ୍ତାନଦେର
ଜନ୍ୟ ଏଟୁକୁ କରା ଚାହିଁ । ସନ୍ତାନ ଯେନ ବିଗଡ଼େ ନା ଯାଯ, ଅବାଧ୍ୟ ଯେନ ନା ହୟ
ସେଇ ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହର ଶିଖିଯେ ଦେଯା ଦୋୟାଟି ବେଶୀ ବେଶୀ ପାଠ କରତେ
ହବେ । “ରାବି ହାବଲି ମିନଲାଦୁନକା ଯୁରିଯାତାନ ତାଯିବାହ ଇନ୍ନାକା
ସାମିଉଦଦୁୟା” । ପିତା ମାତା ହିସେବେ ସନ୍ତାନେର ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟେ ନଜର
ରାଖିତେ ହବେ । ସମାଜେର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକକେ ସଚେଷ୍ଟ ହତେ ହବେ । କୋଥାଓ
କାଉକେ ଏମନ ଅପ୍ରୀତିକର ଅବସ୍ଥା ଦେଖା ଗେଲେ ତା ଶକ୍ତ ହାତେ ଦମନ
କରତେ ହବେ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟଭାବେ ସରକାର ଯେଇ ବିଜାତୀୟ ସଂକ୍ଷିତିଗୁଲୋ ଦେଶେ
ପ୍ରବେଶ କରିଯେଛେ ତା ପୁରୋପୁରି ବନ୍ଦ କରାତେ ହବେ । ପହେଲା ବୈଶାଖ, ଥାର୍ତ୍ତି
ଫାସ୍ଟ ନାଇଟେର ମତ କାଳୋ, ହିଂସ୍ର ଦିନଗୁଲୋର ଖାରାପି ଥେକେ ଜନଗଣକେ
ମୁକ୍ତ କରତେ ସରକାରକେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନିତେ ହବେ । ଦେଖୋ ଶିକ୍ଷାରୀରା,
ଆମି ଚାହିଁ ନା ତୋମାଦେର ମାଝେ କାଉକେ ଯେନ ଶେଷ ବିଚାରେର ଦିନ
ଆଲ୍ଲାହର ସେଇ ଭୟାବହ ଜାହାନାମ ଥାସ କରେ । ତାଇ କେ କୀ କରଲୋ ତା ନା
ଦେଖେ ନିଜେକେ ଶୁଦ୍ଧରେ ନିଓ । ଦୁନିଆୟ ଏଇ କିଛୁ ସମୟେର ଆରାମେର କଥା
ନା ଭେବେ ପରୋପାରେର ଅସୀମ ଆରାମେର କଥା ଭାବୋ ।

ବିଲକିସ ବେଗରେ ଆଜକେର ଏହି ଲେକଚାରେ ଦୀପାନ୍ନିତାସହ ଆରୋ
ଅନେକ ପଥ ଡେଲା ଯାତ୍ରୀ ହୁତେ ପଥ ଖୁଜେ ପାବେ; ଆବାର ଅନେକେଇ
ହୁତେ ନିଛକି ବେମତଳବୀ ଏକ ଲେକଚାର ହିସେବେ ଭେବେ ନିବେ।
ବିଲକିସ ମ୍ୟାମ କ୍ଲାସ ଥେକେ ବେର ହୟେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସେର ଦିକେ ଯାଚେନ, ତଥନ
ପଥେ ଦୀପାନ୍ନିତା ମ୍ୟାମେର ସାଥେ ଦେଖା କରେ ବଲଲୋ,
ମ୍ୟାମ, ଜାନି ଆଜକେର ଲେକଚାର ଆମାକେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରେଇ ଛିଲ । ଆମି
ଆଜ ଥେକେ ଆର କୋନୋ ପର-ପୁରୁଷେର ସାଥେ ଦେଖା ତୋ କରବଇ ନା,
କଥାଓ ବଲବୋ ନା । ଦିପାନ୍ନିତାର କଥା ଶୁଣେ ବିଲକିସ ମ୍ୟାମ ଯେନ
ଆକାଶେର ଚାଁଦ ହାତେ ପାଓୟାର ମତ ଅବସ୍ଥା । ଦିପାନ୍ନିତାର ମାଥାଯ ହାତ
ରେଖେ ସ୍ଵତ୍ତିର ନିଃଶାସ ଆଲହାମଦୁଲ୍ଲାହ ପଡ଼ିଲେନ ତିନି, ଆବାର ହାଁଟେ
ଝର କରିଲେନ ଗନ୍ଧବ୍ୟେର ଦିକେ ।





প্রচলিত প্রেম

এই গল্প মাহমুদ আর সায়মার প্রেমের। মাহমুদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র। দেখতে তেমন সুদর্শন না হলেও মেয়ে পটাতে তার জুড়ি নেই। কোমল ভাষায় মেয়ে পটিয়ে যখন দেখা করে, মেয়েরা তখন তাকে আর অপছন্দ করতে পারে না। সে মেয়েদেরকে নিজের কথার জালে ফাঁসিয়ে এভাবে অনেক মেয়ের সাথেই প্রেম করেছে। প্রতিটা মেয়েকেই মন থেকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যেই প্রেম করে মাহমুদ।

মাহমুদের হলের ছেলেরা একদিন শুনতে পেলো মাহমুদ নতুন একটি মেয়ের সাথে প্রেম করছে। বিষয়টি মাহমুদের জন্য ছিল খুবই আনন্দের, তবে তার বন্ধুদের জন্য মোটেই আনন্দের ছিলো না। প্রত্যেকের একই ভাষ্য। মাহমুদ থেকে তারা সবাই হ্যান্ডসাম তবে মাহমুদই খুব সহজে কেন প্রেমিকা পায়। নিজেদেরকে মনে হতে লাগলো বিশাল কোনো এক প্রতিযোগিতায় মাহমুদ তাদেরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বসে আছে। আর তারা চৌদজন মানুষ পরাজিত হয়ে তার বিজয়োচ্ছাস দেখছে। মাহমুদের মনেও যেন বিজয়ী বিজয়ী ভাব চলে এসেছে। চাঙ পেলেই তার গার্লফ্রেন্ডের সাথে কী মিষ্টি কথা

ହେଁଛେ ବନ୍ଧୁଦେର ତା ଶୁଣିଯେ ଦେୟ । ବନ୍ଧୁରା ବିଷନ୍ନ ମନ ଓ ମୁଖ ଭର୍ତ୍ତ ହାସି
ନିଯେ ତାର ଗଲ୍ଲ ଶୋନେ ଆର ମନେ ମନେ ବଲେ, ତୋର ମତ ହାଡ଼କିପ୍ଟାରେ କୀ
ଦେଖେ ଯେ ମେ଱େରା ପଛନ୍ଦ କରେ ବୁଝିନା । ଆମାକେ ପାଇନା ଖୁଁଜେ? ବିରାଟ
ଆଫସୋସ!

ତୋ ମାହମୁଦେର ପ୍ରେମେର ଗତି ଦିନ ଦିନ ବେଡ଼େଇ ଚଲେଛେ । ଏର ସାଥେ
ବେଡ଼େଛେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେ ବନ୍ଧୁଦେର ମନେର ହାହାକାର । କିଛି ନା ପାଓଯାର
ବୈଦନ୍ୟ ସକଳେର ମନ ଭେଙ୍ଗେ ଏକାକାର ହୟେ ଯାଚେ । ଏମନି ସମୟ ଘଟିଲୋ
ଏକ ଘଟନା, ଶୁଦ୍ଧ ଘଟନା ବଲଲେ ଭୁଲ ହବେ ମହା ଅଘଟନଇ ବଲା ଚଲେ । ଏଇ
ଘଟନାର ଏକମାତ୍ର ନେତା ତାଦେରଇ ଚୌଦ୍ଦଜନେର ଏକଜନ । ଅଘଟନ ଘଟାନୋର
ମୂଳ ନାୟକ ମାହମୁଦେର ସେଲ ଫୋନେର ଡାୟାଲେ ଥାକା ସାଯମା ନାମେର ଏକ
ମେଯେର ନାସ୍ତାର ପାଯ । ତଥନଇ ସେ ନାସ୍ତାରଟି ନିଜ ସଂଗ୍ରହେ ରେଖେ ଦେୟ । ଦୁ-
ଏକ ଦିନ ପରଇ ତାର ସାଥେ କଥା ବଲତେ ଶୁରୁ କରେ ଦେୟ ସେ । ମେଯେଟିଓ
ତାର ସାଥେ ମାହମୁଦେର ମତଇ କଥା ବଲତେ ଶୁରୁ କରେ । କିଛିଦିନ ପର
ମାହମୁଦ ବିଷୟଟା ଟେର ପେଯେ ଖୁବ ଭାବ ଦେଖିଯେ ତାର ପ୍ରେମେର ଶକ୍ତି ଜାହିର
କରତେ ଆସେ; ଆର ବଲତେ ଶୁରୁ କରେ ଦେୟ ପ୍ରଚଲିତ ସିନ୍ମେର
ଡାୟାଲଗଣ୍ଠଲୋ । ତାର ପ୍ରେମ କେଉଁ କେଡ଼େ ନିତେ ପାରବେ ନା, ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ୟ
ସତଦିନ ଥାକବେ ତତଦିନ ତାର ପ୍ରେମ ଥାକବେ । ଆରୋ ହାଜାରଟା ମୁଖରୁ
କରା ଡାୟାଲଗ ଆଓଡ଼ାତେ ଥାକେ, ସାଥେ ଭୁମକି ଧମକିଓ ଦିତେ ଲାଗଲୋ ।
ଓଇ ଚୌଦ୍ଦଜନେର ଏକଜନେର ମନେ ଇଚ୍ଛା ଛିଲ, ଏକଟୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଦେଖାର ।
ମେଯେଟା ଯେହେତୁ କଥା ବଲତେ ଚାଚେ ତାଇ ତାର ମନେଓ ଆଲଗା ଭାବେର
ସୃଷ୍ଟି ହୋଯାଟା ସ୍ଵାଭାବିକ । ତାଇ ସେଓ ମାହମୁଦେର ଭୁମକି ଧମକିଗୁଲୋର
ପାଲ୍ଟା ଉତ୍ତର ଦିତେ ଲାଗଲୋ । ପାଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟି ଉତ୍ତର ଚାଲା ଚାଲିତେ ବିଷୟଟା
ଅତି ମାରାତ୍ମକ ଆକାର ଧାରଣ କରେ । ଏର ମାଝେ ମାହମୁଦ କଯେକବାର
ମାରମୁଖୀ ହୋଯାର ଚେଷ୍ଟା କରଲେ ତଥନକାର ମତ ସବାଇ ମିଳେ ବିଷୟଟି
ସାମଲେ ନେୟ; କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେର ଘଟନାଟି ଛିଲ ଆରୋ ମାରାତ୍ମକ ।

হৃষি কুমাৰ তেজোগুড় চলছে। কেউ কারো প্রেমিকাকে
হৃষি হন। হন উভয়ের হেমিকা একত্বই।

হৃষি হন বৃক্ষটি সেন্ট কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আজড়া
হৃষি। হৃষি দুর করে শব্দ হলে সকলেই চোখ ফেলে সেদিকে।
হৃষি রেখা কাঁটতে না কাঁটতেই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আছে
হৃষি। তার চোখ দুটো উক্তকে লাল, রাগে কাঁপছে এরকম
হৃষি। হৃষি সরসরি বললো, তুই আর ওই নামারে কল দিবি না।
হৃষি হৃষি শব্দে দূরে যাবার পাত্র নয় সে। যথা সম্ভব হাসিমুখে
হৃষি ভাব বললো, যদি দেই তবে? কী করবি তুই? দিবো আমি। বলা
হৃষি হৃষি ওর উপর ঝাপিয়ে পড়লো।

হৃষি সবাই এমন ঝাপাঝাপি করলেও কেউ কখনোও সিরিয়াস
হৃষি এক অপরের উপরে এভাবে ঝাপিয়ে পড়েনি। এবারই প্রথম
হৃষির হত ত্রিলিয়ন্ট ছাত্র অপরিণিত প্রেমের শক্তিতে ঝাপিয়ে
পড়লো করো উপর। সকলেই দৌড়ে মাহমুদকে ঠাভা করতে
চাহলো।

হৃষি রাগে উত্তৃ মাহমুদ। চার পাঁচ জনের আটকানো শক্তির বাঁধ
উপরে করে বারে বারে ছুটে গিয়ে পড়তে চাইলো তার উপর। টানা-
হেঁড়া করে সকলেই মাহমুদকে অন্য রূমে নিয়ে গেলো।

মাহমুদকে সঙ্গে নিয়ে সবাই পরামর্শ করলো, যেন মাহমুদ ছাড়া এই
দেয়ের সাথে আর কেউ কথা না বলে, এর উপরই সিদ্ধান্ত হলো।
তত্ত্ব দিতে পরামর্শ দিয়ে বিদায় হলো।

নেই ছেলেটি এখন আর সায়মাকে ফোন দেয় না। অনেকদিন পর
তার মোবাইলে সায়মার কল আসে, সে সায়মার ফোন রিসিভ করে

କଥା ବଲେ । ସାଯମା ତାର କାହେ କଲ ନା କରାର କାରଣ ଜାନତେ ଚାଯ । ଛେଳେଟି କଥାର ମୋଡ଼ ଘୁରିଯେ ଭିନ୍ନ ଦିକେ ନିଯେ ଯାଯ । କଥା ଶେଷ କରେ ବିଷୟଟା ସେ ମାହମୁଦକେ ଜାନାଯ । ମାହମୁଦେର କିଛୁତେଇ ବିଶ୍ୱାସ ହଞ୍ଚିଲେ ନା ତାର କଥା । ଛେଳେଟି ସଖନ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଯ, ମାହମୁଦେର ତଥନ ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ ।

ବିଷୟଟି ମାହମୁଦକେ ପ୍ରଚାର ଭାବିଯେ ତୋଲେ । ତାଇ ମାହମୁଦ ତାକେ ବଲେ, ତୁ ମି ଏଥନ ଥେକେ କଥା ଚାଲିଯେ ଯାଓ, ଆମିଓ କଥା ଚାଲିଯେ ଯାବୋ ।

ଏଥନ ଦୁଜନଇ କଥା ବଲେ । ଦୁଜନେର ସାଥେଇ ପ୍ରେମ ଚଲେ ସାଯମାର । ମାହମୁଦ ବିଷୟଟି ମେନେ ନିତେ ପାରଛେନା । ତାଇ ଆରୋ କରେକଜନକେ ସାଯମାର ନାସ୍ଵାର ଦେଯ । ସାଯମା ସବାର ସାଥେ ପ୍ରେମେର ଅଭିନୟ କରତେ ଥାକେ । ସବାର କାହୁ ଥେକେଇ ଗିଫଟସାମଗ୍ରୀ ଓ ଫୋନେ ରିଚାର୍ଜ ନେଯ । ସବାର ସାଥେ ସାଯମା ଦେଖା କରେଛେ; କିନ୍ତୁ ମାହମୁଦ ଏଥନୋ କରେନି । ମାହମୁଦ ଅନେକ ଆଗେଇ ବଲେ ରେଖେଛେ, ସେ ଭାଲୋବାସା ଦିବସେଇ ନିଜେର ଭାଲୋବାସାର ମାନୁଷେର ଚେହରା ଦେଖିବେ, ଏଇ ଆଗେ ନୟ । ଯାଦେରକେ ମାହମୁଦ ନାସ୍ଵାର ଦିଯେଛେ ସବାଇକେ କଥା ବଲତେ ବଲେଛେ, ଦେଖାଓ କରତେ ବଲେଛେ । ଆର ଏଓ ବଲେ ଦିଯେଛେ, ସଲିଡ ଲାଭ ଯେନ ନା କରେ; କାରଣ ମେଯେଟା ସବାର ସାଥେଇ ପ୍ରେମେର ନାଟକ କରଛେ ।

ସାଧାରଣତ ଛେଲେରା ମେଯେଦେର ସାଥେ ଦେଖା କରତେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ଥାକେ । ସାଯମା ଯତଙ୍ଗଲୋ ଛେଲେର ସାଥେ କଥା ବଲେଛେ ସବ ଛେଲେଦେରକେଇ ଏମନ ଦେଖେଛେ; କିନ୍ତୁ ମାହମୁଦେର ବେଳାୟ ଦେଖିଛେ ଭିନ୍ନ । କାରଣ ମାହମୁଦ ପ୍ରେମକେ ପୁରୋପୁରି ଗଭୀର ନା କରେ କୋନୋ ମେଯେର ସାଥେ ଦେଖା କରେ ନା; କିନ୍ତୁ ସାଯମା ତୋ ତାକେ ଭାଲୋଇ ବାସେ ନା ଏଟା ତୋ ମାହମୁଦ ଜାନେ । ତାଇ ସେ ପ୍ରେମେର ମାଝେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଆନତେ ଚାଇଲୋ । ମାହମୁଦ ଯାଦେରକେ ନାସ୍ଵାର ଦିଯେଛେ ସବାଇକେ ୧୪ଇ ଫେବ୍ରୁଆରି ଭାଲୋବାସା ଦିବସେ ନିଜେର ବାସାୟ

দাওয়াত দিয়েছে। আর সবাইকে নিজের সাজানো প্রাণের কথাগুলো
খুব ভালো ভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

সেদিন ছিল ১৩ই ফেব্রুয়ারি। পূর্ব কমিটম্যান্ট অনুযায়ী আগামীকাল
১৪ই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে মাহমুদ ও সায়মার প্রথম
সাক্ষাত হবে। রাতে মাহমুদ সায়মাকে কল দিয়ে নিজের শারিরীক
অসুস্থতার কথা জানিয়ে দেখা করতে পারবে না বলে দেয়। সায়মা
তো রেগে-মেগে আগুন।

মাহমুদ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বলে,

দেখো জানু! আমি তোমার জন্য কী পরিমাণ গিফট কিনেছি তার বর্ণনা
ফোনে দিতে অনেক সময় লাগবে। তোমার জন্য একভরি স্বর্ণ দিয়ে
এমন একটা চেইন বানিয়েছি, যা তোমাকে কাল পরিয়ে দেয়ার ইচ্ছে
ছিল; কিন্তু শরীরের এই অবস্থায় কী করে দেখা করবো বলো? আমি
তো বিছানা থেকেই উঠতে পারছিনা।

স্বর্ণের লোভ নাকি মেয়েরা সামলাতে পারে না, কথাটা মাহমুদের বেশ
ভালোই জানা।

সায়মা তখন মায়া ভরা কঢ়ে বলে উঠলো, তোমার বাসায় আমি আসি
তবে? মেঘ না ঢাইতেই যেন বৃষ্টির হাতছানি পেলো মাহমুদ।

উত্তর করলো মাহমুদ, যদি তোমার সমস্যা না হয় তবে আসো। সে
তখন বাসার ঠিকানা দিয়ে দিলো সায়মাকে।

সায়মা মনে মনে ভাবলো, অপরিচিত একটা ছেলের বাসায় একা
যাওয়া ঠিক হবে না। তাই ঘনিষ্ঠ বান্ধবী রিতাকেও সঙ্গে নেয়ার
সিদ্ধান্ত নিলো।

সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ফুল হাতে পর দিন দুই বান্ধবী একসাথে পাঁচে গেলো
মাহমুদের বাসায়। গিয়ে যা দেখলো তার জন্য কোনোভাবেই সায়মা

ପ୍ରମ୍ତ୍ତ ଛିଲୋ ନା । ଯାଦେର ସାଥେ ସେ ଫୋନାଲାପ କରେଛେ ସବାଇକେ
ଏକସାଥେ ସେଖାନେ ଉପଥିତ ଦେଖେ ନିର୍ବାକ ସାୟମା ।

ସବାଇ ଶୁଧୁମାତ୍ର ସାୟମାର ଅପେକ୍ଷାୟ ଛିଲୋ; କିନ୍ତୁ ଦୁଜନକେ ଦେଖେ ସବାଇ
ଯେନ ମହା ଆନନ୍ଦିତ । ସାତଜନ ପୁରୁଷ ଦୁଜନ ମେଯେର ସାଥେ ଇଚ୍ଛେମତୋ
ପ୍ରେମ ଦେଖାଲୋ ସେଦିନ ।

ନିଜେର ଦୋଷ ଓ ଲୋଭେ ନିଜେର ସମ୍ବ୍ରମ ଖୋଯାଲୋ ସାୟମା । ସଙ୍ଗ ଦେଯା
ରିତାଓ ହାରାଲୋ ସତିତ୍ତ ।

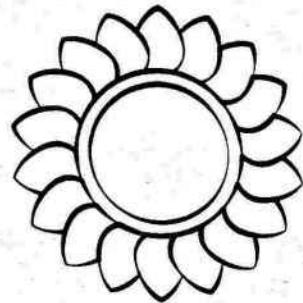
କି ଲାଭ ହଲୋ ତାତେ?

ସଙ୍ଗ ଦିଲେଓ ଜାଲେ ଫାଁସତେ ହୟ ତାରଇ ଏକଟି ପ୍ରମାଣ ରେଖେ ଗେଲୋ
ରିତା । ତାରା ନିଜେର ସତିତ୍ତ ବିସର୍ଜନ ଦିଯେ ପୁଲିଶେର ଦରବାରେ
ହାଜିର ।

ନିଜେର ଏଇ ନିର୍ମମ ଘଟନାର ବର୍ଣନା କୀଭାବେ ଦିଯେଛେ ତାରା?

ପୁଲିଶ ଯଥନ ସେଇ ବାସାୟ ଆସଲୋ, ସେଖାନେ ତାଦେର ଆର ପାଓୟା ଗେଲୋ
ନା, କାରଣ ସେଇ ବାସାଟି ଏକଟି ଆବାସିକ ବାସା ।

ସାୟମାର ମତ ମେଯେରା ନିଜେରେକେ ବାନାଯ ଦୈନିକ ପତ୍ରିକାଙ୍ଗଲୋର ଏକଟି
ଶିରୋନାମ । ତଥନ ସମାଜ ତାଦେରକେଇ ଛି ଛି କରେ ଯାଯ ଆଜୀବନ ।



অবহেলিত বাবার চিঠি

মারে! শুরুটা কীভাবে করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। যেদিন তুই
তোর মায়ের অস্তিত্ব ছেড়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলি, সেদিন থেকেই তোকে মা
বলে ডাকতে শুরু করেছি। তোকে মা ডাকতে ডাকতে নিজের
গর্ভধারিণী মাকে হারানোর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। তোর মাকেও মা
ছাড়া অন্য নামে ডাকতে শুনিনি কখনো। বিদ্যালয়ে প্রথম দিন শিক্ষক
আমাকে তোর নাম জিজ্ঞেস করেছিলো, তোকে মা বলে ডাকতে
ডাকতে তোর নামটাও ভুলে গিয়েছিলাম। তোর নাম বলতে না পারায়
সবাই আমাকে নিয়ে হাসতে থাকে। আজো তোর নামের জায়গায় মা
লিখিলাম। হঠাতে করে তুই এভাবে চলে যাবি আমি তা বুঝতেই
পারিনি। ছেলেটা যেদিন বাহিরে ব্যাগ হাতে তোর জন্য অপেক্ষা
করছিলো, কখন তুই দরজা খুলে বের হয়ে আসবি, আমি তখন
আল্লাহর দরবারে মুনাজাতে।

আর কতটা ভালোবাসলে তুই আমায় ছেড়ে যাবি না। তুই ঘরে বসে
ভাবছিলি, আজ না গেলে তুই ছেলেটার কাছে ছোট হয়ে যাবি; আর
আমি ভাবছিলাম, তুই চলে গেলে সমস্ত পিতৃজাতীর কাছে আমি কী
করে মুখ দেখাবো?

ଜାନିସ ମା! ତୁଇ ତିନ ବହରେଇ ତୋର ଭାଲୋବାସା ଖୁଜେ ପେଯେଛିସ; ଆରି
ଆମାର ଜୀବନେର ବିଶ ବହରେଇ ଭାଲୋବାସା ହାରିଯେ ଗେଛେ । ମାରେ ପ୍ରତିଟା
ବାବାଇ ଜାନେ ନିଜେର ରକ୍ତ ପାନି ବିସର୍ଜିତ ମେଯେଟି ଏକଦିନ ଅନ୍ୟେର ଘରେ
ଚଲେ ଯାବେ । ଅନ୍ୟେର ଘର ଆଲୋକିତ କରାର ଜନ୍ୟଇ ନିଜେର ମେଯେକେ
ପ୍ରତିଟା ବାବା ନିଜେର ସର୍ବସ ଶେଷ କରେ ମାନୁଷ କରାର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲାଯ । ତବୁଓ
ମେଯେର ଜନ୍ୟ ଏକଟୁଓ କୃପଣତା ଥାକେନା ବାବାଦେର ମନେ । ବାବାଦେର
ଭାଲୋବାସା ଶାମୁକେର ଖୋଲସେର ମତରେ ମା! ବାହିରଟା ଶକ୍ତ ହଲେଓ
ଭେତରଟା ଅନେକ ନରମ । ବାବାରା ସନ୍ତାନଦେର କେମନ ଭାଲୋବାସେ ତା
ବୁଝାତେ ପାରେନା, ଶୁଦ୍ଧ ଭାଲୋବାସତେ ପାରେ ।

ଜାନି ମା, ଆମାର ଲେଖାଙ୍ଗଲୋ ପଡ଼େ ତୋର ଖାରାପ ଲାଗତେ ପାରେ, କୀ
କରବୋ ବଳ? ତୋରା ତୋ ଯୌବନେ ପା ରାଖାର ପର ଚୋଥ, କାନ, ନାକ,
ଚେହାରା, ଉଚ୍ଚତା ସବକିଛୁ ଦେଖେ ତାରପର ପ୍ରେମ କରିସ କିନ୍ତୁ; ତୋରା ଯଥନ
ମାୟେର ଗର୍ଭେ ଅବସ୍ଥାନ କରିସ ତଥନ ପ୍ରତିଟା ବାବାଇ ସେଦିନ ଥେକେ ତୋଦେର
ଭାଲୋବାସତେ ଶୁରୁ କରେ । ଅର୍ଥଚ ତାରା ଜାନେଇ ନା ତୁଇ କୀ ଛେଲେ ନାକି
ମେଯେ, କାଳୋ ନାକି ଫର୍ସା ହବି, ଲ୍ୟାଂଡା ହବି ନାକି ବୋବା ହବି । କୋନୋ
କିଛୁର ଅପେକ୍ଷା ନା କରେଇ ତୋଦେର ଭାଲୋବାସତେ ଶୁରୁ କରେ । ସେଇ
ବାବାର ଭାଲୋବାସାକେ ଉପେକ୍ଷା କରେ କିଛୁ ସମୟେର ପରିଚିତ କଥିତ
ପ୍ରେମିକେର ହାତ ଧରେ ଚଲେ ଯାସ ।

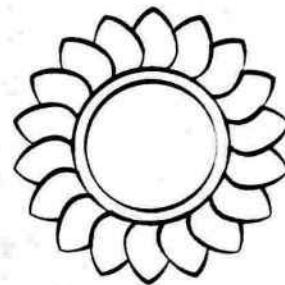
ଆମି ଜାନି ମା! ତୋଦେର ସବାର ମନେ ଏକଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ, ବାବାରା କେନ
ତୋଦେର ପଛନ୍ଦକେ ସହଜେ ମାନତେ ଚାଯ ନା? ଉତ୍ତରଟା ତୋଦେର ଘାଡ଼େଇ
ତୋଳା ଥାକଲୋ । ତୋରା ଯଥନ ମା ହବି ତଥନ ନିଜେଇ ଉତ୍ତରଟା ପେଯେ
ଯାବି । ତୋରା ଯଥନ ଏକଟା ଛେଲେର ହାତ ଧରେ ପାଲିଯେ ଯାସ, ତଥନ ଏଇ
ଛେଲେ ଛାଡା ଜୀବନେ ଆର କାରୋ ପ୍ରୟୋଜନ ବୋଧ କରିସନା । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟା
ବାବାଇ ଜାନେ ନିଜେର ଜୀବନେ ସନ୍ତାନକେ କତଟା ପ୍ରୟୋଜନ । ଯେଦିନ ତୋର
ଦାଦୁର କାଛ ଥେକେ ତୋର ମାକେ ଗ୍ରହଣ କରେଛିଲାମ ସେଦିନ ପ୍ରତିଞ୍ଜା
କରେଛିଲାମ, ନିଜେର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହଲେ ଏଭାବେଇ ତାର ସ୍ଵାମୀର ହାତେ

তাকে তুলে দেবো; কিন্তু তোৱা পালিয়ে গিয়ে বাবাদেৱকে সেই আহাদ থেকেও বঞ্চিত কৱিস। তাই তো তোৱ প্ৰতি অভিমান ভৱে চিঠিটা লিখলাম। তোৱা যদি অন্ধ দিনেৱ ভালোবাসাৰ কাৱণে ঘৰ থেকে পালিয়ে যেতে পাৱিস তবে বাবাৰা তাদেৱ বিশ বছৱেৱ ভালোবাসা হারিয়ে কীভাৱে ভালো থাকতে পাৱে মা? তুই বল? প্ৰতিটা বাবাই কন্যা সন্তানেৱ জন্মেৱ পৱ থেকে ভাবতে শুৱ কৱে, সন্তানকে মানুষেৱ মত মানুষ কৱে গড়ে তুলে একজন খোদাভীৰু সুপুত্ৰেৱ হাতে তুলে দিতে পাৱবো তো? আৱ মেয়ে যখন বড় হয় তখন দোয়া কৱে আল্লাহ আমাৱ মেয়ে যেন কোনো অসুখি পৱিবাৱে না যায়। যাতে কোনো প্ৰতাৱণাৰ ফাঁদে না পড়ে। তাই তো প্ৰতিটি বাবাৱই ছেলেৱ তুলনায় মেয়েৱ প্ৰতি বেশী নজৰদাৰি চলে। এজন্য আমাৱ উপৱ রাগ কৱিস না মা।

যদি চিঠিটা পড়ে তোৱ বাবাৰ জন্য এতটুকু মন কাঁদে তবে এই হতভাগা বাবাকে এভাৱে একা কৱে যাসনে মা। হয়তো তোৱ মায়েৱ মতো তোকে পেটে ধৱিনি, তবে তোকে পিঠে চড়ানোৱ যন্ত্ৰনা সহ কৱতে পাৱবো কিনা জানি না।

ইতি

তোৱ জন্মদাতা



নির্জন এক রাত

যত্তোসব থার্ডক্লাস আচার আচরণ, তোমায় আর কতোদিন বলবো
নির্জনা? আমার জন্য রাত জেগে অপেক্ষা করতে হবে না, কথাটা
বলেই ধপাস করে বসার জায়গায় বসে পড়লো মুয়াজ। ভঙ্গি আর
ভালোবাসা মিশ্রিত ভাষায় কাচুমাচু স্বরে নির্জনা বললো, ইয়ে মানে
আপনি সারাটা দিন মাদরাসায় দরস দিয়ে ক্লাস্তি নিয়ে বাসায় ফিরেন,
একা একা খাবার নিয়ে খেতে পারবেন কিনা তাই আরকি। সারাদিন
কী খান সেটা তো আমি দেখিনা তাই..... কথাটা শেষ হওয়ার
আগেই মুয়াজ প্রচণ্ড রেগে বললো, আমি কচি খোকা নাকি যে,
খাবারটা নিয়ে খেতে পারবোনা। আর রাত-বিরাতে এত সাজ-গোজ
কিসের? আগেও অনেকবার বলেছি আজ আবারো বলছি, আমার জন্য
এত রং ঢংয়ের কৃত্রিম ভালোবাসা দেখাতে হবে না। এসব বাড়াবাড়ি
আমার আর সহ্য হচ্ছে না। কথাগুলো রাগে ভরা কঠে এক নিঃশ্঵াসে
বলে খাবার না খেয়েই হন হন করে বেড় রুমে চলে গেলো মুয়াজ।
অতিরিক্ত রাগের ফলশ্রুতিতে রাতের খাবারটুকু পেটে জুটলো না,
সাথে নির্জনার পেটও অনাহারী থাকল সারারাত। নির্জনা সেই সন্ধ্যা

থেকেই স্বামীর পথ চেয়ে বসেছিলো স্বামী মদ্রাসা থেকে ফিরলে
 একসাথে খাবে বলে; কিন্তু এমন ব্যবহারের পর খাবার কী কারো গলা
 দিয়ে নীচে নামে? এমন ঘটনা এক দিনের হলে কথা ছিল, প্রতিদিন
 একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি কী সহ্য করা যায়? তবুও স্বামীকে আপন
 করে নিতে, একান্ত নিজের বানিয়ে নিতে হাজারো কষ্ট বুকে চাপা দিয়ে
 ধৈর্যের পাহাড়সম নির্জন। বিয়ের বয়স প্রায় তিন মাস হতে চললো;
 কিন্তু এ দিনগুলোতে একদিনও মুয়াজ তার হাতটা পর্যন্ত ছুঁয়ে
 দেখেনি। গোসলের পরে খোলা চুলে স্বামীর সামনে দাঁড়ালেও
 কোনোদিন তাকে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেনি। চুলের নদীতে নাক
 ডুবিয়ে ভেজা চুলের মাদকতার গন্ধে মাতাল হয়নি কখনো। মদ্রাসা
 কামাই দিয়ে বাড়ি ফিরে কখনোই বলেনি, মদ্রাসায় একটুও মন
 বসেছিলোনা, তোমায় খুব দেখতে ইচ্ছে করছিলো। এর মধ্যে কত
 রাতেই নির্জন হালকা আসমানী রঙা শাড়ী পরে চোখের পাড়ে কাজল
 এঁকে দিয়ে মুয়াজের অপেক্ষায় ছিল, শুধুমাত্র স্বামীর একটু ভালোবাসা
 পাওয়ার আশায়। ভেবেছে আজ হয়তো মুয়াজ তার দিকে একটু
 তাকাবে, চোখে চোখ রেখে মনের অব্যক্ত কথাগুলো পড়বে। অবাক
 দৃষ্টিতে হেসে বলবে,

ও হে আসমানী মেয়ে,
 তব হলদে শরীরে এ কোন গন্ধ?
 জড়ানোর আকুলতা।
 পাঁজড়ে পাঁজড় ভেঙে যেন
 মিশে থাকার মাদকতা,
 এ কোন ঘোড় কাজল চোখে
 রহস্যে ঘন রেখা
 এত অপরূপ মায়ামন্ত্র তোর
 কোথা হতে শেখা?

କଷି ଏମନ ହେ ଦୁରେର କଥା, ଏ ଯାଏ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଯାଜ ତୋ ତାର^(୧)
ଦିକେ ଯୁଦ୍ଧର ଏକଟି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନି । ତାହିତେ ନିର୍ଜନାର ଆଜ ବଡ଼ ବେଶୀ
କହ ହେଲେ । ମେ ଯୁବ କାହାରେ । ଚନ୍ଦ୍ରଦୟେ ଯେଣ ଅଞ୍ଚବାର୍ଣ୍ଣାସିଙ୍ଗ ସାରାବେଳା ।
ଅଞ୍ଚ ନାରା ଚୋପେଇ ବେଳରମେ ଗିଯେ ଶ୍ରେ ପଡ଼ିଲୋ ନିର୍ଜନା । କାରଣ ସେ
ଆମେ, ମୁଯାଜେର କାହାର ଆଜ ଏହି କାହାର ଖୋଲୋ ମୂଲ୍ୟ ନେଇ । ମୁଯାଜ ତାର
ମାଦ୍ୟାଯ ହାତ ପୁଲିଯେ ଚୋଥ କୁଛେ ଦିଯେ ବଢ଼ିବେ ନା, ଥାକ ହେଯେହେ ଆର
ଦେବୋ ନା । ତାକେ ଶକ୍ତ କରେ ଡାଢ଼ିଯେ ଧରେ ନିଃଶ୍ଵାସେର ଶକ୍ତ ଅନୁଭବ
କରିବେନା, ଦୁଟୋ ଶରୀରକେ ଉପ୍ର କରେ କମ୍ପରେର ମତ ତାର ଦୁଃଖଗୁଲୋକେ
ହାସ୍ୟାଯ ମିଳିଯେ ଦେବେ ନା ।

ମଧ୍ୟରାତ୍ର ଏଥିନ । ନିର୍ଜନାର କାହାର ଶକ୍ତ ଏଥିନ ଆର ଶୋନା ଯାଚେ ନା ।
କାହାର କାହାର ନିର୍ଜନେଇ ଘୁମିଯେ ପଡ଼େଛେ ନିର୍ଜନା । ହାଜାରଟା ଅନୁଭୂତି
ତାଢ଼ା କରେ ନିରି ମୁଯାଜକେ । ଶୋଯା ଥେକେ ଉଠେ କିଛନେ ଯାଯ ମୁଯାଜ,
ଏକ ପ୍ଲାସ ଗରମ କକି ହାତେ କିରେ ଆସେ ରକମେର ବେଲକୁନିତେ । କଫିର
ପ୍ଲାସ ହାତେ ଟଙ୍ଗି ଚେଯାରେ ଗା ହେଲିଯେ ଦେଯ ମୁଯାଜ । ବାହିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ
ଉଚ୍ଛ୍ଵଳ ଚାଦ ଦେଖିତେ ଥାକେ; ଆର ହାତେ ଥାକା ଗରମ କଫିର ପ୍ଲାସେ ଚମୁକ
ଦିଯେ ଭାବନାର ଅପେ ସାଗରେ ହାରିଯେ ଯାଯ ।

ଆଜିଲା, ନିର୍ଜନାର ସାଥେ କୀ ଏମନ କରା ଠିକ ହଚେ? ମେଯେଟାର ତୋ
କୋନୋ ଦୋଷ ନେଇ । ଶୁଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ତାକେ କେନ କଷ୍ଟ ଦିଚ୍ଛ ଆମି? ଅତିତେର
ଗାୟେ ଚୋରା କାଟାର ମତ ବିଧେ ଥାକା ସ୍ମୃତିଗୁଲୋର କଷ୍ଟ ନିଜେକେ ମାନୁଷ
ଥେକେ ପଣ୍ଡ ବାନିଯେ ଦିଚେ ନା ତୋ? ଧ୍ୟାତ! ନିଜେକେ ଅପରାଧୀ ଭାବତେ
ଇଚ୍ଛେ କରିଛେନା । ରୂପାର କଥା ଭାବଲେ କେମନ ହୟ? ହ୍ୟା, ରୂପାର କଥା
ଭାବା ଯେତେ ପାରେ । ଆହ ରୂପା! ମେ କୀ ଅଭ୍ୟାସ ରୂପବତୀ ମେଯେ, ରକମେର
ମାଧ୍ୟାରଣ ଅମାଧ୍ୟାରଣ । ସମସ୍ତ ସରଳ ଚେହାରା ଜୁଡ଼େ ଯେନ ମାଯାପୁରୀର
ମବୁଟକୁ ମାଯା ମାଖାନୋ । ମେଯେଟା କଥନେଇ ଖୁବ ବେଶୀ ସାଜିତୋନା ।
ଚେହାରାଯ ହାଲକା ଫେଯାର ଏଣ ଲାଭଲି ଆର ଚୋଖେ କାଜଳ, ବ୍ୟାସ

ଏତୁକୁই । ହାଲକା ସାଜେ କାଉକେ ଏତ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ରକମେର ସୁନ୍ଦର
ଲାଗତେ ପାରେ ସେଟା ତୋ ରୂପାର ରୂପ ନା ଦେଖିଲେ ବୁଝିତୋଇ ନା କଥନୋ
ମୁଯାଜ । ରୂପାଦେର ବାସାୟ ରୂପାକେ ପ୍ରଥମ ଦେଖେ ମୁଯାଜ । ବାବା ମା ଭାଇ
ବୋନ ଆର ମୁଯାଜ ଗିଯେଛିଲୋ ତାଦେର ବାଡ଼ିତେ । ଅନେକ ତୋଡ଼-ଜୋଡ଼େର
ପରଇ ସବାଇ ମିଳେ ବିଯେର ଜନ୍ୟ ରାଜି କରିଯେଛେ ମୁଯାଜକେ । ରୂପାକେ
ଦେଖିଲେ ଯେ ତାର ଏତଟା ଭାଲୋ ଲାଗିବେ ଭାବତେଓ ପାରେନି । ତାଇ
ସକଳେର ମତେ ସାଥେ ଗଡ଼ିମିଳ କରତେ ପାରେନି ଆର । ଡେଟ ଅନୁଯାୟୀ
ବିଯେ ହରେ ଗେଲୋ ତାଦେର ।

ରୂପା ମୁଯାଜକେ ଖୁବ ଭାଲୋବାସେ । ମୁଯାଜେର ପ୍ରତିଟା ବିଷୟେର ପ୍ରତି ତୀଙ୍କ
ନଜରଦାରୀ ଚଲେ ରୂପାର । ରୂପାକେ ସୀରେଇ ଏଥିନ ମୁଯାଜେର ସକଳ ହୟ,
ଆବାର ଦିନ ଗଡ଼ିଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମେ । ସ୍ଵାମୀର ଚାହିଦାଗୁଲୋ କିଭାବେ ଯେଣ
ମନ୍ତ୍ରମୁଦ୍ରିର ମତ ବୁଝେ ନିତୋ ରୂପା । ଆର ସେଗୁଲୋ ବଲାର ଆଗେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ
କରେ ଫେଲତୋ । କିଭାବେ ହୟ ଏମନ? ହୟତୋ ପ୍ରଚନ୍ଦ ଭାଲୋବାସାର
ଶକ୍ତିତେ ଏମନଟା ସଭବ, ଏତଟା ଭାଲୋବାସେ କିଭାବେ? କତଇ ନା ରଙ୍ଗିନ
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏକସାଥେ କାଟିଯେଛେ ତାରା । ନିଜେର ସୀମାବନ୍ଧତାର କାରଣେ ହୟତୋ
ଅନେକ କିଛୁଇ ଜୀବନେ ଦିତେ ପାରେନି ତାକେ, ତବୁও ସେଇ ଶୃତିଗୁଲୋ
ଆଜୋ ମନେ ପଡ଼େ । ରୂପାର ହାତେ ହାତ ରେଖେ ରିକଶାୟ ଚଢ଼େ ବେଡ଼ାନୋ,
ଦିନ ଚୁକ୍ତିତେ ନୌକା ଭରନ ଆର ବାଦାମ ହାତେ ସାରାଦିନ ପାର କରା ।
ବାଦାମେର ଖୋସା ଛାଡ଼ାତେ ଛାଡ଼ାତେ ଦୁଷ୍ଟ ମିଷ୍ଟି କଥନ । ଭରା ଜୋଣ୍ଶ୍ନ୍ୟ ହାତେ
ହାତ ରେଖେ ବେଳକୁନିର ସମୟଗୁଲୋ କି କରେ ଭୁଲବେ ମୁଯାଜ? ଏଇ ସୁଖ ଯେଣ
ବେଶି ଦିନେର ନୟ । ମାତ୍ର ଛୟ ମାସେର ମାଥାଯ ସୁଖଗୁଲୋ ଏକ ଘଟକା
ଦୁଃସଂବାଦେ ନିଃଶେଷ ହରେ ଗେଲୋ ।

ଦେଇନ ଛିଲ ବାରୋଇ ରବିଓଲ ଆଉୟାଲ । ରାତର ଇବାଦତ-ବନ୍ଦେଗି ଶେଷେ
ହଠାତ ରୂପାର ପ୍ରଚନ୍ଦ ମାଥା ବ୍ୟଥା ଶୁରୁ ହଲୋ । କାହେଇ ହସପିଟାଲ ଥାକାଯ
ଦେଇ ନା କରେ ହସପିଟାଲେ ଭର୍ତ୍ତ କରାନୋ ହଲୋ ରୂପାକେ । ଡାକ୍ତାର
କାହାର କାହାର କାହାର କାହାର

କତଙ୍ଗଲୋ ଟେସ୍ଟ ଲିଖେ ଦିଲେନ, ସବଙ୍ଗଲୋ ଏଥୁନି କରିଯେ ଇମାର୍ଟେଜ୍
ଦେଖାତେ ବଲଲେନ । ମୁଯାଜେର ଯେଣ ଶରୀର ଚଲଛେନା ଆର, ଡାବେନ୍
ପାରଛେନା କୀ ହଚ୍ଛେ ଏସବ । ସେ ଜାନେ ନା କିଛୁନ୍କଣ ପର ତାର ଜଳ୍ଯ କୀ
ସଂବାଦ ଅପେକ୍ଷା କରଛେ ।

ସବ ଟେସ୍ଟ କରେ ଡାକ୍ତାରକେ ଦେଖାନୋ ହଲୋ, ଡାକ୍ତାର ବିଚଲିତ କଟେ ବଲେଇ
ଫେଲଲେନ, ବ୍ରେଇନ କ୍ୟାନ୍ସାର । ଶୁନେ ଡାକ୍ତାରକେଇ ମିଥ୍ୟକ ବଲେ ଫେଲଲୋ
ମୁଯାଜ । ନିଜେର କାନକେ ଅବିଶ୍ୱାସେର ପାଥରେ ଢକେ ନିଲୋ । ଆର ଦୟ
କରତେ ପାରଛେ ନା ନିଜେକେ, ଆକାଶଚୁମ୍ବୀ ଅନ୍ତର ଯତ୍ନାୟ ଦୌଡ଼େ
ଆକାଶେର ଖୁବ କାହାକାହି ହସପିଟାଲେର ତେରୋ ତଳାର ଛାଦେ ଚଲେ ଯାଇ;
ଆର ସେଖାନେଇ ଚିତ୍କାର କରେ କାଁଦତେ ଶୁରୁ କରେ ମୁଯାଜ ।

ପରେର ସକାଳେ ଯଥନ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପାର ସାମନେ ଗିଯେ ଫୋଲା ଚୋଥ ନିଯେ ଦାଁଡ଼ାୟ,
ତଥନ ସ୍ଵାମୀର ଚେହାରା ଦେଖେ ରୂପାର ବୁଝତେ ବାକୀ ନେଇ ଯେ, ତାର ସ୍ଵାମୀ
ସାରା ରାତ କେଂଦେଛେ । ତଥନ ରୂପା ମୁଯାଜକେ ବଲଲୋ, ଆପନି ଆପନାର
ତାହାଜୁଦେ ଆମାର ମୁକ୍ତିର ଦୋଯା କରବେନ । ଆମାର ମନେ ହଚ୍ଛେ, ଆମାର
ଶେଷ ସମୟ ସନ୍ନିକଟେ ଏସେ ପଡ଼େଛେ । ଏ ସମୟ ଆପନି ଆମାୟ ଏକଟା
କଥା ଦିବେନ? ମୁଯାଜ ଅଶ୍ରୁସଜଳ ନୟନେ ଜିଞ୍ଜାସୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ରୂପାର ଦିକେ ।
: ଆମି ମାରା ଯାଓୟାର ପର ମିଷ୍ଟି ଏକଟା ମେଯେ ଦେଖେ ବିଯେ କରବେନ, ଯେ
ଆପନାକେ ଆମାର ଥେକେଓ ବେଶୀ ଭାଲୋବାସବେ, ଯେ ଆପନାକେ ପାର୍ଥିବ
ଜୀବନେ ସୁଖୀ କରେ ଅନ୍ତ-ଅସୀମେର ଦରବାରେ ଆପନାର ସଙ୍ଗୀ ହବେ ।
ଆପନି ତାର ସାଥେ ସଂସାର କରବେନ । ଠିକ ସେଭାବେ ତାକେ
ଭାଲୋବାସବେ, ଯେଭାବେ ଆମାୟ ବେସେଛେନ ।

ରୂପାର ମୁଖ ଥେକେ ଏସବ କଥା ଶୋନାର ପର ମୁଯାଜ ଆର ନିଜେକେ
ସାମଲାତେ ପାରଲୋ ନା । ହାତ ଧରେ ବଲଲୋ,

: এমন কথা বলো না। এমন কিছুই হবে না, দৈর্ঘ্য ধরো সব ঠিক হয়ে
যাবে। তবুও বারে বার রূপার প্রশ্নে মুয়াজ বলেছিলো, আচ্ছা ঠিক
আছে, আমি তোমার কথা রাখার চেষ্টা করবো; বলেই রূপার কাছ
থেকে চোখ মুছতে মুছতে বাহিরে চলে এলো। আর এটাই ছিলো
রূপার সাথে মুয়াজের শেষ কথা।

রূপা মারা যাওয়ার পর প্রায় দু'মাস মুয়াজ অস্বাভাবিক অবস্থায়
ছিলো। কারো সাথে কথা বলতো না, ঠিক মত খাবার খেতো না।
বাবা-মা ছেলের এই করুণ দশা সহ্য করতে না পেরে ছেলেকে
পুনঃরায় বিয়ে করানোর সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ছেলেকে বিয়ে
করানো হয়। যদিও মুয়াজের বিন্দু পরিমাণও ইচ্ছে ছিলোনা; কিন্তু
রূপাকে দেয়া সেদিনের কথা রাখতে গিয়ে তাকে বিয়ে করতে হলো;
কিন্তু সে কী রূপাকে দেয়া কথাগুলা পুরোপুরি রাখতে পেরেছে? মনে
হয় না। রূপার মতো নির্জনাও তো তাকে অসম্ভব রকমের ভালোবাসে,
এত্তে খারাপ ব্যবহার করার পরও রোজই খাবার নিয়ে অপেক্ষা করে
আর প্রহর গুনতে থাকে, কখন স্বামী ফিরবে। মুয়াজ খাবার পরই সে
খাবার পাতে হাত দেয়, মুয়াজ না খেলে সেও অনাহারী থাকে।
এগুলোকে কী বলবে মুয়াজ? এগুলো ভালোবাসা নয়তো কি? স্বামীকে
একটু খুশি করার জন্য মুয়াজের মার কাছ থেকে জিজেস করে
মুয়াজের পছন্দের খাবারগুলো রান্না করে বসে থাকে। মুয়াজের
পছন্দের আসমানী রঙা শাড়ি পরে চোখে কাজল এঁকে সেজে-গুজে
বসে থাকে। এগুলোকে ভালোবাসা ছাড়া কি-ই-বা নাম দিতে পারে
মুয়াজ? আজ এখন কেন যেন মুয়াজের মনে হচ্ছে, সে একজন
আলেম হয়েও নির্জনার সাথে অবিচার করছে। সে যা করছে তা ভুল।
একজন হজুর হিসেবে এমন ভুল করা কোনোভাবেই উচিত হচ্ছেন। তাই
অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য মঙ্গলের ফয়সালা করে রেখেছেন। তাই
এক রূপসীকে নিয়ে অন্য আরেক রূপসীকে তার জন্য নির্ধারণ

କରେଛେ । ହ୍ୟତୋ ଏତେଇ ପରମ ସୁଖ ଆର ଭାଲୋବାସା ଖୁଜେ ନେଯା ଯାଯା । ତବେ କେନ ନିରପରାଧୀ ମେଯେଟିକେ କଷ୍ଟ ଦିଚ୍ଛେ ମୁଯାଜ ? ନାହ, ଆର ଭାବ ଯାଚେ ନା । ଏଥିନ ଥେକେ ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକେ ଆପନ କରେ ନିତେ ହବେ । ଆଲ୍ଲାହର ଦେୟା ନିୟମ ଅନୁସାରେଇ ସ୍ତ୍ରୀର ହକ୍ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦାୟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବନ୍ଦ ମୁଯାଜ । ପୃଥିବୀର ସବକିଛୁଟି ଆଲ୍ଲାହର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମତ ପରିଚାଳିତ, ତବେ କେନ ମେନେ ନିତେ ଏତ ସମସ୍ୟା ? ଆଲ୍ଲାହିଁ ତୋ ରୂପାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ଆରେକ ରୂପାକେ ଦିଯେଛେ ତାର ଜୀବନେ । ନାହ ନିଜେର ଅବହେଲାୟ ଏଇ ରୂପାକେ ସେ ହାରାତେ ଚାଯନା । ନିଜେକେ ଏଥିନ କେମନ ଯେନ ଅପରିଚିତ ମନେ ହଚେ । ଶରୀର ମନ କେମନ ଯେନ ହାଲକା ଅନୁଭବ ହଚେ ମୁଯାଜେର । ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନିର୍ଜନାକେ ବଲତେ ଇଚ୍ଛେ ହଚେ ।

କେ ତୁମି ହେ? କୋନ ଚାରକ ପୁଞ୍ଜ୍ପ

ଅପରିଚିତାର ବେଶେ?

ଆଜ ତୋମାଯ ଚିନେଛି ଆମି

ସ୍ମୃତି ରୋମଙ୍ଗନ ଶେଷେ ।

ତୁମି ସେଇ, ତୁମିଇ ତୋ ସେଇ

ଯେ ମୋର ଅନ୍ତକାଳେର ଚେଳା

ଅତିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେସ୍‌ସୀ ଆମାର

ହଦୟ ମୁଦ୍ୟାଯ କେଳା ।

ତୁମିଇ ସେଇ ଯାରେ ଖୁଜେଛି ଆମି

ବହୁକାଳ, ଦୂରଦେଶ

ଶୁଦ୍ଧ ଦେଖିନି ଖୁଜେ

ବୁକ ପାଁଜୋରେ

ଯେଥା ଛିଲେ ତୁମି

ଅପରିଚିତାର ବେଶେ ।



মুয়াজ ভোঁ দৌড়ে বেলকুনি থেকে বেডরুমে চলে যায়। অবুষ্ঠ শিশুটির
মত যেন সারা দিনের ঘুম চোখে নির্জন। মনে হচ্ছে, দুই বছরের
খুকিটি তার মায়ের কোলে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। জানালার ফাঁকে ফিনকি
দিয়ে নির্জনার মুখে জোৎস্না এসে পড়ছে। আহা কী পবিত্র রূপে যেন
চেহারা ঢেকে আছে, নিজের প্রতি বড় রাগ উঠছে মুয়াজের। এমন
স্ত্রীর সাথে এত্তো খারাপ ব্যবহার কীভাবে করলো সে? আস্তে আস্তে সে
নির্জনার পাশে গিয়ে বসলো। আলতো হাতে নির্জনার মাথায় হাত
বুলাতেই ঘুম ভেঙে গেলো তার। মুয়াজকে এত্তো কাছে দেখে লজ্জায়
রক্তজবার মত লাল হয়ে বললো,

: আপনি ঘুমান নি এখনো?

বোকার মত মুয়াজ বললো,

: কী করে ঘুমাই বলো? পেটে ক্ষুধা নিয়ে কী কারো ঘুম আসে? চলো
খাবার খাবো। কথাটা বলেই সে নির্জনার হাত ধরে টানতে টানতে
খাবার টেবিলে নিয়ে গেলো। নির্জনা তখনও হিসেব মেলাতে
পারছেনা, একেবারেই মিলছেনা কিছু। সবকিছু তার কাছে স্বপ্ন স্বপ্ন
মনে হচ্ছে। মুয়াজ নির্জনাকে উদ্দেশ্য করে বললো, বসো।

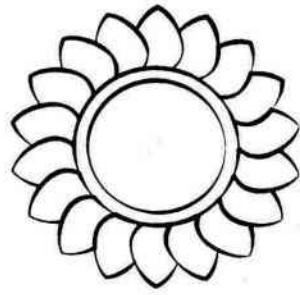
সাধু মেয়ের মত বসে পড়লো নির্জন। এতো দূরে কেন? পাশে এসে
বসো। হৃকুম তামিল করলো নির্জন। মুয়াজ তার নিজের হাতে ভাত
মাখিয়ে লুকমা তুলে স্ত্রীর মুখের সামনে নিয়ে বললো, নাও হা করো।
নির্জনার মুখে ভাতের লুকমা ঠেলে দিলো মুয়াজ। নির্জনা ভাত খাচ্ছে
আর স্বামী তাকে খাইয়ে দিচ্ছে। আল্লাহর কাছে কতই না আহাজারি
করেছে নির্জনা, তার স্বামীকে আল্লাহ যেন আগের মত করে দেন।
তবে কী আল্লাহ তার দোয়া করুল করেছেন? আলহামদুলিল্লাহ এতেই
হাজার শুকরিয়া। শুকরিয়া আদায়ে নেয়ামত বাড়ে তা নির্জনার অজানা



ଏଥାରେ ତୁମେ ଦେବୋ ଭାବ ଚିତ୍ରଯେ ନିର୍ଜନା ଆର ନୟନ ଜଲେ
ଭାଗତେ ତାର ଆଶିଷଦ୍ୱୟ । ଆଉ ତାର କାହାଯ ତାର ସ୍ଵାମୀ ଆବେଗାପ୍ରତ, ମୁହଁ
ଦିଲ୍ଲୋ ତାର ଚୋଥ, ବଣତେ, କେଂଦୋନା, ବିସର୍ଜନ ଦିଲ୍ଲୋ ତୋମାର ଏହି
ଭାଲୋବାସାର ଅକ୍ଷର । କ୍ଷୁଦ୍ର ଭାଲୋବେସେ ଯାଓ ଆମାଯ । ନିର୍ଜନାଓ ନିଜ ହାତେ
ଭାଗରେ ଲୋକଙ୍କା ବାଣିଯେ ଖାଇଯେ ଦିଲ୍ଲୋ ସ୍ଵାମୀକେ ।

ଆହ ! ଏ ମୋ ଭାଙ୍ଗାତର ଏକ ଟୁକରୋ କରେ ପଡ଼ା ଦୃଶ୍ୟ, ଦୁଇନାଇ ଦୁଇନାର
ଜାଣ୍ୟ କାନ୍ଦହେ । ମୁହଁରେଇ ଭାଲୋବାସାଯ ମିଶେ ଗେଲୋ ତାଦେର ଅକ୍ଷର ।
ଭାଲୋବାସାଯ ଭରେ ଉଠିଲୋ ତାଦେର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ।





ভালোবাসা দিবস

শহীদ মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালের লাল বাতিটি জলে উঠলো, এক কমে কালো রঙের বিলাশবঙ্গ গাড়িটি থেমে গেলো। ভ্রাইভারকে এসি অন করতে বলে হাতে থাকা আইফোন ব্রান্ডের দামি ফোনটির ক্রিনে চেখ দিলো সোহান। ফেসবুক এ্যাপটিতে হাতের আঙুলের টানে সারা বিশ্বের খবর মুহূর্তেই পাওয়া সম্ভব এখন। গাড়ির সামনের রোডটি মিনিমাম চার থেকে পাঁচ কিলোমিটার জ্যাম। সোহান খেয়াল করলো, চারদিকে অদৃশ্য রঙিন দুনিয়ার স্বাদ নেয়া জুটিরা একে অপরের বাহু দ্বারে হাত রেখে ফুটপাত ধরে হেটে চলেছে। বর্তমানে এদেশে প্রেমিক-প্রেমিকাদের এভাবে উগ্র চলাফেরা করা কোনো ব্যাপার না। তবে আজ ভীড়টা একটু বেশিই মনে হচ্ছে সোহানের কাছে।

হঠাতেই মনে পড়লো, আজতো ১৪ই ফেব্রুয়ারী, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। এই দিনেই তো ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে সোহানের সাথে অন্তরার প্রথম দেখা হয়েছিলো। তারপর কথা বলা, ধীরে ধীরে ভালো লাগা, তারপর এভাবেই হাতে হাত রেখে পথ চলা শুরু হয় তাদের। অন্তরাকে ভালোবাসার লাল গোলাপটি দিতে সোহানের এক বছর সময় লেগেছিলো। যে বছর ভ্যালেন্টাইন ডে তে দেখা

ହେଯେଛିଲୋ, ତାର ଠିକ ପରେର ବଚର ଭ୍ୟାଲେନ୍ଟାଇନ ଡେ ତେ ଭାଲୋବାସାର ଲାଲ ଗୋଲାପଟି ଦେୟାର ସାହସ ହୟ ସୋହାନେର । କିଛୁଦିନ ପରଇ ଏ ସମ୍ପକ୍ତ ବିଯେତେ ଗଡ଼ାଯ । “ସବାଇ ସବାର ଜନ୍ୟ” ଏ ଗତିତେ ତାଦେର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଏଗୋଛେ ଏ ଯାବତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ।

ବିଯେର ଆଗେ ସୋହାନେର ସଂସାରେ ସୋହାନେର ମା-ଇ ଛିଲେନ ଆର ବିଯେର ପର ତଥନ ଅନ୍ତରା ତାଦେର ସଂସାରେର ନତୁନ ସଦସ୍ୟ । ସୋହାନେର ବଡ଼ ବୋନ ରୁବିନାର ବିଯେ ହେଁଛେ ଅସ୍ଟ୍ରେଲିଆନ ପ୍ରବାସୀ ଏକ ଧନକୁବେର ସାଥେ । ବିଯେର ପର ପ୍ରବାସୀ ଦୁଲାଭାଇ ତାର ବୋନକେ ନିଯେ ଉଡ଼ାଳ ଦିଯେଛେ ଦୂରଦେଶେ । ଆଜ ଏଗାରୋ ବଚର ପ୍ରାୟ ବୋନେର ଚେହାରା ଦେଖେ ନା ସୋହାନ । ମେଖାନେଇ ବୋନେର ସନ୍ତାନ ହେଁଛେ । ଫ୍ରାଇପ, ଓୟାଟ୍ସଅ୍ୟାପେର ଯୁଗେ କାହେର ମାନୁଷଗୁଲୋଓ ଦୂରେ ଚଲେ ଯାଯ ମାଝେ ମାଝେ, ଆବାର ଦୂରେର ଜନ ଯେନ ଚଲେ ଆସେ ଖୁବ କାହେ ।

ସୋହାନେର ସଂସାରେ ଏଥନ ତିନଙ୍ଗ ସଦସ୍ୟ । ସୋହାନେର ଶ୍ରୀ ବିଯେର ଆଗେ ସୋହାନେର ମାଯେର ସବଧରନେର ଖୋଜ-ଖବର ରାଖବେ ବଲଲେଓ ଏଥନ ସେ ଏକଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକା ବନେ ଯାଓଯା ନାରୀ । ତାର ମାଯେର ବ୍ୟାପାରେ ଅନ୍ତରାର ଏଥନ ହାଜାରଟା ବାନାନୋ ଅଭିଯୋଗ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗଗୁଲୋ ସୋହାନ ସାମଲେ ନିତୋ, ତବେ କିଛୁଦିନ ପର ହାଜାରଟା ଅଭିଯୋଗେର ଭୀଡ଼େ କିଛୁ କିଛୁ ଅଭିଯୋଗ ସୋହାନେର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମନେ ହତେ ଶୁରୁ କରେ । ଏଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋହାନେର କାହେ ଅନେକଗୁଲୋ ଅଭିଯୋଗ ଜମା ହତେ ଥାକେ । ସକଳ ଅଭିଯୋଗଗୁଲୋକେ ସାମନେ ରେଖେ ଏକଦିନ ତାର ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତରା ବଲଲୋ, ତାରା ଆଲାଦା ଥାକବେ । ସୋହାନେର ଦ୍ୱିମତ କରାର କୋନୋ ଯୁକ୍ତି ନେଇ । ଯେଭାବେ ବଲା ସେଭାବେଇ କାଜ । ତାରା ଆଲାଦା ହୋଇଥାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାକେ ଜାନିଯେ ଦିଲୋ ।

ସମୟ ବଦଲାଲୋ ତାରା ଆଲାଦା ହେଁ ଗେଲୋ । ଶୟତାନେର କାଜ ଏକେ ଅପରେର ସାଥେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗାନୋ । ଯେଇ ଭାଲୋବାସାର ଜନ୍ୟ ସୋହାନ ଶ୍ରୀକେ ନିଯେ ଆଲାଦା ହଲୋ ସେଇ ଶ୍ରୀଇ ଆଜ ତାର ସାଥେ ଥାକତେ ଚାଯ ନା । ଦୁ

আঞ্চলিক তো আজকাল সারা বিশ্বের সংবাদ পাওয়া যায়। সেখায় পাওয়া যায় হাজারটা বন্ধু; কিন্তু মা তো আর পাওয়া যায় না। সোহানের অফিসে থাকার সৎ ব্যবহারটা অন্তরা করেছে। আগে যখন সোহানের মায়ের সাথে থাকতো, ঘরে তখন দু'জন থাকতো। একে অপরের ভালো খারাপ দিকগুলো দেখতো, আর এখন তো সে এক। তাই নিজ ইচ্ছেমতোই যেভাবে খুশী সেভাবে চলেছে। সারাক্ষণ ফেসবুকে নতুন বন্ধু বানিয়ে তাকেই সঙ্গী করে নিয়েছে অন্তরা আজ। চলে গেছে আজ তাকে ছেড়ে। সেদিনের একটি ভুল সিদ্ধান্তই হয়তো আজ সোহানকে করে দিয়েছে এক। সারা জীবন ভালোবাসবে প্রতিশ্রুতি থাকলেও অন্তরার সেই ভালোবাসা মাত্র এক বছরেই শেষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ গাড়ির গ্লাসে কারো টোকা দেয়ার শব্দে ভাবনার লম্বা দেয়ালে ফাটল ধরলো সোহানের। গ্লাসে চোখ ফেলতেই এক বৃন্দাকে দেখলো, ভিক্ষার ঝুঁড়ি কাঁধে কিছু পাওয়ার আশায় হাত বাঢ়িয়ে দিয়েছে সোহানের দিকে। বৃন্দাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে অনেক দিনের অনাহারী। এমন শুকনোমুখো বৃন্দাকে দেখেই নিজের গর্ভধারিনীর কথা মনে পড়লো সোহানের। সোহান অন্তরাকে নিয়ে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর কয়েক মাস মায়ের সাথে যোগাযোগ ছিল। পরে কাজের চাপে আর যোগাযোগ করার সুযোগ হয়নি। অন্তরা চলে যাওয়ার পর মায়ের কথা স্মরণ হয় সোহানের। আজ তিন মাস যাবত মাকে খুঁজছে সোহান। যেখানে আগে থাকতো সেখানে ভাড়া পরিশোধ করতে না পারায় বাঢ়িওয়ালা বের করে দিয়েছে মাকে।

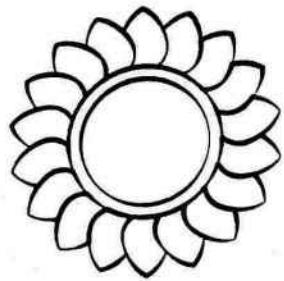
এই ক'দিন কোথায় না খুঁজেছে মাকে? কোথাও পায়নি। রাস্তা-ঘাট, লঞ্চ-টার্মিনালসহ সব জায়গায় খুঁজেছে। কোথাও দেখেনি। থাকতে মর্ম বুঝেনি তবে আজ হারিয়ে নিঃস্ব সোহান। মাকে নিয়ে ছোটবেলার হাজারটা স্মৃতি দৃশ্যপটে ভাসছে সোহানের। বৃন্দাকে দেখে ভাবছে,

হয়তো এরই মতো আমার মাও আজ ক্ষুধার্ত অনাহারী। একে
 খাওয়ালে হয়তো মাকে খাওয়ানো হবে, এই ভেবে গাড়ির গ্লাস না
 নামিয়ে গাড়ির ডালাটা খুলে দিলো। সোহান বৃন্দাকে টেনে নিলো
 গাড়িতে। কিছুটা এগিয়ে ভ্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলে। বৃন্দাকে
 ব্রাইভের কিছু কাপড়-চোপড় কিনে দেয় বৃন্দাকে। ট্রায়াল রংমেই বৃন্দা
 একটা ড্রেস পরে বেরিয়ে আসে। এখন দেখে হবহু মায়ের মতই মনে
 হচ্ছে মহিলাটিকে। হ্যাঁ, এতো দেখছি তারই জন্মাধারিনি অভাগীনি।
 যে নিজের সব সুখ বিলিয়ে দিয়েছে সোহানের জীবনের উন্নতির
 লক্ষ্যে। যার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিলো সন্তানের উন্নতি। আজ
 মায়ের এমন অবস্থা দেখে আর দাঁড়াতে পারছেনা সোহান। পায়ের
 নীচের মাটি যেন উপরে উঠে গেছে। দিঘিদিক চিন্তা না করেই ছুট
 দিলো সোহান মায়ের দিকে, জড়িয়ে ধরে নিজের সব দোষ অকপটে
 স্বীকার করে মুখ লুকালো মায়ের কোলে। চুকরে কাঁদতে কাঁদতে
 বললো, মাগো! সেদিন যদি তোমায় নিয়ে ভাবতাম তবে হয়তো
 তোমায় হারাতাম না, বউও হারাতাম না। বউকে নিয়ে ভেবেছি বলেই
 আমি নিঃস্ব হয়েছিলাম গো মা। মায়ের কোলে মুখ রেখে চুকরে
 কাঁদছে সোহান আর নিজের জীবনের অসমাপ্ত কথাগুলো বলে যাচ্ছে
 নিজের মায়ের কাছে। পাশে হাজার মানুষের ভীড় জমে গেছে। সবার
 চেখ অশ্রুসিক্ত। দেখছে মা ছেলেকে; কিন্তু কেউই কিছুই জানেনা
 তবুও কাঁদছে, কারণ মানুষ যে বড়ই আবেগী। প্রথম দেখাতেই মা
 সন্তানকে চিনতে পেরেছিলো; তবে তা প্রকাশ করেনি। দেখতে
 চেয়েছিলো যে, তার সন্তান এখনো কী তাকে আগের মতই ভালোবাসে
 কি-না। হ্যাঁ, মা নিজের উত্তর পেয়েছে।

মাকে জড়িয়েই রেস্টুরেন্টে গেলো সোহান। খাওয়া দাওয়া শেষে
 হাজারটা গোলাপ কিনে লাখো মানুষের ভালোবাসার প্রেমিকা নয়,

ভালোবাসার মাকে ভালোবাসা দিবসের উপহার দিলো সে। আর পৃথিবীর একজন সাক্ষী হিসেবে ইতিহাসের খাতায় নিজ নাম লিখিয়ে নিলো। হাজার মানুষকে শিখিয়ে দিলো, প্রেমিকা নয় ভালোবাসুন একমাত্র মাকে। কারণ আল্লাহ মাকে সৃষ্টিই করেছেন ভালোবাসার জন্য যা আমরা ভুলে যাই। সেদিন অঙ্ক প্রেমের অনুরাগী হয়ে কী সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাবার সময় হয়নি সোহানের। একটি ভুল সিদ্ধান্তের কারণে সে এতদিন মায়ের থেকে এতদিন দূরে। প্রিয়তমা ও মা দু'জনেই হারিয়ে গেছে তার জীবন থেকে। সেদিনের সিদ্ধান্তের মোড় একটু ভিন্ন হলে হয়তো তার সংসার ভেঙ্গে যেতো না। সোহানকে হতে হতো না নিঃস্ব একা। প্রিয়তমাকে নিয়ে আলাদা থাকার সিদ্ধান্তই ছিল তার ভুল, সে যদি বুঝিয়ে মায়ের সাথেই রাখতো তবে আজ সংসারের সদস্য কর্মতো না। ইসলামী শিক্ষার অপূর্ণতা আজ সোহান হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। তাই পরবর্তী সময়ে বিয়ের পাত্রী হিসেবে সবাইকে ইসলামে দীক্ষিত মেয়ে বিয়ে করতে সাজেস্ট করবে সোহান এমনই পন এঁকে নিয়েছে মনে। আর একজন ভালো আলেম থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেও ইসলামী হওয়ার চেষ্টা চালাবে। নিজে না শুধরে কী করে অন্যকে শুধরানো যায়?





ନେକ ବିବି

ସାହେରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସାଧାରଣ ଏକଟି ପରିବାରେର ଅତି ସାଧାରଣ ଓ ନ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଏକଜନ ମେଯେ । ଖୁବ ଭାଲୋବେସେ ଅତି ଯତନେ ମେଯେକେ ତାର ବାବା ମା ଏକଜନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟାର ଛେଳେ ଦେଖେ ବିଯେ ଦେଯ । ମେଯେର ସୁଖେର ଜନ୍ୟଇ ଏମନ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ବିଯେର ସୁଖ ତୋ ଆର ଇଞ୍ଜିନିୟାର ବା ଡାକ୍ତାର ସ୍ଵାମୀର କାହେ ଥାକେ ନା । ସୁଖ ଦେଯାର ଏକମାତ୍ର ମାଲିକ ତୋ ଆହ୍ଲାହ ରାକୁଲ ଆଲାମିନ । ତିନି ଯାକେ ଇଚ୍ଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକେର ପ୍ରୟୋଜନ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଥାକେନ । ନିଜ ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣେ ଏକମାତ୍ର ତାର କାହୁ ଥେକେଇ ତୋ ସୁଖ ଚେଯେ ନିତେ ହ୍ୟ ସବାଇକେ ।

ବିଯେର ପର ଥେକେ ଆଜନ୍ତି ଛୟ ବହୁ ଅତିବାହିତ ହଲେଓ ସାହେରାର ସଂସାରେ ଆସେନି କୋନୋ ସୁଖ, ନେଇ କୋନୋ ଶାନ୍ତି । ଆଜନ୍ତି କୋନୋଦିନ ଶୁନତେ ପାଯନି ସ୍ଵାମୀର ମୁଖେର କୋନୋ ଆବେଗ ମାଖାନୋ ବୁଲି । ଏଇ ଛ୍ୟ ବହୁରେର ଜୀବନେ ସାହେରା ପେଯେଛେ ଶୁଦ୍ଧ ଇଟ ପାଟକେଳ ଛୋଡ଼ାର ମତନ ହାଜାରଟା ଦୁଃଖେର ଝାଡ଼ି, ନିର୍ଯ୍ୟାତନ ଆର ଦୁଟି ସନ୍ତାନ । ଦୁଟି ସନ୍ତାନ ଛାଡ଼ା ସାହେରାର ପାଓଯାର ମତୋ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ କିଛୁଇ ନେଇ । ବିଯେର ପର ଦିନ ଥେକେଇ ସ୍ଵାମୀ ଗାୟେ ହାତ ତୁଳତେ ଶୁରୁ କରେ । ଦୋଷେ ବିନେଦୋଷେଇ ଚଲଛେ

ତାର ଉପର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନ । ତବେ ସାହେରା ଏକଜନ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶିଳା ନେକ ନାରୀ । ସେ ଜାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ଅତି ମିଷ୍ଟି । ତାଇ ଅତି କଟେଓ ଛବ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସାଥେଇ ପାର କରେ ଦିଲୋ । ବିଯେର ପର ଦିନ ସଥନ ତାର ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରଥମ ତାର ଗାୟେ ହାତ ତୁଳେଛିଲୋ, ତଥନେ ସାହେରାର ମନେ ସ୍ଵାମୀର ପ୍ରତି କୋନୋ ଅଭିଯୋଗ ଆସେନି । ତାର ମନେ ସେଦିନ ଭାବନା ଏସେଛିଲୋ, ଆମାର ଗୁଣାହେର କାରଣେଇ ଆଜ ଆମାର ସ୍ଵାମୀ ଆମାର ଗାୟେ ହାତ ତୁଳେଛେ । ତାଇ ସ୍ଵାମୀ ଗାୟେ ହାତ ତୋଳାର ପର ଜାଯନାମାଜେ ଦାଁଡିଯେଛିଲୋ ସାହେରା; ଆର ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ନିଜ ଗୁନାହ ମାଫ ଓ ସ୍ଵାମୀର ମଙ୍ଗଲେର ଦୋୟା କରା ଶୁରୁ କରେଛିଲୋ । ଦୀର୍ଘ ମୋନାଜାତେ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ସଂସାରେର ଉନ୍ନତି ଓ ସ୍ଵାମୀର ଆୟେ ବରକତେର ଦୋୟା କରେ । ସ୍ଵାମୀ ପ୍ରତିନିଯିତଇ ଏମନଟା ଦେଖେ; ତବେ କଥନୋ ଜିଜ୍ଞେସ କରେନି ଏର କାରଣ । ଆର କୋନୋ ଦିନ ବୁଝାତେଓ ପାରେନି ଏର ମୂଳ ରହସ୍ୟ । ସ୍ଵାମୀର କୋନୋ କାଜ ସାହେରାର ଅପଛନ୍ଦ ହଲେଓ କଥନୋ ସାହେରା ପ୍ରତିବାଦ କରେନି; କାରଣ ମନେ ସ୍ଵାମୀର ପ୍ରତିବାଦ କରା ମାନେ ଆଲ୍ଲାହରଇ ପ୍ରତିବାଦ କରା । ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେଛେ, ପ୍ରଯୋଜନେ ଆଜୀବନଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବେ ତବୁଓ ସ୍ଵାମୀର ସାଥେ ଏମନ ଆଚରଣ କରବେ ନା ଯାତେ ସ୍ଵାମୀ ଅସମ୍ଭଷ୍ଟ ହୟ ତାର ଉପର । ତାର ସ୍ଵାମୀର ଅସାଧୁ ଆଚରଣେର ଜନ୍ୟ ଯତବାର ନା ସ୍ଵାମୀକେ ବୁଝିଯେଛେ ତାର ଥେକେ ବେଶ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ କେଂଦ୍ରେ ସାହେରା, କାରଣ ସ୍ଵାମୀକେ ସେ ପରିବର୍ତନ କରତେ ପାରବେନା । ଏକମାତ୍ର ଆଲ୍ଲାହଇ ପାରବେନ ତାର ସ୍ଵାମୀକେ ଖୋଦାଭିତିର ପଥେ ଆନତେ । ସାହେରାର ସେଥାନେ ବିଯେ ହେବେଳେ ଚର ଅଞ୍ଚଳ ହେଲୁଯାଇ ସେଥାନେ ଏଥନୋ ବୈଦ୍ୟତିକ ସୁବିଧା ଚାଲୁ ହୟନି । କୋନୋ ଫ୍ୟାନ ବା ବାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସେଥାନେ ।

ଶ୍ରୀମ୍ଭାଗିତାର କୋନୋ ଏକରାତ । ହଠାତ୍ ଚାରିଦିକିକେ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ଝଡ଼ ଶୁରୁ ହୟ । ଝଡ଼ର ତିର୍ବତାଯ ଲଭଭଭ ହୟେ ଯାଯ ଅନେକେର ବାଡ଼ି ଘର । ହାଜାର ଫୁଟ ଦୂରେ ଛଢିଯେ ଛିଟିଯେ ପରେ ଅନେକେର ଟିନେର ଚାଲ । ଅନେକ ଗାଛ ପାଲା ଭେଜେ

ଚର୍ଣ୍ଣ ହୟେ ଯାଯ୍, ବିଲିନ ହୟେ ଯାଯ୍ ଅନେକେର ହାଁସ ମୁରଗିର ପାଳ । କିନ୍ତୁ
ସାହେରାର ଶ୍ଵଶୁର ବାଡ଼ିର ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ରକମ । ଆଲ୍ଲାହର କୁଦରତ ଆଲ୍ଲାହ
ପ୍ରକାଶ କରଲେନ ସାହେରାର ଶ୍ଵଶୁର ବାଡ଼ିର ଉପର । ରାତେ ତାରା ବୁଝତେଇ
ପାରେନି ଯେ, ଗ୍ରାମେର ଉପର ଦିଯେ ଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହିଛେ । ସକାଳେ ଘୁମ
ଥେକେ ଉଠେ ତବେଇ ଜାନତେ ପାରେ ବିଷୟଟି । ଦୁଃଖେର ଏସମୟେ ଖବର ନିତେ
ଛୁଟେ ଆସେ ଆଶପାଶ ଥେକେ ହାଜାର ମାନୁଷ । ସାହେରାଦେର ସର-ବାଡ଼ି ଦେଖେ
ସବାଇ ଅବାକ ।

ଆଲ୍ଲାହର କୁଦରତ ଦେଖେ ମାନୁଷ ତୋ ଅବାକ ହବେଇ । ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀର ମନେ
ବିଷୟଟି ଦାଗ କାଟେ, କେନ ଏମନ ହଲୋ? ସବାର ଏହେନ ପରିଷ୍ଠିତେ ଆଲ୍ଲାହ
କେନ ଏକମାତ୍ର ତାକେଇ ବାଁଚିଯେ ଦିଲେନ? କେନ ଏକମାତ୍ର ତାର ବାଡ଼ିଟି
ଛାଡ଼ା ସାରା ଗ୍ରାମ ଲନ୍ଡ-ଭନ୍ଡ ଆଜ? ଆଲ୍ଲାହ ଚାଇଲେଇ ତାର ବାଡ଼ିଟିଓ
ଉଡ଼ିଯେ ଦିତେ ପାରତେନ; କିନ୍ତୁ କେନ ଦିଲେନ ନା? ପ୍ରଶ୍ନଗୁଲୋର ଉତ୍ତର
ଖୁଜିତେ ଶୁରୁ କରେ ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀ । ଖୁଜେ ପାଯ ଖୁବ ସହଜେଇ, ଏର କାରଣ
ଅବଶ୍ୟଇ ସେ ନଯ । ସେ କୀଭାବେ ନିଜେକେ ଆଶା କରତେ ପାରେ? ସାଙ୍ଗାହିକ
ଜୁମାର ନାମାଜଟାଓତୋ ଅନେକ ସମୟ ମିସ ଦେଯ । ପାଂଚ ଓୟାକ୍ତ ନାମାଜ
ବହୁତ ଦୂର କୀ ବାତ ହାଯ । ଆଲ୍ଲାହର ଏମନ କାରାମାତ ପ୍ରଦର୍ଶନେର ଏକମାତ୍ର
ଉସିଲା ତାର ସ୍ତ୍ରୀଇ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସାହେରା ମଧ୍ୟରାତି ତାହାଜ୍ଞୁଦ ପଡ଼େ ଯା ତାର
ସ୍ଵାମୀର ଥାଯଇ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଅଛେ । ଆଜ ଏମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀର ମନ
ଯେନ ଖୁଶିତେ ଭେସେ ବେଡ଼ାତେ ଇଚ୍ଛେ କରାନ୍ତେ । କାରଣ “ଆଲ୍ଲାହ ଯାକେ ଇଚ୍ଛା
ହେଦ୍ୟାତ ଦାନ କରେନ ଆବାର ଯାକେ ଇଚ୍ଛା ପଦ୍ଭବ୍ସ କରେନ” । ଆଲ୍ଲାହ ତାର
ଜନ୍ୟ ଏମନ ସ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଧାରଣ କରାଯ ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀ ମନ ଖୁଲେ ଆଲ୍ଲାହର
ଦରବାରେ ଶୁକରିଯା ଆଦାୟ କରେ ।

ତଥନ ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀର ସ୍ମୃତିପଟେ ଭେସେ ଉଠେ ତିନ ମାସ ଆଗେର ଏକଟି
ଘଟନା । ମନ ପାଡ଼ାଯ ଭେସେ ଉଠେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟପଟ । ସାଥେ ସାଥେଇ ଶିଉରେ
ଉଠେ ତାର ଆପାଦମନ୍ତକ । କୀ ହୟେଛିଲୋ ସେଦିନ?

সেদিন ছিল শুক্রবার। সাহেরা স্বামীকে জুমু'আর নামাজে মসজিদে
উপস্থিত হতে বলায় সন্তানদের সামনেই খুব প্রহার করেছিলো তাকে।
প্রচণ্ড হৃষকি ধর্মকি আর তালাকের ভয়ও দেখিয়ে ছিল সাহেরাকে।
সেদিনই প্রথম এবং শেষবারের মত সাহেরা কথা বলেছিলো স্বামীর
উপর। সাহেরা কেঁদে কেঁদে বলেছিলো, আমি এখনই গিয়ে আপনার
বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো।

সাহেরার শরীরে তখন নির্যাতনের ছাপ। তাই তার স্বামী ভীত হয়ে
গেলো; আর বললো, তোমাকে কে বললো যে, আমি তোমাকে এখন
যেতে দেবো? সাহেরা উত্তর করে, আপনি দরজা বন্ধ করবেন, আপনি
কী জানালাগুলোও বন্ধ করে দিবেন? তখন সে আশ্চর্য হয়ে বলেছিলো,
তবে তুমি কী করবে? কীভাবে অভিযোগ করবে, যদি তুমি না যেতে
পারো? জানালা দিয়ে তো আর বাহিরে যেতে পারবে না। সাহেরা
প্রতুত্তরে বলেছিলো যে, আমি যোগাযোগ করবো।

সে তখন অট্টহাসির জাল মুখে টেনে বলেছিলো, তোমার ও ঘরের যতগুলো মোবাইল রয়েছে সবগুলোই এখন আমার হাতে। সুতরাং তোমার যা ইচ্ছা করো। এরপর সাহেরা বাথরুমে প্রবেশ করে; আর তার স্বামী ভয়ে ভাবলো, হয়তো বাথরুমের কোথাও ফাঁকা আছে, যা দিয়ে সাহেরা বাহিরে বের হয়ে যেতে পারে। তাই সে বাথরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে পাহাড়া দিচ্ছিলো। বেশ কিছুক্ষণ পর সাহেরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো। সাহেরার হাতে মুখে অজুর পানি চমকাচ্ছে। বাথরুম থেকে বের হয়ে সাহেরা তার স্বামীকে বলেছিলো, আমি এখনই তার কাছে অভিযোগ করবো যার জন্যই সৃষ্টি আমার এই প্রাণ। আপনার দরজা জানালা মোবাইল যা আপনি মুষ্টিমেয় করেছেন, এগুলোর কিছুই আমার লাগবেনা। তার দরজা হরহামেশাই খোলা।

କଥାଗୁଲୋ ଶୁଣେ ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀ ନିଶ୍ଚପ ବନେ ଗିଯେଛିଲୋ ସେଦିନ ।
ସାହେରା ଜାଯନାମାଜେ ନାମାଜ ଆଦାୟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଯେ ଗେଲୋ ।

ସେଦିନ ସେ ସିଜଦା ଅନେକ ଦୀର୍ଘ କରେଛିଲୋ । ମୁନାଜାତେ ତେଲେ ଦିଯେଛିଲୋ ଖୋଦାର ଦରବାରେ ଚକ୍ଷୁଶ୍ରୁତ । ଆଜ ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀର ସ୍ମୃତିଜୁଡ଼େ ଭେସେ ଉଠେଛେ ସେଇ ସ୍ମୃତିପଟ । ସେଦିନେର କରା ନିଜ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନେର ଜନ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ପାଯେ ଘରେ ଗେଲୋ ସେ, ଘରେ ପ୍ରବେଶେର ପର ସାହେରାକେ ଆଜଓ ସେଦିନେର ମତ ମୁନାଜାତରତ ଦେଖିଲୋ । ସ୍ଵାମୀ ସାହେରାକେ ଏଭାବେ ଦେଖେ ସାହେରାର ମୁନାଜାତରତ ହାତ ଚେପେ ଧରେ ମୁଖେ କାନ୍ନାର ଗୋଙ୍ଗାନୋ ଶବ୍ଦ ଜଡ଼ିଯେ ବଲିଲୋ, ଏତ ବହୁ ଯେ ଆମାର ଜନ୍ୟ ବଦ-ଦୋୟା କରେଛୋ ତାତେ କୀ ଯଥେଷ୍ଟ ହୟନି? ଏଭାବେ ଆମାର ଜନ୍ୟ ଆର କତ ବଦ-ଦୋୟା କରବେ ତୁମି? ସାହେରା ପ୍ରତୁତରେ ବଲିଲୋ, ଆପନି ଏତ ବହୁ ଆମାର ସାଥେ ଯା କରେଛେ ତା କୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନଯ? ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀ ବଲିଲୋ, ଖୋଦାର କସମ ଆମି ଏତଦିନ ଯା କରେଛି ଦ୍ଵୀନ ନା ବୁଝାର କାରଣେଇ କରେଛି, ତବେ ଆଜ ଆଜ୍ଞାହ ଆମାର ଅନ୍ତରେ ସେଇ ବୁଝ ଦିଯେଛେନ । ତୁମି କୀ ଆମାଯ ଦ୍ଵୀନେର ବ୍ୟାପାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରବେ? ଆର ଆମାର ଜନ୍ୟ ବଦ-ଦୋୟା କରା ବନ୍ଧ କରବେ?

ସ୍ଵାମୀର ଏମନ କଥାଯ ସାହେରାର ଚୋଖେର ଯେଇ ପାନି ଏତକ୍ଷଣ ଚୋଖେର ସୀମାନା ପେରିଯେ ବେର ହତେ ଚାହିଲୋ ସେଗୁଲୋକେ ଆର ଧରେ ରାଖା ଗେଲୋ ନା । ଅଞ୍ଚଗୁଲୋ ଗଲିତ ହୀରାର ମତ ଗଡ଼ିଯେ ଚୋଖେର ସୀମାନା ପେରିଯେ ଗାଲ ବେଯେ ବୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୌଛେ ଗେଲୋ । ଆଜକେର ଏଇ କାନ୍ନା କୋନୋ ଦୁଃଖେର କାନ୍ନା ନଯ, ଏ ଯେନ ସ୍ଵର୍ଗସୁଖେର କାନ୍ନା । ଏ ଯେନ ହାରିଯେ ଯାଓଯା ଭାଲୋବାସାର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ।

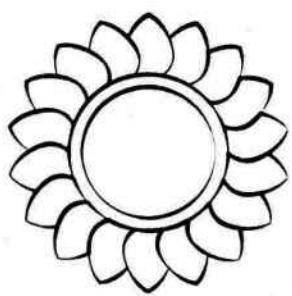
ସାହେରା ସ୍ଵାମୀକେ ବଲିଲୋ, ଆମି କୀ ବୋକା? ଯେ ଆପନାର ଜନ୍ୟ ବଦ-ଦୋୟା କରବୋ? ଆମି ତୋ ଉପର ଓୟାଲାର ନିକଟ ଏମନଇ ଏକଟି ଦିନେର ଜନ୍ୟ ଦୋୟା କରତାମ । ଆଜ୍ଞାହ ହୟତୋ ଆମାର ଦୋୟା କବୁଲ କରେ



ଆପନାକେ ଦ୍ୱୀନ ବୁଝାର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଦିଯେଛେନ । ଆମି କିଭାବେ
ଆପନାର ଜନ୍ୟ ବଦ-ଦୋୟା କରି ପ୍ରିୟ ସ୍ଵାମୀ ଆମାର? ଆମି ତୋ ବଦ-ଦୋୟା
କରେଛି ଶୟତାନେର ଜନ୍ୟ । ଆପନିଇ ତୋ ଆମାର ମାଥାର ମୁକୁଟ, ଯେଇ
ମୁକୁଟ ମାଥାଯ ରେଖେ ଆଜ ଆମି ରାନୀ । ଆସୁନ ଆମରା ଏକସାଥେ ଆଳ୍ଲାହର
ଦରବାରେ ହାଜିରା ଦିଇ ।

କଥାଗୁଲୋ ଶୁଣେ ସାହେରାର ସ୍ଵାମୀର ଚୋଖ ଥେକେ ଅଞ୍ଚଳ ବରତେ ଶୁରୁ
କରଲୋ । ଉଭୟଙ୍କ କାନ୍ଧା ଝରା ଚୋଖ ନିଯେ ଜାଯନାମାଜେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଗେଲୋ ।
ପରକ୍ଷଗେ ଦୁ'ଜନ ମିଲେ ଏକସାଥେ ଆଳ୍ଲାହର ଶୁକରିଯାଯ ବ୍ୟନ୍ତ ହେୟ ଗେଲୋ ।
“ସ୍ଵାମୀକେ ଶାଯେଷ୍ଟା କରତେ ଜୋର କରେ ନୟ ଭାଲୋବେସେ କରନ । ଅତି
ସହଜେଇ ସଫଳ ହବେନ ।”





সহশিক্ষা

বর্তমান সময় ধর্ষণ আমাদের ছোট বড় সকলের কাছেই খুব একটা অপরিচিত শব্দ নয়, সবাই আজ এই শব্দটির সাথে পরিচিত। কারণ সমাজ ও রাষ্ট্রের দুরাবস্থাই বুড়ো-লেদা সবাইকে এই শব্দের সাথে পরিচিত করে দিয়েছে। আজ ডিজিটাল বাংলার যেই নকশা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা হয়তো আমাদের কারোরই কাম্য ছিলো না। বা হয়তো আমরা অনেকেই সেটা কখনো আশা করতে পারিনি। এমন ডিজিটাল সমাজের মুক্ত বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে হাজারো ধর্ষক, যাদের বিচার এই সমাজ বা রাষ্ট্র করছেনা; তবে কী এটিই ছিল দেশকে ডিজিটাল করার নেপথ্যে। অথচ ধর্ষিতার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে রয়েছে লাঞ্চনার ব্যবস্থা। কোন নীল নকশা হাতে চলছে এ দেশ? আসলে ধর্ষণ খুবই ছোট শব্দ, তবে তার প্রতিক্রিয়া অনেক বড়। ধর্ষকের শাস্তি কুরআন মাফিক হলে অনেক আগেই সবাই এই শব্দকে ভুলে যেতো; কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র প্রধানদের নীল নকশাই তো এটা, তবে শাস্তি হবে কী করে? তিন বন্ধুর একত্রে বৈঠকে কথাগুলো বলছিলো আঃ রহমান। বৈঠকের অন্যান্য সদস্য দু-জন হচ্ছে সাঈদ ও

সাগীর। সাগীরের ছোট বোন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। গত ২৪-
শে জুন ঢাকার এক নামি-দামী কলেজে তাকে ঘোন হেনস্থা করে
তারই সহপাঠি ও উচ্চ পদস্থ সংসদ সদস্যের ছেলে মাহিন। আজ এক
বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েগেছে। অদ্যবধি কোনো ধরনের
আইনি সমস্যায় পড়েনি মাহিন। বাবার ক্ষমতার দাপটে আর আইনের
এমন সুযোগ হাতে পেলে এমন অজন্মা সন্তানেরা যা করে থাকে তাই
করছে মাহিনের মত অনেকে। সেটাই চলছে আজ এই সমাজে। বলার
কেউ নেই কারো জন্য বা শোনারও সময় নেই কারো কথা। তার মধ্যে
মেয়ে যদি চলে ফ্যাশন ডিজাইন অনুসরণ করে তবে তো হলোই।

আঃ রহমান অনেক আগ থেকেই সাগীরকে তার বোনের ব্যাপারে
সাবধান করেছে। তার বোনের উগ্র পোশাক আর উড়ট চলাফেরা
সর্বপ্রথম তার ধর্ষণের জন্য দায়ী, পর মুহূর্তে এর জন্য দায়ী হচ্ছে
চলমান সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থা। অনেক নারীবাদী এর
জন্য পুরুষ মানুষকে দোষারোপ করে থাকে। এমন কথাও বলতে
শুনেছি আমি যে, পুরুষ মানুষ নিজেদের ন্যাচার কেন বদলায় না?
অথচ আল্লাহ মেয়েদেরকে নিম্নমুখী হতে বলেছেন। রাস্তা ঘাটে
আমেরিকান স্টাইলে চলাফেরা করে ধর্ষিতা হয়ে বিচার কামনা করতুক
যুক্তিযুক্ত? আমি পুরুষদেরকে একবাক্যে দোষ থেকে মুক্ত করবোনা।
পুরুষদেরও দোষ রয়েছে, যা সমাজবাদী পুরুষদের বলা যেতে পারে।
কারণ তারাই ধর্ষণের মূল হোতা। এক হজুর শুধু মেয়েদেরকে
তেতুলের সাথে তুলনা করায় যাদের শরীরের প্রতিটা পশমে কাটা
বিধেছে সেসব পুরুষরাই এর জন্য দায়ী। ওইসব পুরুষরাই আজ
সমাজে বন্দির হাওয়া ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

ଅନେକେଇ ଆବାର ବଲେ ବେଡ଼ାୟ, ଏଥିନ ତୋ ଆମରା ଦେଖି ଛୋଟ ଶିଖ,
ମଦ୍ରାସାର ଛାତ୍ରୀ ଯାରା ହରହାମେଶା ସାରା ଶରୀର ଢକେ ରାଖେ ତାରାଓ ଧର୍ଷିତ
ହଚେ । ତାଦେର ବ୍ୟାପାରେ କୀ ବଲବୋ?

ହୁମ, ଆସଲେଇ ତୋ! ତାଦେର ବ୍ୟାପାରଟା କି?

ଆରେ ଭାଇ! ବାଁଧ ଯଥିନ ଭେଙେ ଯାଯ ତଥିନ ସବଖାନ ଦିଯେଇ ପାନି ବେର ହତେ
ଥାକେ । ଯଥିନ ସମାଜେ ଦେଖା ଯାଯ ଏର କୋନୋ ବିଚାର ହୟ ନା, ତଥିନ ତୋ
ଏହି ନାରୀବାଦୀ ସମାଜ ଯାକେ ଯେଭାବେ ଇଚ୍ଛେ ସେଭାବେଇ ବ୍ୟବହାର କରବେ,
ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଁଯାର କୀ ଆଛେ? ଉଲ୍ଟୋ ତାରା ବୁଝିତେ ପେରେଛେ, ମଦ୍ରାସା
ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଦେର ସାଥେ ଏମନ ବିହ୍ୟାଭ କରେ ଆରୋ ସହଜେଇ ପାର ପାଓଯା
ଯାଯ । ଭେବେ ଦେଖୁନ ବିଷୟଟି, ପୁରୁଷଦେର ଆଲ୍ଲାହ ବାନିଯେଛେନେଇ ଉତ୍ତେଜନା
ଦିଯେ । ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ଉତ୍ତବାଦୀ ମେଯେଦେର ଦେଖିଲେ ଉତ୍ତେଜନା ଆସେ; ଆର ତଥିନଇ
ଧର୍ଷିତା ହୟ ନାରୀ । ଏଥିନ ନାରୀବାଦୀରା ବଲେ ଛେଲେରା ଉତ୍ତେଜିତ ହୟ କେନ?

ଆରେ ଭାଇ! ଆଲ୍ଲାହଇ ତୋ ଛେଲେଦେରକେ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଏଭାବେ । ସେହି
ବିଷୟଟା ଶଫୀ ହୁରୁର ଉଦାହରଣ ଦିତେ ଗିଯେ ବଲେଛେନ ଯେ, ମେଯେରା ଯଦି
ପର୍ଦାୟ ଚଲେ ଆସେ ତବେ ଧର୍ଷଣେର ହାର କମବେ ଆର ବିଚାର ବିଭାଗ ଯଦି
ଠିକ ମତ ବିଚାର କରେ ତବେ ଧର୍ଷଣେର ହାର ପୁରୋପୁରି ନିଃଶେଷ ହୟେ ଯାବେ ।

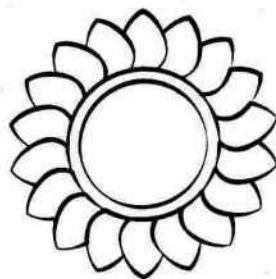
ଆଗାମୀ ଚାର ମାସ ପର ସାଗୀରେର ବୋନ ଲିମାର ବିଯେର ଡେଟ ଫାଇନାଲ
ଛିଲ । ଦାମୀ ସେନ୍ଟାର ବୁକିଂ ଦେଯା ହେଁଯେ ଆପଯାଇନେର ଜନ୍ୟ । ଏଇଇ ମଧ୍ୟେ
ଘଟେଛେ ଏମନ ଘଟନା । କାର୍ଡ ଦିଯେ ଦେଯା ହେଁଯେ କାହେ ଦୂରେର ସବ
ସ୍ଵଜନଦେର । ଏମନ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଛେଲେ ପକ୍ଷ ଘଟନାର ସତ୍ୟତା ଯାଚାଇ କରେ ବିଯେ
କ୍ୟାନ୍‌ସେଲ କରେ ଦିଯେଛେ । ଏହି ନିଯେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାୟ ସାଗୀରେର ବାବା ମା । ଏମନ
ପରିହିତିର ଜନ୍ୟ ଏଥିନ ଛେଲେର ବାବା ମାଓ ମେଯେର ଏମନ ଉତ୍ତ
ଚଳାଫେରାକେଇ ଦାଯୀ କରଛେନ ।

আহ! আমরা কোন গ্রহে আছি? যে ছেলেটি ধর্ষণ করেছে সে অন্ন
কিছুদিন পর অন্য আরেকজনের সাথে এমনই করবে, ভেঙে যাবে
তারও বিয়ে। তখন সমাজ সেই মেয়েকেই দুষবে, ছেলেটি থাকবে
নিষ্পাপ। আবার ভুলে যাবে সবাই এই কীর্তকলাপ, হারিয়ে যাবে
মেয়েটির জীবন। মা বাবা চাইলে হয়তো মেয়েদের এমন কুরুচিপূর্ণ
শিক্ষা না দিয়ে ইসলামী শিক্ষা দিতে পারতেন; কিন্তু আমরা তো
অন্যের দোষচর্চায় ব্যস্ত সময় পার করি, নিজের জন্য সময় কোথায়?

নিজেকে নিয়ে ভাবুন, সন্তানের জন্য ভাবুন, যেভাবে আপনাদের বাবা
মা আপনাদের জন্য ভেবেছেন। সন্তানকে ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী করুন,
তবে দেখবেন সমাজ আবারো খলিফাদের যুগ হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ ঘটনাটি সত্য তবে নাম ও কাল কাল্পনিক। এর জন্য অন্যতম
দায়ী বর্তমান সহশিক্ষা ব্যবস্থা, এই শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই ছেলে
মেয়েরা খুব সহজেই একে অপরের কাছাকাছি হতে পারছে।





ଦୀନଦାର

সବେମାତ୍ର କ'ମାସ ହଲୋ ମାରିଯାର ବିଯେର । ସ୍ଵାମୀର କାଜେର ସୁବାଦେ ବଚର ପେରୋନୋର ଆଗେଇ ଶୁଣି ବାଡ଼ି ଛେଡେ ସ୍ଵାମୀର କର୍ମଶ୍ଳେର କାହାକାହି ଏକଟି ବାସାୟ ଉଠେ ମାରିଯାରା । ଶୁଣି ବାଡ଼ିତେ ପରିବାରେର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବେଶି ହଲେଓ ଏଥିନ ମାରିଯାର ସଂସାରେ ସେ ଓ ତାର ସ୍ଵାମୀ ଛାଡ଼ା ଆର କେଉ ନେଇ । ଏକ କଥାଯ ଟୁନା ଟୁନିର ସଂସାର ବଲା ଯେତେ ପାରେ । ଟୁନା ଟୁନିର ଟୁନଟୁନ ସଂସାରେ ମହବତେର ଲେଶ ରଯେଛେ ଖୁବ । ଜୀବନ ଯେନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହୁୟେ ଉଠିଛେ ଅନେକଟା, ଯା ମାରିଯା ଶୁଣି ବାଡ଼ିତେ ଥାକତେ ବୁଝାତେ ପାରେନି । ତବୁଓ କୀ ଯେନ ଏକଟା ଶୁଣ୍ୟତା ନିଜେର ମାଝେ ବିରାଜ କରଛେ ସବସମୟ ସେ ତା କିଛିତେଇ ଖୁଁଜେ ପାଚେନା । ଭାବତେଓ ପାରଛେ ନା, କୀ ଯେନ ନେଇ!! ତାରା ଯେଇ ବାଡ଼ିତେ ଉଠିଛେ ସେଇ ବାଡ଼ିଓୟାଲୀ ଖୁବ ଭାଲୋ ଏକଜନ ଧାର୍ମିକ ମହିଳା । ମାରିଯାକେ ଖୁବ ସହଜେଇ ଆପନ କରେ ନିଯେଛେନ । ଦେଖିଛେନେଓ ନିଜେର ମେଯେଦେର ନଜରେ । ସାରା ଦିନ ମାରିଯା ଏକାଇ ବାସାୟ ଥାକେ, ତାଇ ବାଡ଼ିଓୟାଲୀ ମହିଳା ନିଜେର ମେଯେଦେର ମତ ମାରିଯାରେ ଖୋଜ-ଖବର କରେନ । ମାରିଯାର ବାଡ଼ିଓୟାଲୀର ମନ-ମାନସିକତା ଧାର୍ମିକ ହୋଯାଯ ସଞ୍ଚାହେ ଏକଦିନ ତାର ବାଡ଼ିତେ ଶୁଦ୍ଧ ବାଡ଼ିର ମହିଳାଦେର ନିଯେ ତାଲିମେର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ହୟ । ମାରିଯା ତାଲିମେ ଉପସ୍ଥିତ ହୟ

নিয়মিত। সেখানে গিয়ে অনেক নতুন বিষয় জানতে পেরেছে, যা সে এর আগে জানতো না।

সেদিন মারিয়া ও তার স্বামীর মাঝে কোনো এক বিষয় নিয়ে মনোমালিন্যতা হয়। যার দরুণ স্বামী বাসা থেকে রেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে সারা দিন তার মনটা ভীষণ ভার হয়ে আছে। বাড়ীওয়ালী মারিয়ার এহেন অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে মারিয়া তার কাছে তাদের মন-মালিন্যতার বিষয়টি জানায়। “দ্বীনদারের কথা হয় দিনের আলোর মত পরিষ্কার, আর বে-দ্বীনের ভাষা হয় অন্ধকার”। মহিলাটি মারিয়াকে বললো,

দেখো মা! তোমাদের কী ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্যতা হয়েছে তা আমি জানতে চাইবো না; তবে তুমি অনুমতি দিলে আমি তোমায় কিছু কথা বলতে চাই।

উৎসাহ ভরা কঠে প্রতুত্তর করলো মারিয়া।

: অবশ্যই আন্তি, বলবেন না কেন? আমি তো আপনার মেয়েরই মত, তাই না? অনুমতি পেয়ে মহিলা বলতে শুরু করলো,

: মা রে! যদি কোনো সংসারে স্বামী দ্বীনদার আর স্ত্রী বে-দ্বীন হয় তবে দেখা যায় সেই সংসারে অশান্তি। যেমন, স্বামী-স্ত্রী কোথাও যাবে, স্বামী চাইছে স্ত্রী ধর্মীয় পোশাকে যাবে আর স্ত্রী চাইছে বিধর্মীদের অনুসরণ করতে, এমতাবস্থায় অশান্তি নিশ্চিত।

অনুরূপ স্বামী যদি বে-দ্বীন হয় আর স্ত্রী দ্বীনদার, তবে সমস্যা হবে একই রকম। আর যদি উভয়ই দুনিয়াদার হয়, তবে দুনিয়াদারদের মত কেউ কাউকে ছাড় দিবে না। কথার অমিল হলেই তর্ক্যুদ্ধ শুরু হবে স্বামী স্ত্রীর মাঝে। কারণ দুনিয়াদার মানুষ সব এমনই হয়ে থাকে। আর আল্লাহর অশেষ রহমতে যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়ই দ্বীনদার

ହୁଯ; ତବେ ଉଭୟର ମାଧ୍ୟେ ଛାଡ଼ ଦେଓଯାର ମାନସିକତା ଥାକେ । କଖନୋ
କୋନୋ ବିଷୟେ ମନେର ଅମିଲ ହଲେ ଶ୍ରୀର ଭାଲୋବାସାୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମନ-
ମାଲିନ୍ୟତାଙ୍ଗଲୋ ଭାଲୋବାସାୟ ବଦଳେ ଯାଯ ।

ଧରୋ, ସ୍ଵାମୀ-ଶ୍ରୀ କୋଥାଓ ଯାବେ । ଉଭୟଇ ଯଦି ବେ-ଦ୍ଵୀନ ହୟ ତବେ ତୋ ଶ୍ରୀ
ପର୍ଦା କରବେ ନା । ତାଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନିଯେ ମେକଆପ କରବେ ସେ । ନିଜେକେ
ମେଲେ ଧରବେ ପୃଥିବୀର ଦରବାରେ । ସବାଇକେ ଦେଖାବେ ନିଜେର ରୂପ ଲାବନ୍ୟ ।
ତାରପର ଅର୍ନାମେନ୍ଟସ ମେଚ କରେ ଶ୍ଲିଭଲେସ ଟପସେର ସାଥେ ଜିଲ୍ ପଡ଼େ
ସ୍ଵାମୀକେ ବଲଲୋ, ଚଲୋ ଏବାର ବେରୋଇ ।

ଯେହେତୁ ସ୍ଵାମୀ ଦୁନିଆଦାର, ତାଇ ଶ୍ରୀର ଏମନ ସାଜେ ମୁଞ୍ଚ ହୟେ ଏକଟୁ
ରୋମାନ୍ତିକତାର ଛଲେ ବଲଲୋ, ବାହ! ଆଜତୋ ଆମାର ବୁଟାକେ ପରୀର
ମତ ଲାଗଛେ । ଏମନ କମେନ୍ଟ ଶୁଣେ ଦୁନିଆଦାର ଶ୍ରୀର ଉତ୍ତର ଦିଲୋ, ଆମି
ଛୋଟ ଥେକେଇ ପରୀର ମତ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୋମାର ଚୌଦ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀର ଭାଗ୍ୟ ଯେ,
ଆମାର ମତ ସୁନ୍ଦରୀ ବଟ ପେଯେଛୋ । ସ୍ଵାମୀ ତଥନ ଉତ୍ତେଜିତ ସ୍ଵରେ ବଲଲୋ,
ଏହି! ତୁମି ଆମାର ବଂଶ ନିଯେ କଥା ବଲଲା କେନ? ତୋମାର ଚୌଦ୍ଦ ଗୋଷ୍ଠୀର
ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମାର ମତ ହ୍ୟାଙ୍କସାମ ଡ୍ୟାଶିଂ ବର ପେଯେଛେ ।

ବ୍ୟାସ! ବେଧେ ଗେଲୋ ଝଗଡ଼ା, ଏମନ ଛୋଟ ବିଷୟଙ୍ଗଲୋ ଦିଯେ କତ ହାଜାର
ପରିବାର ରଯେଛେ ଯାଦେର ସଂସାରଇ ଭେଦେ ଗେଛେ । ସଂସାରେର ଉଭୟେଇ ଯଦି
ଦୁନିଆଦାର ହୟ ତବେ ସେଖାନେ ଆର ଯାଇ ଥାକୁକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବା ସମ୍ମାନ ଥାକେ
ନା । ଏରା ଦୁନିଆର କାହେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହତେ ହତେ ଏକେ ଅପରେର କାହେ
ଥେକେ ବିକର୍ଷିତ ହୟେ ଯାଯ । ଆର ଯଦି ଉଭୟେଇ ଦ୍ଵୀନଦାର ହୟ ତବେ ଶ୍ରୀ
ରେଡ଼ି ହତେ ପାଁଚ ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ; କାରଣ ତାର ତୋ ପୃଥିବୀକେ
ଦେଖାନୋର ଜନ୍ୟ ସାଜତେ ହବେ ନା । ଝଟପଟ ତୈରୀ ହୟେ ବେର ହୟେ ଯାଯ
ନିଜେଦେର କାଜେ । ଉଭୟେଇ ଉଭୟର ପ୍ରତି ଥାକେ ତୀବ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ
ସମ୍ମାନବୋଧ ।

ମନେ ରେଖୋ ମା,

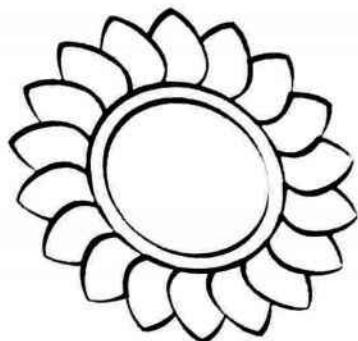
ଏକଜନ ନାରୀ ଚାଇଲେଇ ତାର ସ୍ଵାମୀକେ ଜାଗ୍ରାତି କରତେ ପାରେ ଆବାର ଜାହାନାମୀଓ କରତେ ପାରେ । ଯା ଏକଜନ ସ୍ଵାମୀ ଚାଇଲେ ଖୁବ ସହଜେ ପାରବେ ନା । ତୁମି ଯଦି ତୋମାର ସ୍ଵାମୀକେ ଜାଗ୍ରାତୀ ଏବଂ ପରିବାରକେ ଜାଗ୍ରାତେର ଟୁକରୋ ବାନାତେ ଚାଓ ତବେ କଯେକଟି ବିଷୟେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଏ ।

ତୋମାର ଯେବେ ବିଷୟ ଦେଖିଲେ ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ଦେହ-ମନ ପରିବର୍ତ୍ତି ହତେ ପାରେ, ସେବ ବିଷୟ ନିଜେର ଦେହ-ମନ ଥିକେ ଝୋରେ ଫେଲେ ଦାଓ, ସେଣ୍ଠଳୋ ପରିତ୍ୟାଗ କରୋ । ତାକେ ବଲୋ, ସେ ଏକଜନ ଭାଲୋ ମାନୁଷ । ଶୁଧୁମାତ୍ର ଏହି କଥାଟି ବଲାର କାରଣେ ତୋମାଦେର ମାଝେ ମନୋମାଲିନ୍ୟତା ହବେ ନା । ଛୋଟ ଏକଟି କଥା ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବାଡ଼ିଯେ ଦିବେ ଦିଗ୍ନନ । ତାର ଦୋଷଣ୍ଠଳୋ ସରାସରି ଉପସ୍ଥାପନ ନା କରେ କୌଶଳେ ବଲୋ । ପ୍ରୋଜନେ ପରାମର୍ଶେର ଛଲେ ବୁଝାଓ । କୋନୋ ବିଷୟେଇ ତାର ଉପର ମାନସିକ ଚାପ ଦିଓ ନା । ସମୟ ପେଲେ କୋନୋ ଭାଲୋ ବଇ ତାର ହାତେ ତୁଲେ ଦିଯେ ପାଶେ ବସେ ତୁମି ଆରେକଟି ବଇ ପଡ଼ୋ, ଏତେ ସେ ବହିଟିତେ ନଜର ଦିବେ । ତାର ହାତେର କାହେଇ ଭାଲୋ ବଇପତ୍ର ରାଖୋ, ତବେ ତାକେ ପଡ଼ିବେ ବଲବେନା । ତୋମାର ଭାଲୋବାସାଣ୍ଠଳୋ ବଲେ ନଯ, କାଜେ ପ୍ରମାଣ ଦାଓ । ଯେମନ, ସେ ଟ୍ୟଲେଟ୍ ଭାଲୋବାସାଣ୍ଠଳୋ ଥିଲେ ନଯ, କାଜେ ପ୍ରମାଣ ଦାଓ । ଏଣେକ କଥା କିମ୍ବା ହାତେ ପାନିର ଥାର୍ମ ତୁଲେ ଦେଯା, ବାହିର ଥିକେ ଏଲେ ତାର ହାତେ ପାନିର ଥାର୍ମ ତୁଲେ ଦେଯା । ଏଣେକ ଅତି ସାଧାରଣ ବିଷୟ; କିମ୍ବା ବିଷୟଣ୍ଠଳୋର ଶକ୍ତି ଅନେକ । ଏଇ କାରଣେ ତୋମାର ପ୍ରତି ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ବିଷୟଣ୍ଠଳୋର ଶକ୍ତି ଅନେକ । ଏଇ କାରଣେ ତୋମାର ପ୍ରତି ତୋମାର ସ୍ଵାମୀର ବିଷୟଣ୍ଠଳୋର ଶକ୍ତି ଅନେକ । ଏଇ କାରଣେ ତୋମାର ସାଥେ ଖାରାପ ଆଚରଣ୍ୱ କରେ ତାକେ ଏଡ଼ିଯେ ଚଲୋନା । ଯଦି ସେ ତୋମାର ସାଥେ ଖାରାପ ଆଚରଣ୍ୱ କରେ ତାକେ ବୁଝାଓ, ତାକେ ଛାଡ଼ା ତବୁଓ ହାସି ମୁଖେ ତାର ସାଥେଇ ଥାକୋ । ତାକେ ବୁଝାଓ, ତାକେ ଛାଡ଼ା ତୋମାର ଆର କିଛୁଇ ଭାଲୋ ଲାଗେନା । ତାର ରାଗେର ବିଷୟଣ୍ଠଳୋ ବୁଝାତେ ଚେଷ୍ଟା କରୋ ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟଣ୍ଠଳୋତେ ସାବଧାନ ହୁଏ । ଏଇପରିବ୍ରାନ୍ତ ଯଦି କଥିନୋ ମନୋମାଲିନ୍ୟତା ହେଉଥିଲା ଯାଇ ତବେ ଆଗେ ତୁମିଇ କ୍ଷମା ଚେଯେ ନାଓ, ଯଦିଓ ଭୁଲଟା ତାରଇ ହୁଏ । ଗାଲ ଫୁଲିଯେ ଦୂରେ ଗିଯେ ବସେ ଥିଲେ ନା ।

ଶ୍ଵାମୀକେ ଦୋଷାରୋପ କରୋ ନା । ତବେ ମେଜାଜ ଠାଙ୍ଗା ହଲେ ତଥନ ବୁଝିଯେ
ବଲୋ ।

ମନେ ରାଖିବେ, ନାରୀକେ ସୃଷ୍ଟି କରା ହୟନି ପୁରୁଷେର ମାଥାର ଅଂଶ ଥେକେ,
ଯେନ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାଯ ପୁରୁଷକେ ଛାଡ଼ିଯେ ନା ଯାଯ । ପୁରୁଷେର ପାଯେର ଅଂଶ
ଥେକେ ସୃଷ୍ଟି କରା ହୟନି, ଯେନ ସେ ପୁରୁଷେର କାଛେ ଅବହେଲାର ପାତ୍ର ନା
ହୟ । ନାରୀକେ ବେର କରା ହୟେଛେ ପୁରୁଷେର ବାଁ ପାଜରେର ଅଂଶ ଥେକେ, ଯେନ
ସେ ଥାକେ ପୁରୁଷେର ବାହୁତଳେ, ହଦୟେର କାହାକାହି । ଯାତେ ତାର ଥେକେ
ଭାଲୋବାସା ନିତେଓ ପାରେ ଆବାର ଖୁବ ସହଜେ ଦିତେଓ ପାରେ । ନାରୀର
ସହ-ମର୍ମିତା ଏମନ ଏକ ଝର୍ଣ୍ଣର ଉତ୍ସରଣ ଘଟାତେ ପାରେ, ଯାର ପରଶ ପେଲେ
ଅନାୟାସେ ଗଲେ ଯାବେ ପୁରୁଷେର ମନ୍ତ୍ରିକ୍ଷ । ସେମନ; ପାନିର ଗଭୀରତା
ପାଥରକେଓ ନରମ କରେ ଫେଲେ ଏବଂ ଗଲିଯେ ଦେଇ । ଶୁଦ୍ଧ ମାତ୍ର ଏକଟୁ
କୋମଳ ପରଶେଇ ଜେଗେ ଉଠିବେ ତୋମାର ଶ୍ଵାମୀର ହଦୟ । ତାର ବିବେକ ଘୁମ
ଭାଙ୍ଗବେ । ତାର ଚେତନା ସଚେତନ ହବେ ନିଜ ସମ୍ପଦ ଓ ଭବିଷ୍ୟତେର
ଭାବନାୟ । କଥାଗୁଲୋ ମନେ ରେଖୋ ମା ଆର ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଦେଖୋ ତୋମାର
ଜୀବନେ । ଆହ୍ଲାହ ଚାହେ ତୋ ଅଛୁ ସମୟେଇ ଏର ଫଳାଫଳ ତୁମି ଭୋଗ
କରବେ ।

ଏତକ୍ଷଣ ଏକ ମନେ ମାରିଯା କଥାଗୁଲୋ ଶୁନେଛେ ଆର ନିଜେର ମାଝେ ଚେତନା
ଜାଗିଯେ ଭାବଛେ, ଆଜ ଥେକେ କଥାଗୁଲୋ ପୁରୋପୁରି ମେନେ ଚଲବେ ।



এক দিনের তাবলীগ

ফাহিম যুগের সাথে তাল মিলিয়ে ড্যাশিং হ্যান্ডসাম হয়ে চলাফেরা করতে পছন্দ করে, সে চাইলেই তার মত কয়েকটা মেয়েকে একত্রে ডেট করতে পারে। তার শরীরের গঠন ও উচ্চতা যেন বর্তমান সময়ের বাছাই করা নায়কের মত, যুগোপযোগী হাজারটা মেয়ে তার সাথে প্রেম করতে প্রস্তুত, তবে তার বাবা মা একদিনই বলে দিয়েছেন, তুমি সারা জীবন তোমার মত চলেছো; কিন্তু বিয়ে তোমার ইচ্ছায় হবে না। আমরা দেখে-শুনে তবেই তোমায় বিয়ে করাবো। কিন্তু ফাহিম বুঝতে পারেনি যে, তার বাবা মা তার জন্য এমন বিদ্যুটে একটি মেয়ে পছন্দ করবে।

বিয়ের জন্য পাত্রী দেখতে গেলো ফাহিম, কী আশ্চর্য ব্যাপার! বিয়ের আগে নাকি ফাহিমের বাবা ছেলের হুবু বউকে দেখতে পারবে না। এটা কেমন কথা? ফাহিমের মা মেয়েকে পছন্দ করে ফেললো। ফাহিম কত করে বোঝালো মাকে, এমনকি তার বাবার কাছেও বিষয়টি কট মনে হলো না।

ধা.....ত! কাউকে সে দুমাতেই পারলো না যে, এই মেয়েটা বেশীই
পর্দানশীল।

আচ্ছা, সে যাই হোক, অনেক কাঠখোর পেরিয়ে বিয়ের দিন ঠিক
হলো। বর যাত্রী গেলো হৈ হল্লোড় করে, ফ্রেন্ডুরা সব কত আশা করে
ফাহিমের সাথে গেলো, যে কোনো ভাবেই হোক ফাহিমের বউকে
দেখবে তারা, ফাহিম হাজার বার বোকানোর প্রও বন্দুরা
নাহোরবান্দা।

ফাহিম এও বললো, বন্দুরা! আমার বাবা এখনো মেয়েকে দেখতে
পারলো না, তোরা কী করে দেখবি?

কে শুনে কার কথা.....!

মেয়েপক্ষের কোনো কিছুই ফাহিম মেনে নিতে পারছিলো না। তবুও
বাবা-মার কথা ফেলতে পারছে না। একমাত্র ছেলে বলে কথা। বিয়েও
হয়ে গেলো। তাজ্জব ব্যাপার! মেয়ে নাকি বোরকা ছাড়া গাড়িতেই
উঠবে না। এটাও কী মেনে নেওয়া যায়?

অবশ্যে বোরকায় ঢেকে বউকে বাড়িতে নিয়ে এলো ফাহিম।
বাড়াবাড়িগুলো ভালো লাগছেনা তার কাছে।

কয়েকদিন পরের ঘটনা।

এক সকালে স্বামীর জন্য চা বানিয়ে আনলো ফাহিমের নতুন বউ,
বিরক্তিভরা চেহারা নিয়ে চায়ের কাপ হাতে নিলো ফাহিম। চায়ের
কাপে ঠোঁট লাগিয়েই চেঁচিয়ে উঠলো,
এটা কী বানিয়েছিস? তোর মাথা?

শান্ত কষ্টে ফাহিমের স্ত্রী জিজ্ঞেস করলো, চিনি কী বেশি হয়েছে নাকি
কম?

তুই জানিস না চিনি বেশী হয়েছে নাকি কম? তোর বাবা-মা জীবনে চা
বানানোও শিখায়নি? খালি এ ন্যাকামোই শিখিয়েছে? বলেই চায়ের
কাপ ছুঁড়ে মারলো স্ত্রীর দিকে।

ফাহিমের স্ত্রী নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে, কোনো ভাষা নেই মুখে। ফাহিম
আবার রেগে ফিরে বলছে,

চুপ মেরে গেলি যে? যা এখান থেকে, আমার চোখের সামনে থেকে
দূর হ এক্ষুণি।

: আমাকে মাফ করে দিন, ভবিষ্যতে আর ভুল হবে না।

: এখান থেকে যেতে বলেছি তোকে, ফাহিমের সেদিনের এমন
ব্যবহারে স্ত্রী চলে এলো সেখানে থেকে।

ফাহিম ভার্সিটি লাইফ শেষে ছোট একটি কোম্পানিতে জব পেয়েছে,
তার ইচ্ছা ছিল, ভার্সিটির কোনো একজন সুন্দরী অবলাকে বিয়ে
করবে সে। সেই মেয়ে সুন্দর করে সাজবে, দু'জনে মিলে পার্টি
যাবে, ঘুরতে যাবে বটমুলে; কিন্তু কপালে যা থাকে আরকি, বাবা
মায়ের রূচি এতটা ঘৃণিত হবে ভাবেনি ফাহিম কখনো।

দেখতে যে খারাপ তা নয়। দেখতে সুন্দরীদের চেয়েও সুন্দরী, তাতে
কি? স্বামীর আদর সোহাগ তো জুটেনি কপালে। ফাহিমের স্ত্রীর এই
নিয়ে কোনো আফসোস নেই। সে চায় স্বামীর একটু ভালোবাসা আর
ভালো ব্যবহার। ফাহিমের স্ত্রীর দোষ এখানেই।

কোথাও বের হলে পর্দা করে বের হয় সে। বেশি সময় বাহিরে থাকতে
চায় না। কোথাও কোনো পার্টি হলে সেখানে সবার স্ত্রীরা উপস্থিত
হলেও সে যেতে চায় না। ফাহিম দেখে আসছে, কত স্বামী-স্ত্রী,
প্রেমিক-প্রেমিকা পার্কে আড়ডা দেয়, বাইক নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

ଫାହିମେରଙ୍କ ଇଚ୍ଛେ ହ୍ୟ; କିନ୍ତୁ ତାର ଶ୍ରୀ କୋଥାଓ ବେରୋଲେ ବାହିରେ ବେଶୀ
ସମୟ ଥାକତେ ଚାଯ ନା, ଆବାର ଯେତେଓ ଚାଯ ନା । ଏଖାନେଇ ଫାହିମେର
ଜେଦ । ତାଇ ପ୍ରତିନିଯତ ଶ୍ରୀର ସାଥେ ଖାରାପ ବ୍ୟବହାର କରେ ଚଲେଛେ
ଫାହିମ । ଶ୍ରୀକେ ତାର ଏକଦମଇ ସହ୍ୟ ହ୍ୟ ନା ।

ଏକ ରାତେ ଶ୍ରୀକେ ବକାଷକା କରାର ଜନ୍ୟ ଘରେଇ ସିଗାରେଟ ଧରାଲୋ । ଶ୍ରୀ
ଏଠା ଦେଖେ ଫାହିମକେ ବଲଲୋ, ଘରେ ସିଗାରେଟ ଟା ନା ଖେଳେ କୀ ହ୍ୟ?
ଫାହିମେର ଉତ୍ତର ଛିଲୋ,

: ତୋର ଟାକାୟ ସିଗାରେଟ ଖାଇ? ନାକି ତୋର ବାପେର ଟାକାୟ ଖାଇ?

: ଆମି ତୋ ଆପନାକେ ସିଗାରେଟ ଖେତେ ବାରଣ କରିନି, ବଲେଛି ଏକଟୁ
କଷ କରେ ବାରାନ୍ଦାୟ ଗିଯେ ସିଗାରେଟ ଟା ଖେଲେ ଭାଲୋ ହତୋ, ଆମି
ସିଗାରେଟେର ଗନ୍ଧ ସହ୍ୟ କରତେ ପାରିନା ।

: ନା ସହ୍ୟ ହଲେ ଘର ଥେକେ ବେର ହ୍ୟେ ଯା ।

ଫାହିମେର ଶ୍ରୀ ଆର କଥା ନା ବାଡ଼ିଯେ ଚୁପଚାପ ଶୁଯେ ପଡ଼େ । ସିଗାରେଟେର
ଅସହ୍ୟ ଗନ୍ଧ ସହ୍ୟ କରେ ସ୍ଵାମୀର ସାଥେଇ ଶୁଯେ ଥାକେ ।

ଗଭୀର ରାତେ ହଠାତ୍ ସୁମ ଭେଙ୍ଗେ ଯାଯ ଫାହିମେର ଶ୍ରୀର । ପାଶେର ବାଲିଶେ
ତାକିଯେ ଦେଖେ ଫାହିମ ନେଇ । ମନେର ମଧ୍ୟେ ଧୁକ-ଧୁକ କରା ଶୁରୁ କରେ ଦେଯ
ତାର, ବିଛାନା ଛେଡେ ବାରାନ୍ଦାୟ ଗିଯେ ଦେଖେ ଫାହିମ କାର ସାଥେ ଯେନ
ଫୋନାଲାପେ ବ୍ୟଞ୍ଚି । ମୃଦୁ ସ୍ଵରେ ପେଛନ ଥେକେ ଫାହିମକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରେ,

: ବିଛାନା ଛେଡେ ଏଖାନେ ଏତ ରାତେ କାର ସାଥେ କଥା ବଲଛେନ? ଫାହିମ
କିଛୁଟା ହକଚକିଯେ ପିଛନେ ଫିରେ ତାକାଲୋ । ଶ୍ରୀକେ ଦେଖେଇ ମେଜାଜ
ଏକଦମ ହଟ ହ୍ୟେ ଗେଲୋ ଫାହିମେର ।

ଗରମ ମେଜାଜେ ଉଁୁ ସ୍ଵରେ ବଲଲୋ ଫାହିମ,

কার সাথে কথা বলি তোকে বলতে বাধ্য নই আমি ।

আপনি বলতে বাধ্য; কারণ আমি আপনার স্ত্রী, এ বলে ফাহিমের মোবাইল নিতে চাইলে ফাহিম সজোরে একটি চড় বসিয়ে দিলো তার রূপালী গালে । চড় মেরে ফাহিম রংমে চলে এলো আর তার স্ত্রী বাকিটা রাত বারান্দায় বসে চোখের জলে বুক ভাসালো ।

পরদিন অফিসে যাওয়ার আগে নাস্তার জন্য টেবিলে বসলো দু'জন, মেজাজ গরমে কোনটাই বা ভালো লাগে? তার উপর স্ত্রী যদি হয় চোখের বিষ । নাস্তার কিছুই পছন্দ হলো না ফাহিমের । তাই নাস্তাসহ নাস্তার পাত্রটি ছুঁড়ে মারলো মেঝেতে ।

কী রাধিস? তোর মাথা নাকি তোর বাপ-মার মাথা? স্ত্রী তরকারি মুখে দিয়ে দেখে লবণ বেশি তাই নিজেই নিজেকে দুষলো যে, সারা দিনের খাটুনির জন্য নাস্তাটা একটু ভালো বানানো উচিত ছিলো; কিন্তু তাতে সে অবহেলা করেছে ।

স্বামী অফিসে চলে যাওয়ার পর সে বাবাকে ফোন করে আগের রাতের ঘটনাটি বলে । আর বাবার কাছে এর সমাধান চায় । বাবা হন্যে হয়ে জামাতার অফিসে যায় । সন্ধ্যার পর সেখানে গিয়ে জামাতার বসের হাত ধরে বলে, তাকে যেন একদিনের জন্য তাবলিগে যেতে সময় দেয় ।

সন্ধ্যায় রূক্ষ মেজাজ নিয়েই বাসায় ফিরে ফাহিম, বাসায় ফেরার কিছুক্ষণ পরই অফিস থেকে বসের ফোন আসে ।

হঁ স্যার, আর জি স্যার, বলতে বলতেই ফোন রাখে সে । ফোন রেখে ফাহিম তার স্ত্রীকে বললো, আমার কয়েকটি শার্ট, প্যান্ট, লুঙ্গি আর

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগে গুঁচিয়ে রাখো । এমন আদেশ শুনে স্ত্রী
ফাহিমকে জিজ্ঞেস করলো,
: কোথাও যাবেন?

ফাহিমের শ্বাস ছাড়া উত্তর ।

: হ্যাঁ অফিস থেকে বস ফোন করেছেন আর বলেছেন কাল যেন আমি
তিন দিনের নিয়তে তাবলীগে যাই আর সেখানে একদিন অবস্থান
করার পর যদি ভালো না লাগে তবে পরদিন অফিস করতে বললেন,
আর যদি ভালো লাগে তবে তিন দিনই থাকতে বললেন । আমি তিন
দিনই থাকবো, কারণ সেখানে থাকলে দিন শেষে অন্তত তোমার মুখ্টা
দেখা লাগবে না ।

স্ত্রী অনেক খুশি হয়ে বললো, তবুও তো আপনাকে আমি কোনোভাবে
খুশি করতে পারলাম ।

আদেশ মাফিক স্বামীর ব্যাগ সুন্দর করে গুঁচিয়ে রাখলো ফাহিমের স্ত্রী ।
পরদিন সকালে কিছু না বলেই হাঁটা ধরলো ফাহিম । পেছন থেকে স্ত্রীর
ডাক শুনে দাঁড়ালো, অস্বস্তি ভরা কঢ়ে,

: কী বলবে তাড়াতাড়ি বলো ।

: আপনাদের যে আমির থাকবে তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে
শুনবেন দয়া করে ।

: আচ্ছা ঠিক আছে । বলেই আর পেছনে তাকানো নয় । ফাহিমরা
বারোজন একটি মসজিদে গেলো । তাবলীগে গেলে মসজিদে কিন্তু
একেকজন একেক বেলায় পাকের দায়িত্ব পায় । তো প্রথম দিনই
ফাহিমের দায়িত্ব পড়ে, পারে তো না কিছুই তবুও সারলো রান্নার
কাজ । ফাহিম তো জীবনে কখনোই রান্না করেনি, খাবারের কী অবস্থা

হয়েছে সে ভালো করেই জানে। এত পরিমাণে লবণ হয়েছে যে, খাবার মুখে দেয়ারই অযোগ্য, তবুও সবাই খাচ্ছে। ফাহিম সবার মুখের দিকে চোখ বুলাচ্ছে, সবাই আপন মনে খেয়ে চলেছে। কারো নজরে যেন খাবারের কোনো দোষই পড়ছে না।

তার মনে পড়ে গেলো সেদিনের কথা, যেদিন একটু লবণ বেশি হওয়ায় প্লেট ছুঁড়ে মেরেছিলো স্ত্রীর গায়ে; কিন্তু আজ সবাই নিশ্চুপ খেয়ে চলেছে। ভাবতেই তার চোখে পানি চলে আসে। তখন বুঝতে পারে, আসলেই তার স্ত্রী কতটা দামি, আর সে তার সাথে কী ব্যবহারটাই না করেছে এতদিন। এসব ভেবে নিজের প্রতি নিজের ঘৃণা আসে।

একটু আগেই তাদের আমির সাহেব বয়ানে বলেছিলেন, একজন নেককার স্ত্রী শতজন শহীদের সমান। যার ঘরে নেককার স্ত্রী আছে তার ঘরে রহমতের ফেরেশতা থাকে। এভাবেই ফাহিম অনেকগুলো ভালো কথা শুনতে থাকে রোজ। ধীরে ধীরে মনও পরিবর্তন হতে থাকে, আর সেসব কথা ছুঁয়ে যেতে থাকে তার মন-প্রান। তিন দিন যেন চোখের পাপড়ী ফেলার মত নিমিষেই শেষ হয়ে গেলো। তিন দিন শেষে সবাই যার যার বাসায় চলে গেলো। ফাহিমও নিজ বাসায় এলো। খুব ভোরেই বাসায় পৌছলো ফাহিম, দরজায় কলিং বেল চাপতেই সাথে দরজা খুলে গেলো।

কি আশ্চর্য! এত দ্রুত? কীভাবে সম্ভব? স্ত্রীকে দেখেই প্রশংস্তি করে ফেললো ফাহিম, ফাহিমের স্ত্রীর ভালোবাসা জড়ানো কঢ়ে বেজে উঠলো,

: আসলে আপনার তিন দিন তো গতকাল শেষ হয়েছে, তাই আজ ফজর পড়েই দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। আপনি আসবেন, ক্লান্তি নিয়ে

ଦାଁଡିଯେ ଥାକବେନ ଏଟା ହ୍ୟ ନା । ତାଇ ଦରଜାୟ ଦାଁଡିଯେ ଆପନାର
ଅପେକ୍ଷାୟ ଛିଲାମ ।

କଥାଗୁଲୋ ଶୁଣେ ଫାହିମ ସ୍ତ୍ରୀକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ କାନ୍ନା ଶୁରୁ କରେ ଦିଲୋ,
ସ୍ଵାମୀର କାନ୍ନାୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଚୋଖେଓ ପାନି ଚଲେ ଆସେ । ଏ ଚୋଖେର ପାନି ତୋ
ଆଜ ଦୁଃଖେର ନୟ, ଏ ଯେନ ସ୍ଵର୍ଗୀୟ ସୁଖେର କାନ୍ନା । କାନ୍ନା ଜଡ଼ିଯେଇ ଫାହିମ
ବଲଲୋ,

: ତୁମି ଆମାୟ ମାଫ କରେ ଦାଓ ।

: ଆପନି ତୋ କିଛୁଇ କରେନନି ତବେ ମାଫ କରବୋ କେନ?

: ଆମି ତୋମାର ସାଥେ ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ କରେଛି ।

: ଆମି ତୋ କିଛୁଇ ମନେ କରିନି । ସ୍ଵାମୀ କି କଥନୋ ସ୍ତ୍ରୀର କାହେ ମାଫ ଚାଯ
ନାକି? ଆପନି ଆମାର କାହେ ମାଫ ଚେଯେ ଆମାକେଇ ତୋ ଗୁନାହଗାର
ବାନାଚେନ । ଆଚା, ଏକଟା କଥା ଜିଜ୍ଞେସ କରବୋ?

: ହଁ କରୋ,

ସେଇ ରାତେ ଆପନି କାର ସାଥେ କଥା ବଲେଛିଲେନ?

: ଓହ ଓହିଟା? ଆମାର ଏକ ଫ୍ରେନ୍ । ସିଙ୍ଗାପୁର ଥାକେ, ସ୍କଲାରଶିପ ପେଯେ
ସିଙ୍ଗାପୁର ଗେଛେ । ଫାହିମେର କଥା ଶୁଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକେ ଏକଟା ଚିମଟି କାଂଟଲ
ଆର ସାଥେ ବଲଲୋ,

: ଏଟା ଆମାକେ କଷ୍ଟ ଦେଯା ଆର ସାରାରାତ କାନ୍ଦାନୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ଵରୂପ ।
ଆର ମାଫ ଚାଇତେ ହବେ, ନା ସବ ଶୋଧ ହୟେ ଗେଛେ ।

କିଛୁକ୍ଷଣ ଥେମେ ଫାହିମେର ସ୍ତ୍ରୀ ବଲଲୋ ଆବାର, ଆପନାର ଅନୁମତି ଛାଡ଼ି
ଆମି ଏକଟା କାଜ କରେଛି, ଏଥନ ସେଟା ଆପନାକେ ଜାନାତେ ଚାଇ ।

ଫାହିମ ବଲଲୋ

ঢ়ি: কী সেটা?

: আপনি সেদিন অফিস যাওয়ার পর আমি বাবাকে ফোন করি, আমি আর বাবা মিলে আপনাকে তাবলীগে পাঠানোর প্ল্যান করি। আপনি তো আমাদের কথা মানবেন না, তাই আপনার বসের সাথে কথা বলে আপনাকে তাবলীগে পাঠানোর ব্যবস্থা করি। এটা আমার অপরাধ ছিলো, আপনি চাইলে আমাকে শান্তি দিতে পারেন।

: কি! তোমার প্ল্যানে আমার তাবলীগ? অবশ্যই তোমাকে শান্তি পেতে হবে। যাও এক্ষুণি তোমার সুভাসিত হাতে আমার জন্য এক গ্লাস শরবত বানিয়ে নিয়ে আসো, এটাই তোমার শান্তি।

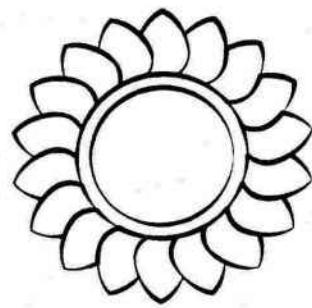
: শরবত তো নামাজ পড়েই বানিয়ে রেখেছি জনাব। তবে তো আর আপনি বলার আগেই আমি আমার শান্তি মাথায় নিয়ে নিয়েছি।

“সেই পুরুষই উত্তম যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম”। (আল হাদিস)

আজ এগারো বছর পার হয়ে গেছে তাদের বিয়ের। এখন আর ফাহিম স্ত্রীর উপর রাগ করে না। তাদের সংসারের সদস্য এখন পাঁচজন, বড় ছেলে আব্দুল্লাহ, বয়স নয়। আব্দুল্লাহ পুরো কোরআনের একজন সংরক্ষক। নয় বছর বয়সেই কোরআনের উসিলায় বাবা মাকে নিয়ে হজ্জ করেছে আব্দুল্লাহ। ছোট সন্তানগুলোও তারই ধারাবাহিকতায় এগিয়ে চলছে।

“কিংবদন্তী নারী গর্ভে কিংবদন্তীরই জন্ম হয়” কথাটা পুরোপুরি সত্য।

(প্রমাণিত)



ইবাদাতে খোদা

টুম্পা ও মাহিন সেই ছেলে বেলা থেকেই একসাথে পড়া-শোনা করে আসছে। ক্লাস ফাইভের বৃত্তিতে উভয়েই অংশ গ্রহণ করেছিলো একসাথে, বৃত্তিও পেয়েছিলো দু'জনে। বৃত্তি পাওয়াকে কেন্দ্র করে উভয়ের মাঝে ভালো একটা রিলেশন তৈরী হয়, তারপর থেকে দু'জন সার্বক্ষণিক এক সাথেই থাকে, একে অপরকে ছাড়া যেন কিছুই ভাবতে পারে না তারা।

তাদের রিলেশনের বয়স এখন তেরো বছর। রিলেশনের রয়স তেরো হলেও তাদের বয়স কিন্তু এখন তেরো নেই। তারা এখন ম্যাচয়েড। নিজেরা আজ নিজেদেরকে নিয়ে ভাবতে জানে, জানে তারা মানুষ কী করে রিলেশনকে বড় করে, আর কী করলে ভালোবাসা বাঢ়ে।

ওহ হ্যাঁ...বলাই তো হলো না,

তাদের সেই ছেট বেলার বন্ধুত্বের সম্পর্কটি কোনো এক ফাণুন সন্ধ্যায় হাসনাহেনার সু-গন্ধিময় বাতাস গায়ে নিয়ে ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছে।

କେଇ ସନ୍ଧ୍ୟାଯ ହାସନାହେନୋ ଫୁଲ ଟୁମ୍ପାର ସାମନେ ମେଲେ ଧରେ ଭାଲୋବାସାର
ବର୍ହିଂପ୍ରକାଶ କରେଛିଲୋ ମାହିନ, ସାନନ୍ଦେ ଗୃହିତ ହେଯେଛିଲୋ ଟୁମ୍ପାର ପକ୍ଷ
ଥେକେଓ । ଜାନାନ ଦିଯେଛିଲୋ ଉଭୟେଇ ନିଜେଦେର ଭାଲୋବାସାର କଥା ।

ତାଦେର ଭାଲୋବାସାର ବସନ୍ତ କମ ହବେ ନା, ସାତ ଆଟ ବହୁ ତୋ ହବେଇ ।

ଏମନ ପରିପକ୍ଷ ପ୍ରେମେ ତାରା ସେଚାଯ ଏକଟି ସତ୍ୟେର ସମ୍ମୁଖୀନ ହତେ ଚାଯ ।

ମାହିନ ଅନେକ ହଜୁରେର ବୟାନ ଶୁଣେଛେ ଜୀବନେ, ତବେ ଗତ ଜୁମୁ'ଆୟ
ଖତିବ ସାହେବେର ବର୍ଣ୍ଣନାୟ କବର ଓ ହାଶର ସମ୍ପର୍କେ ଏତ ଭିତି ଆସେ ଯେ,
ମେ ତାର କୃତ ପ୍ରେମେର ବ୍ୟାପାରେ ଅସହାୟ ହେଯ ପଡ଼େ ।

ପରଦିନ ମାହିନ ଟୁମ୍ପାକେ ବିଷୟଟି ସମ୍ପର୍କେ ଅବହିତ କରେ ଯେ, ତାଦେର
ଏତ ଦିନେର ସମ୍ପର୍କେର କାରଣେ ଆଲ୍ଲାହର ଅସନ୍ତ୍ରଷ୍ଟି ଛାଡ଼ା ଆର କିଛୁଇ
ଅର୍ଜିତ ହଚ୍ଛେ ନା ।

ଆଲ୍ଲାହ ଓ ତାର ଆୟାବ ସମ୍ପର୍କେ ଇମାମ ସାହେବେର ମୁଖ ଥେକେ ଉଚ୍ଚାରିତ
ଭାଷଣେର ସାର-ସଂକ୍ଷେପ ତୁଳେ ଧରେ ଟୁମ୍ପାର ସାମନେ ।

ଏରପର ଟୁମ୍ପାକେ ଜାନାଯ ଯେ, ଆଜ ଥେକେ ଆମରା ଆମାଦେର ଏଇ
ନାଜାୟେଜି ସମ୍ପର୍କଟି ଆର ରାଖିବୋ ନା । ତାଇ ମେ ସବ ଶେଷ କରେ ଦିତେ
ଚାଯ । ଅନେକ ବଲା-କଓୟାର ପର ଟୁମ୍ପାଓ ବିଷୟଟି ମେନେ ନେଯ । ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଥେକେ ତାଦେର ମଧ୍ୟକାର ସମ୍ପର୍କ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଚିର ତରେ ବନ୍ଧ ହେଯ ଯାଯ ।

ଏଭାବେ କେଟେ ଯାଯ କରେକଟି ବହୁ ।

ଏଇ ସମୟେ ମାହିନ ଓଷ୍ଠାଦେର ସାନ୍ନିଧ୍ୟେ ଥେକେ ଖୋଦା ପ୍ରେମେ ମନୋନିବେଶ
କରତେ କରତେ କୁରାନ ହିଫଜ ଥେକେ ଶୁରୁ କରେ ଧୀନେର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନେ
ପାଇଁତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେ ଫେଲେ; କିନ୍ତୁ ଫେଲେ ଆସା ପ୍ରିୟତମାର ପ୍ରତି ତାର
ମଧ୍ୟେ ସବସମୟ ଏକ ଅଜାନା ବିଯୋଜୀ ବ୍ୟଥା କାଜ କରତୋ ।

ସମୟେର ପରିବର୍ତ୍ତନେ ତାର ମା ତାର ବିଯେର ଜନ୍ୟ ପାତ୍ରୀ ଖୁଁଜିତେ ଶୁରୁ
କରେନ । ମାହିନକେ ବିଷୟଟି ଜାନାଲେ ମାହିନ ମାକେ ସରାସରି ବଲେ ଦେଯ

ଯେ, ମାଯେର ପଛନ୍ଦଇ ତାର ପଛନ୍ଦ । ସେ ମେଯେକେ ଦେଖାର ପ୍ରୋତ୍ସହ ବୋଲି
କରେ ନା ।

ସମୟ ହଲୋ ମାହିନେର ବିଯେର, ବିଯେ ହୟେ ଗେଲୋ ନିର୍ଧାରିତ କ୍ଷଣେ । ବାସର
ଘରେ ଯଥନ ମାହିନ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତଥନ ସେଇ ଘରେ ମାଯେର ପଛନ୍ଦ କରା
ଅପରିଚିତା ଛାଡ଼ା ଆର କେଉଁ ଛିଲୋ ନା । ମାହିନ ଅପରିଚିତାର ପାଶେ
ଗିଯେ ବସଲୋ, ଆର ନତୁନ ବ୍ୟାଯେର ମୁଖ ଦେଖେ ଅଝୋଡ଼େ କେଂଦ୍ରେ ଫେଲଲୋ ।

କାରଣ ସେ ତୋ ଆର କେଉ ନୟ, ସେ ତୋ ତାରଇ ବାଁ ପାଂଜରେର ଅଂଶ । ତାର
ଛେଡ଼େ ଆସା ପ୍ରିୟତମା, ଅତି ଆଦରେର ଟୁମ୍ପା । ଯେ ନିଜେକେ ତୈରୀ କରେଛେ
ଖୋଦାପଥେର ପଥିକ ହିସେବେ । ଆପଦମନ୍ତ୍ରକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେଛେ ଏକମାତ୍ର
ଆଲ୍ଲାହର ଜନ୍ୟ । ଖୋଦା ପ୍ରେମେ ଛେଡ଼େ ଦିଯେଛିଲୋ ନିଜେର ସବ ଆହୁଦ,
ଛେଡ଼େ ଛିଲୋ ନିଜ ଭାଲୋବାସାର ମାନୁଷକେ । ତାଇ ତୋ ଆଜ ତିନି
ପବିତ୍ରତାଯ ଭରିଯେ ଫିରିଯେ ଦିଯେଛେନ ତାକେ । ଏ ଭାଲୋବାସାର ଯେନ ଅନ୍ତ
ନେଇ, ନେଇ କୋନୋ ରେଖା । ଆହେ ଶୁଦ୍ଧ ମାହିନ ଆର ତାର ବୁକ ଭରା ପବିତ୍ର
ଭାଲୋବାସା ।

ଆଜକେର ଏଇ ଭାଲୋବାସାଇ ତୋ ପୃତ-ପବିତ୍ର । ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରେମେ ନିଜ
ପ୍ରେମ ତ୍ୟାଗ କରାଯ ଉଭୟେର ଭାଲୋବାସାଇ ପାଓଯା ଯାଯ, ଆର ଶୁଦ୍ଧ ଦୁନିଆର
ଭାଲୋବାସା ଚାଇଲେ ଅନେକ କଟେ ହୟତୋ ଦୁନିଆର ଭାଲୋବାସା ପାଓଯା
ଯାଯ, ନୟତୋ ଦୁଦିକ ଥେକେଇ ମାହରମ ।

ଆଜ ଆମାଦେର ପ୍ରଜନ୍ମ ଯାଦେର ସାଥେ ରିଲେଶନେ ଜଡ଼ାଯ, ତାଦେର ମନ ତୋ
ଆଲ୍ଲାହଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ଥାକେନ । ଆଲ୍ଲାହକେ ଅସମ୍ଭବ କରେ କୋନୋ ଦିନଓ
କୀ ପାଓଯା ଯାଯ କାଙ୍କିତ ମାନୁଷଟିର ମନ?

କାରଣ ତିନିଇ ତୋ ମାନୁଷେର ମନ ନିୟନ୍ତ୍ରକ । ତିନି ଚାଇଲେ ପ୍ରେମିକେର ପ୍ରତି
ପ୍ରେମିକାର ଅନୁଭୂତିଗୁଲୋ ମୁଛେ ଦିତେ ପାରେନ, ତବେ କେଳ ଆଲ୍ଲାହକେ
ଅମାନ୍ୟ କରେ ଏମନ ହାରାମ ସମ୍ପର୍କ?

ଇବାଦାତେ ଥୋଦା

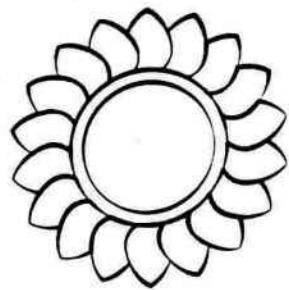
ଆଜି ହାରାମ ସମ୍ପର୍କଟି ତ୍ୟାଗ କରଲେ ଆଜ୍ଞାହ ଯଦି ଉପ୍ୟୁକ୍ତ ମନେ କରେନ
ତବେ ତାକେଇ ହାଲାଲ କରେ ଫିରିଯେ ଦିବେନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟେ । ଅନ୍ୟଥାଯ ତାର
ଚେଯେଓ ଭାଲୋ କାଉକେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର କରତେ ପାଠାବେନ । ଆଜ୍ଞାହର ଉପର
ଭରସା କରଲେ ଆଜ୍ଞାହ କଖନୋଇ ବାନ୍ଦାକେ ଠକାନ ନା ।

ଆଜ୍ଞାହ ବଲେଛେନ...

“ବାନ୍ଦା ଆମାର ଉପର ଯେରୂପ ଧାରଣା କରେ ଆମି ବାନ୍ଦାର ସାଥେ ସେରୂପ
ଆଚରଣ କରି” ।

ସୁତାରାଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞାହେ ଭରସା ରାଖୁନ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଦାନ ଏକମାତ୍ର ତିନିଇ ଦିତେ
ପାରେନ ।





সেই মেয়েটির গল্প

আকাশে এখন চাঁদ উঠে গেছে, অপার্থিব লাগছে আজ সবকিছু। এমন
রাতই মেয়েটার ভীষণ পছন্দ। চাঁদনী রাতে ভরা চাঁদ মুখখানী মুঞ্চ
হয়ে দেখতো সে। আজো তার পছন্দ করা সেই চাঁদ তারারা পৃথিবীকে
জ্যোৎস্না দিচ্ছে; কিন্তু পৃথিবীর সেই জ্যোৎস্না দেখার জন্য সেই
মেয়েটি আজ আর নেই।

কিছুটা দূরেই তার কবর। জ্যোৎস্নায় ওর কবরের উপর অড্ডুত সুন্দর
আলো চিকচিক করছে। এই রাতেও তার কবর অড্ডুত রকমের সুন্দর
দেখাচ্ছে, কবরও দেখতে এত সুন্দর হয়?

আজ কেন যেন ঈর্ষা হচ্ছে মেয়েটির সাথে, এই কবরটি তার না হয়ে
যদি আমার হতো! আমি যদি হতে পারতাম তারই মত!

কেন পারবোনা? পারবো, আমিও পারবো। চেষ্টা করে দেখতে তো
দোষ নেই। এমন অগোছালো কথা কেন বলছি আমি? জানতে চান
কি? কে সে? তার বয়স কত? কেমন ছিলো মেয়েটি? মৃত্যু দুয়ারে
গেলোই বা কীভাবে?

শুনবেন? আচ্ছা বলছি তবে....

মেয়েটা ছিল খুব অল্প বয়সী। তবে সে আমাদের অনেকের থেকেই ভিন্ন রকম ছিল। আজ আমাদের প্রজন্মে ফেসবুক, ইন্টারনেট আরো প্রযুক্তির বাহারী ব্যবস্থাপনায় ডুবে আছি। যান্ত্রিকতার যন্ত্র মুখর শহরে সবাই যখন যন্ত্র মানবে রূপান্তরিত, পাশের সিটে বসে থাকা ব্যক্তিটির কী হচ্ছে সে দিকে তাকানোরও তো সময় নেই আমার। প্রযুক্তির সমাহারে কত জনের সংসারে জলছে বিচ্ছেদ অনল। সেই মেয়েটি যেন জানেই না এমন উন্নয়নের কথা। সে জানে শুধু পড়তে। পড়া-ই যেন তার একমাত্র শখের বিষয়।

পড়া যে শখ, সেটা কী যেন-তেন বই? নাহ... কোনোভাবেই না। একমাত্র কোরআন হাদীসের জ্ঞান সংক্রান্ত বই। কুরআনে কারীম পড়তে পড়তে খুব কাঁদতো সে, হাদীস পড়েও একি অবস্থা হতো তার। হাদীসের প্রতি নিখাদ ভালোবাসা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিক নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে চলার আগ্রাণ চেষ্টায় বিমোহিত থাকতো সার্বক্ষণ। এমন বয়সে হাজারটা নারী যখন যুবকদের প্রেমিকা বেশে, রমনীরা যখন ছুটছে দুনিয়ার পিছু, এই মহিয়াসী তখন খোদা প্রেমিকা রাসূলের প্রেমে মত। ছুটেছিলো কোরআনকে অনুসরণ করে, আযান দিলেই মনে করতো, আল্লাহ তাকে নামাজের জন্য ডাকছেন। মাথায় তখনি ঘুরতো, আচ্ছা রবের ডাকে দেরী করে উপস্থিত হওয়া কী উচিৎ? তার ঠাঙ্গা দেহী মন উত্তর দিতো, নাহ, কোনোভাবেই উচিৎ নয়। ঘুমিয়ে থাকলেও আযান শোনা মাত্র ধড়ফড় করে উঠে পড়তো। খুব মন দিয়েই নামাজ আদায় করতো সবসময়, দুনিয়ার কোনো চিন্তাই মাথায় আসতে দিতো না কোনোভাবে। মহান প্রতিপালকের সামনে দাঁড়িয়ে দুনিয়ার চিন্তা করার কোনো মানে আছে? সরল মনের সরল উত্তর ছিলো, না, কোনোভাবেই না।

তারপর....

ଗତିର ରାତେ ସବାଇ ସଥନ ଘୁମ ପରୀର ଦେଶେ,
 ତଥନ ସେ ଜାଯନାମାଜେ ଆଲ୍ଲାହର ପାଶେ,
 ଶେଷ ରାତେ ଯେ ଆଲ୍ଲାହ ନେମେ ଆସେନ
 ପ୍ରଥମ ଆକାଶେ
 ତବେ କୀ କରେ ଯାବେ ସେ
 ଘୁମପରୀର ଦେଶ?

ଶେଷ ରାତ୍ରେ ଆଲ୍ଲାହକେ ଡାକାର ମାଝେ କୀ ଯେ ଶାନ୍ତି! ତା ସେ ଟେର ପେଯେଛିଲୋ, ସାରା ଦିନ ଯାଇ ହୋକ ନା କେନ, ଦିନ ଶେଷେ ତାର କୋନୋ କଷ୍ଟ ଥାକତୋ ନା ମନେ । ଆଲ୍ଲାହ ତାର ସକଳ ଦୁଃଖ ନିମିଷେଇ ଶୀତଳ କରେ ଦିତେନ । ଯିନି ଆଲ୍ଲାହର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ହବେନ ତାର ପ୍ରତି ଆଲ୍ଲାହର ଭାଲୋବାସା ତୋ ଥାକବେଇ । ପ୍ରିୟଦେରକେ କଷ୍ଟ ତୋ ଏକଟୁ ବେଶୀଇ ପେତେ ହୟ । ଆଲ୍ଲାହର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ, ତାଙ୍କେ ସୃଷ୍ଟି ନା କରଲେ ପୃଥିବୀଇ ସୃଷ୍ଟି କରତେନ ନା; ଅଥଚ ତାକେଇ ସବ'ଚେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଯେଛେନ ତିନି, ଆବାର ଭାଲୋବେସେ ତାଙ୍କେ ସେଣ୍ଟଲୋ ଧୈର୍ୟ ଧରାର ଶକ୍ତି ଦାନ କରେଛେ ।

ଦେଇ ମେଯେଟି ସାରାକ୍ଷଣ ଏସବ ବ୍ୟାପାର ନିଯେଇ ଚିନ୍ତିତ । ରାସୂଲର ପ୍ରତିଟି ସୁନ୍ନତେର ପ୍ରତି ଛିଲୋ ସୀମାହିନ ଗୁରୁତ୍ବ । ପ୍ରତି ନାମାଜେର ପୂର୍ବେ ମିସ୍‌ଓୟାକ କରା, ପ୍ରତି ସଞ୍ଚାରେ ରୋଜା ରାଖା, ଏମନକି ଦାମି ଚେୟାର-ଟେବିଲ ଛେଡ଼େ ମେଘେତେ ଦସ୍ତର ବିଛିଯେ ଖାବାର ଖେତୋ । ଯେଦିନ ଥେକେ ଖୋଦା ପ୍ରେମେ ହାବୁଡୁବୁ ଥାଚେ, ସେଦିନ ଥେକେଇ ଏସବ ବିଷୟେର ଗୁରୁତ୍ବ ତାର ଭେତର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରା ଗେଛେ । ଛୋଟ ଥେକେ ଛୋଟ, ସକଳ ସୁନ୍ନତଇ ସେ ପାଲନ କରତୋ । ଦୁର୍ଲଦ ଶରୀଫ ପାଠ କରତୋ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣେ । ଯେ କୋନୋ କାଜେର ମାଝେ ବେ-ଫାହେସୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଛେଡ଼େ ଦୁର୍ଲଦ ପାଠ କରତୋ । ତାର ମନେ ହତୋ, ଯେ ନବୀ ତାର ଉତ୍ସତେର ଜନ୍ୟ ଏତ ପେରେଶାନ ଛିଲେନ,
 ୧୩ ମିନିଟେର ଜନ୍ୟ ହଲେଓ ସେ ନବୀକେ ଭୁଲି କୀ କରେ?

যত কঠিন বিপদই আসতো, তাকে কখনো হতাশ হতে দেখিনি। তার এমন চলা ফেরার জন্য পারিবারিকভাবে তাকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে হাতের নখ টেনে উঠিয়ে ফেলার মতো যন্ত্রনাও, তবুও তাকে দুনিয়ার পথে আনা সম্ভব হয়নি। এমন যন্ত্রনার পরও তাকে কখনো হতাশ হতে দেখিনি, দেখিনি কখনো ভেঙ্গে পড়তে। দিনের সকল দুঃখ বেদনার কথা সবই দিন শেষে আল্লাহকে জানতো, আর পরিবারের জন্য হোয়ায়তের দোয়া করতো। সে জানতো, দুনিয়ায় তো সে মুসাফির মাত্র, তাকে পাঠানো হয়েছে নিজের জন্য কিছু সঞ্চয় করে আসল বাড়ীতে পাঠাতে। কামাই করতে তো কষ্ট হবেই, সফর তো কষ্টেরই অপর নাম। আল্লাহ তো ধৈর্যের পরীক্ষাই দিতে পাঠিয়েছেন দুনিয়াতে; আর তা ছাড়া বিপদ-আপদ কষ্টের মাধ্যমেই তো গুনাহ মাফ করবেন তিনি। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ন্যায় বিচারক, বান্দার উপর সামান্যতম জুলুমও তিনি করেন না। অনেকেই আজ জানে না দুনিয়ার এই বিলাসিতা আর চাকচিক্যতায় কোনো শান্তি নেই, আসলে শান্তি তো অন্য কিছুতে। অনেক বড় লোক বাবার মেয়ে হয়েও সে চলা ফেরায় ভীষণ হিসেবী। এত কিছু কিনবে কেন? অধিকাংশ সময় এই প্রশ্নাই করতো। আরো বলতো, মৃত্যুর পর আল্লাহকে কী হিসেব দিবে? যত কিনবে ততই অপচয়, তত হিসেব, কী করে দিবে এত হিসেব?

ভাবছেন সে কিপটে? মোটেও না। কাউকে দান করার সময় কত দিছে তা কখনোই গুনতে দেখিনি তাকে। যা থাকতো সবই দান করে দিতো। সে বলতো, তার কাছে যা টাকা থাকবে সেগুলো তার সম্পদ নয় বরং যা দান করবে সেগুলোই তার আসল সম্পদ। একজন দুঃখীর মুখে হাসি ফোটানো যে কতটা মূল্যবান, কতটা আনন্দের বিষয় যা নিজের মুখে হাসি ফুটিয়ে কখনো পাওয়া সম্ভব নয়।

ଆଜ୍ଞା, ଓହ ଯେ ଶାନ୍ତିର କଥା ବଲଛିଲାମ, ସେଇ ଶାନ୍ତି କୀସେ ଜାନେନ? ଯଥିନ ସେ କୋନୋ ଗରୀବ ମାୟେର ମୁଖେ ହାସି ଫୋଟାତୋ ଆର ସେଇ ମାଖୋଶ ଅନ୍ତରେ ତାର ଜନ୍ୟ ଆଲ୍ଲାହର ଦରବାରେ ଦୁଆ କରତୋ, ଏତେଇ ସେ ଖୁଜେ ପେତୋ ଶାନ୍ତିର ପରମ ଠିକାନା । ଗଭୀର ରାତେ ଆଲ୍ଲାହର ସାଥେ ଆଲାପ କାଲେ ଅଶ୍ରୁ ଭରା ନଯନେ ସାରା ଦିନେର ସକଳ ଆବଦାର ବଲତୋ, ବଲତୋ ସାରା ଦିନେର ଘଟେ ଯାଓୟା କାହିନୀଗୁଲୋ । ଯେ ଯତ ଯାଇ ବଲୁକ, ତାର ରବ ତୋ ମହାନ, କଥନୋ ବିରଙ୍ଗ ହବାର ନଯ । ରବେର ଚେଯେ ଆପନ ଆର କୀ କେଉ ହୟ? କୋନୋଭାବେଇ ନଯ ।

ଏତ ସୀମାହୀନ ଶାନ୍ତି ଛେଡ଼େ ଏ ଧରାର ମୋହେ କୀ କରେ ପଡ଼ିବେ? ମାନୁଷେର ପ୍ରକାଶ୍ୟ ଶକ୍ତ ଶୟତାନ । ସେ ତୋ ଚାଇବେଇ ମାନୁଷକେ ପଥ ଭୁଲିଯେ ଦିତେ । ଯେ ଶୟତାନ ପୃଥିବୀର ଶୁରୁ ଥିକେ ଆଜଦି କଥନୋଇ ମାନୁଷେର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରେନି କୋନୋଭାବେ, ତବେ କୀ କରେ ଆଜ ଏ ସମୟେ ମାନୁଷ ଶୟତାନେର ପିଛୁ ହାଟେ?

ଦେଖତାମ, କଥନୋ ଯଦି ଅତି ସାମାନ୍ୟ କୋନୋ ଅପରାଧବୋଧ ହତୋ ନିଜେର ମାଝେ, ତଥନ ବାରେ ବାରେ ତେବେ କରତୋ । ଶୁଦ୍ଧ ଯେ ତେବେ କରତୋ ଏମନ ନଯ, ଖୁବ କାଂଦତୋଓ । ଓର ମାଝେ ଅନେକଗୁଲୋ ବଦଗୁଣ ଛିଲୋ, ମନେ ଛିଲୋ ରାଗ, ହିଂସା, ଯେଗୁଲୋ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରେ ମନ ଥିକେ ବେର କରେଛେ । ଆଲ୍ଲାହ କତ ମହାନ! ଚିନ୍ତା କରା ଯାଇ? ଆମାଦେର ଏତ ନାଫରମାନିର ପରଓ ତିନି ଆମାଦେର ଥିକେ ପୃଥିବୀତେ ହାଟା-ଚଲାର ଶକ୍ତି କେଡ଼େ ନେନନି । ଗେଡ଼େ ଫେଲେନ ନି ଯମୀନେର ନୀଚେ, ଶ୍ଵାସ-ପ୍ରଶ୍ଵାସ ମିନିଟେର ଜନ୍ୟେ ବନ୍ଧ କରେ ଦେନ ନି, ବରଂ ଆମାଦେରକେ ଖାନାପିନା, ସୁଖ ସବହି ଦିଯେଛେ ଭରପୁର । ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଏତ ଦୟାଲୁ, ତୀର କ୍ଷୁଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଁ କିଛୁ ହଲେଇ ଅନ୍ୟେର ଉପର କୀଭାବେ ରାଗ ଦେଖାଇ? ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷେଇ କାଉକେ ବକା-ବକା କରିଇ ବା କେନ?

আমি যদি আমার অধিনস্তদের উপর আমার রাগ বারি তবে আমি যার
অধিনস্ত সেই মহান রাক্ষুল আলামীন আমার অপরাধে যদি আমার
উপর রাগ বারেন তবে আমার কী হবে? এমনি ভাবনা ছিলো তার।
বাসার কাজের বুয়ার সাথেও শু কুঁচকে কথা বলতে দেখিনি কখনো
তাকে। অন্যের দোষে নজর দেয়ার সময় কই? যখন নিজেই হাজার
দোষে জর্জরিত? নিজের একেকটা দোষ চিহ্নিত করে সেগুলোকে
শুধুরানোতেই ব্যস্ত থাকতো সারাক্ষণ। গীবত ছাড়তে অপ্রয়োজনীয়
কথা বলাই ছেড়ে দিয়েছে। কে কী করছে সেটা জানারও আগ্রহ বাদ
দিয়েছে জীবন থেকে। খারাপের মাঝে ভালো গুণ খুঁজে বের করে
নিজের জীবন সাজাতো। কারো দোষ কখনো উন্মুক্ত করেনি, যাতে
আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষগুলো ঢেকে রাখেন।

বান্ধবীদের সাথে খুব আড়ডা দিতো তবে সেগুলোর প্রধান টপিক হতো
ধীন। সবাইকে জান্নাত জাহানামের কাহিনী শোনাতো। কথা বলার
সময় খুব সতকর্তার সাথে কথা বলতো, যেন তার কথায় সামান্য
অহংকারও না থাকে। সেদিকে অতি মাত্রায় লক্ষ্য রাখতো। সকলের
সাথেই হাসি মুখ নিয়ে কথা বলতো। আল্লাহ তো মানুষের সাথে
ভারাক্রান্ত মুখে কথা বলতে পৃথিবীতে পাঠান নি তাকে, তবে কেন সে
মুখ ভার করে কারো সাথে কথা বলবে?

* * * *

କିଛୁଦିନ ପର.....

ଏକଦିନ ସେଇ ମେଯେଟିକେ ପାତ୍ର ପକ୍ଷ ଦେଖିତେ ଆସେ, ଆର ବିଯେଓ ଠିକ ହେଁ ଯାଇ ତାର ।

ବିଯେ ମାନେ କି? ବିଯେ ମାନେ କି ଅନେକ ଜମକାଳୋ ଆୟୋଜନ? ହାଜାର ମାନୁଷକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜାନାତେ ହବେ? ଲକ୍ଷ ଟାକା ଖରଚ କରେ ନିଜେକେ ପରୀର ମତ ସାଜାତେ ହବେ? କୋଟି ଟାକା ମୋହର ନା ହଲେ ନିଜେର ସମ୍ମାନ ବାଁଚବେ ନା?

ଉହ...ହଁ....! ସେଇ ମେଯେଟି ଜାନତୋ ତାର ରାସ୍ତା ସା. ବଲେହେନ,

“ବିଯେ ଶାଦୀତେ କମ ଖରଚେଇ ଅଧିକ ବରକତ, କମ ମହରେଇ ଶାନ୍ତି” । ତାର ବିଯେତେ କୋନୋ ଧୂମଧାମଇ କରତେ ଦେଇନି । ବାବାର ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଥାକା ସତ୍ତ୍ଵେ ହାଜାର ଟାକା ଖରଚ କରେ ପାର୍ଲାରେ ଗିଯେ ନିଜେକେ ସାଜାଯନି । ବିଯେତେ ତାର ମହରେ ଅନେକ କମ ନିର୍ଧାରଣ ହେଁବେ । ସେ ମାନୁଷଟାର ସାଥେ ସାରା ଜୀବନ ଥାକତେ ହବେ, ସେଇ ମାନୁଷଟା ଉପାର୍ଜନ କରବେ ତାରଇ ଜନ୍ୟ, ସେଇ ମାନୁଷଟିର ଉପରଇ ଅଧିକ ମୋହର ଚାପିଯେ ଦେଯାର ଦରକାର କି? ଖୋଦା ନାଖାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜେ ତୋ ଅଧିକ ମୋହର ନିର୍ଧାରଣେର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହୟ ବିଯେ ଯେନ ନା ଭାଙ୍ଗେ । ସେଇ ବିଯେ ହେଁବାର ଆଗେଇ ଭାଙ୍ଗନେର ଚିତ୍ତା, ସେଇ ସଂସାରେ ସୁଖେର ଆଶା କରା କତଟା ଯୌକ୍ତିକ?

ଓ ସବସମୟ ବଲତୋ, ଆଲ୍ଲାହ ଯେନ ତାକେ ଏକଜନ ଦ୍ଵୀନଦାର ସ୍ଵାମୀ ଦାନ କରେନ । ସକଳେର କାହେ ଏହି ଦୁ'ଆ ଚାହିତୋ ସବସମୟ । ଆଲ୍ଲାହ ତାକେ ଏକଜନ ଦ୍ଵୀନଦାର ସ୍ଵାମୀ ଦାନ କରେଛେନେ ବଟେ, ତବେ ସ୍ଵାମୀର ରାଗଟା ଏକଟୁ ବେଶୀ ଛିଲ । ସ୍ଵାମୀର ରାଗ ଉଠିଲେ ଅନେକ ବଡ଼ କଥା ଶୋନାତେନ, ସେବ କଥା ଶୁଣେ ଚୋଖେର ପାନି ଆଁଟକାନୋ ସଞ୍ଚବ ନଯ । ଖୁବ କାନ୍ଦତୋ ତବେ କଖନୋଇ ପାଲଟା କୋନୋ ଉତ୍ତର ଦିତୋ ନା । କଖନୋଇ ରାଗ ଦେଖାତୋ ନା; ବା ଗାଲ ଫୁଲିଯେ ଥାକତୋ ନା । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ ଥାକତୋ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସୁ-ମିଷ୍ଟ

হয়। মানুষটা তার সাথে রাগ দেখিয়ে নিজেই কষ্ট পেতেন, যে মেয়ের
সাথে এমন খারাপ আচরণ করার পর ধৈর্য ধরে, সেই মেয়েকে কী
করে কষ্ট দেয়া যায়?

তাই তো স্বামীর এমন কঠিন রাগ ধীরে উধাও হয়ে গেলো। যেই
স্ত্রী এমন, তার স্বামী তো পরিবর্তন হবেই। মেয়েটা তার স্বামীকে
অনেক ভালোবাসতো, স্বামীকে তো মেয়েরা ভালোবাসবে এটা
স্বাভাবিক ব্যাপার, তবুও কেন বললাম জানেন?

সব মেয়েরা স্বামীকে ভালোবাসলেও সবার ভালোবাসার প্রকাশ ঠিক-
ঠাক হয় না। অনেকে তুচ্ছ কারণে স্বামীকে সন্দেহ করে, অনেকে
সামান্য কারণেই অভিমান করে বসে থাকে। অনেকে আবার কিছু
হলেই গাল ফুলিয়ে থাকে। অনেকে স্বামীর উপর অতিরিক্ত অধিকার
জাহির করে, যার কারণে ভালোবাসা মাঝে স্বামী-স্ত্রীর সংসারে তিক্ততা
সৃষ্টি হয়। সংসারের অনেক বড় দিক হলো, বোঝা পড়া। একজন
মানুষকে স্বামী হিসেবে কবুল করার মানে হলো, তাকে তার মত করে
বুঝতে পারা। সেই মেয়েটির বিশেষত্ব এখানেই, তার মনের ভাষা
ছিল, তার স্বামীই তার সব'চে আপনজন। তাকে যদি সে না বুঝে
তবে কে বুঝবে? স্বামীর সামর্থ্য অনুযায়ী যা আনতো বা দিতো তাতেই
মহা আনন্দিত। স্বামীর আনা বিশ টাকার চুড়ি পেয়ে তার উচ্ছ্বাস
ছিলো দেখার মতো। অতি অল্পে তুষ্ট থাকার অসাধারণ গুণটি ছিলো
তার। এমন অনেক হয়েছে যে, স্বামী কোনো কিছু এনেছে; কিন্তু তার
পছন্দ হয়নি, তবুও স্বামী কখনো তা বুঝতে পারেনি। কারণ এমন
হাসি মাঝে মুখ নিয়ে তা গ্রহণ করতো যে, বোঝাই সম্ভব নয়। একজন
মানুষ সারা দিন উপার্জন করে স্ত্রীর জন্য শখ করে কিছু আনলো,
“তার সেই জিনিস টি কেমন?” এই প্রশ্ন কী বড় হতে পারে? নাকি
স্বামীর টান?

ପ୍ରିୟ ମାନୁଷଟାର ପଛକେ ନିଜ ପଛନ୍ଦେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରଲେ ସଂସାର ତୋ
ଜାଗାତ ହବେଇ ।

ମାନୁଷ ଭୁଲେର ଉର୍ଧ୍ଵ ନୟ, ପ୍ରତିଟି ମାନୁଷେରଇ ଭୁଲ ହବେ ଏଟାଇ ସ୍ଵାଭାବିକ ।
ତାଇ ସ୍ଵାମୀ ଓ ତାର ପରିବାରେର ଦୋଷଗୁଲୋକେ ତୁଳ ମନେ ହାସି ମୁଖେ ପେଶ
ଆସତୋ ସବସମୟ । ସ୍ଵାମୀର ସକଳ ଆଦେଶ ସର୍ବାବହ୍ନାୟ ମେନେ ଚଲତୋ ।
ଏମନକି ସ୍ଵାମୀ କଥନୋ ଅବୈଧ କୋନୋ ଆଦେଶ କରଲେଓ ସାଥେ ସାଥେ ତା
ଅସ୍ଵିକାର କରତୋ ନା । ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ସ୍ଵାମୀର କାହେ ଭାଲୋ ଖାରାପ ଉଭୟ
ଦିକ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରଲେ ସ୍ଵାମୀଇ ନିଜ ଥେକେ ଅବୈଧ ଆଦେଶଟି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ
କରତୋ । ଏତେ ମେଯେଟି ସ୍ଵାମୀର କାହେ ଆରୋ ଭାଲୋବାସାୟ ପଞ୍ଚମୁଖ ।
ଆର ଯଦି ସାଥେ ସାଥେଇ ଅମାନ୍ୟ କରତୋ, ତବେ ତାଦେର ଉଭୟେର ମାଝେ
ତର୍କ ହୋଯାର ସମ୍ଭବନା ରଯେଛେ ଏକଥା ମେଯେଟିର ଜାନା ଛିଲ ।

ଆଜ୍ଞାହ ନାରୀର ଜନ୍ୟ ଜାଗାତ ଲାଭ କତ ସହଜ କରେଛେ! ଆଜ୍ଞାହର
ଆଦେଶ-ନିଷେଧ ମେନେ ଚଳା ଆର ସ୍ଵାମୀର ଆନୁଗତ୍ୟ କରଲେଇ ଜାଗାତ,
ଅର୍ଥଚ ମେଯେରା ଏତୁକୁତେଇ ଅବହେଲା କରେ । ଛେଲେଦେର ଜାଗାତ ଲାଭେ
କଠିନ ପଥ । ଆଜ୍ଞାହର ଆଦେଶ-ନିଷେଧ ମାନାର ପରଓ ବାବା-ମା, ଶ୍ରୀକେ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରାଖା, ସନ୍ତାନଦେର ପ୍ରୟୋଜନ ପୂରଣ କରା । ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହଲେ ତାକେ
ଯୋଗ୍ୟ ହିସେବେ ଗଡ଼େ ତୋଳା, କତ ଦାୟିତ୍ୱ!

ଏମନକି ତାଳାକ ପ୍ରାଣୀ ବୋନେର ଖବର ନେଯାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ତାର କାଁଧେ । ଏତ
ଦାୟିତ୍ୱ ପାଲନେର ପରଓ କୀ କରେ ସ୍ଵାମୀର ଅବାଧ୍ୟ ହୟ ମେଯେରା? ସେଇ
ମେଯେଟିର ସ୍ଵାମୀ ତାର ମାକେ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିତେନ । ଏତେ
ମେଯେଟିର କୋନୋ ଅଭିଯୋଗ ଛିଲ ନା । କାରଣ ତାର ଜନ୍ୟ ତାର ମା କତ
କିଛୁଇ ନା କରେଛେ ସାରା ଜୀବନ । ଶ୍ରୀର ହଙ୍କ ଠିକ ମତୋ ଆଦାୟ କରଲେଇ
ତୋ ହଲୋ । ମା ତୋ ମା-ଇ, ମାୟେର ସାଥେ ସେ ନିଜେକେ କଥନୋଇ ତୁଳନା
କରତୋ ନା; କାରଣ ସେଓ ତୋ କୋନୋ ଦିନ ମା ହବେ ଏମନଇ ଆଶା ଛିଲ
ତାର । ତାର ଥେକେ ବେଶୀ ତାର ସନ୍ତାନକେ କେ ଭାଲୋବାସତେ ପାରବେ?

ହଁ....ସେଓ ତୋ ମା ହତେ ଚଲେଛିଲୋ ତଥନ । ସେଇ ଦିନଗୁଲୋର କଷ୍ଟ,
ଅନୁଭୂତି ଅନ୍ୟରକମ । ତେମନ କିଛୁଇ ଖେତେ ପାରତୋ ନା ସେ । ଖେଲେଇ ବମି

হতো। অসুস্থ হয়ে প্রায় পুরোটা সময় বিছানায় থাকতো। রাতের পর
রাত ঘুম নামতো না চোখে, সারা রাত জিকির করে যেতো, বসে
বসেই তখনো তাহাজুদে মাথা রাখতো। বাচ্চা হ্বার সময় একজন
মায়ের কেমন কষ্ট হয় তা পৃথিবীর কোনো শব্দ প্রয়োগে বোঝানো
সম্ভব নয়। যে কষ্ট এর আগে একবার পার করেছে মেয়েটি। ভূমিষ্ঠ
সন্তানের মুখ দেখে সব বেদনা ভুলে গিয়েছিলো।

মারাত্মক কলেরায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালের বেডে যখন এই
মায়াবী বাচ্চাটা, সে মায়ের চেহারা দেখলেই হাসতো। যখন একটু
হাঁটতে শিখলো, গুটিগুটি পায়ে সারা বাড়ি চড়ে বেড়ানোর কী প্রাণ-
পন চেষ্টা তার। মাকে নামাজ পড়তে দেখলে সেও অবনত মাথায়
মাওলাকে সেজদা দিতো। তাকে তার মা সর্বপ্রথম আল্লাহ বলতেই
শিখিয়েছিলো। বাচ্চা মেয়েটাকে তার মা জান্নাত জান্নামের ঘটনা
শুনতো খুব। মেয়েটি জান্নাতী হওয়ায় খুব আগ্রহী ছিল। মাত্র তিন
বছর বয়সে তার মায়ের সামনে বাচ্চাটি নিখর, নিশুপ হয়ে পড়ে
ছিল যখন, তার অনেক আগেই মাকে জিঞ্জেস করেছিলো, আম্মু!
অনেক কষ্ট হলে মানুষ মরে যায় তাইনা? আমি মরে গেলে কী
জান্নাতে যাবো?

সে তো মাকে রেখে আগেই জান্নাতবাসী হয়ে গিয়েছিলো, মা শুধু বসে
বসে চোখ ভরা বন্যায় বিড়-বিড় করে পড়ছিলো, “রাব্বানা আফরিগ
আলাইনা সাবরান”।

সন্তান হারানোর পর সেই মেয়েটির স্বামী ব্যবসায় বড় রকমের লস
করে প্রায় নিঃস্ব হয়ে যায়। খাবারের অভাব কী জিনিস তা মেয়েটি
বুবাতে পারে তখন। রোজ দু'বেলা খাবার জুটতো না ঠিক মত।
ব্যবসা ছেড়ে স্বামী নতুন চাকরীর সন্ধানে প্রতিদিন বের হতো; কিন্তু
পেতো না। মেয়েটির স্বামী যখন হতাশ হয়ে যেতো, তখন স্বামীকে
অভয় দিয়ে পাশেই থাকতো সে। আর বুঝাতো, আমরা গরীব।

ଆଲ୍ଲାହ ଆମାଦେର ପଛନ୍ଦ କରେଛେ ବଲେଇ ଗରୀବି ଦାନ କରେଛେ ।
ଆପଣି ଧୈର୍ୟ ଧରନ୍, ଆଲ୍ଲାହ ଧୈର୍ୟଶିଳଦେର ସାଥେ । ଆଲ୍ଲାହର ନବୀ ତେ
କୁଧାର ଯନ୍ତ୍ରନାୟ ପେଟେ ପାଥର ବେଁଧେଛେ, ଆମରା ତୋ ସେଇ ତୁଳନାୟ
ଭାଲୋଇ ଆଛି ।

ସ୍ଵାମୀର ଯେକୋନୋ ବ୍ୟାପାରେଇ ସ୍ଵାମୀକେ ଅଭୟ ଦିଯେ ଆଶାର କଥା
ଶୋନାତୋ, ଏତେ ସ୍ଵାମୀ ଦୁଃଖିତା ଭୁଲେ ଯେତୋ ନିମିଶେଇ । ଏମନ ସ୍ତ୍ରୀଇ ତେ
ପ୍ରତିଟି ସ୍ଵାମୀ ଚାଯ, ସବ ସ୍ତ୍ରୀ କୀ ଏମନ ହତେ ପାରେ ନା?

ହଁ ପାରେ, ଚାଇଲେଇ ସମ୍ଭବ ।

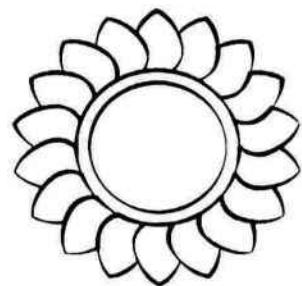
ସେଇ ମେଯେଟି ସବସମୟ ଜିକିର କରତୋ; କାରଣ ସେ ଜାନତୋ, ଜାନ୍ମାତୀଗଣ
ଜାନ୍ମାତେ ଗିଯେ ସେଇ ସମୟଗୁଲୋର ଜନ୍ୟ ଆଫସୋସ କରବେ, ଯେଇ
ସମୟଗୁଲୋ ତାରା ଜିକିର ଛାଡ଼ା କାଟିଯେଛେ । ଚଲତେ ଫିରତେ, କାଜ କରତେ
ସାର୍ବକ୍ଷଣିକ ଜିକିରେଇ ବ୍ୟନ୍ତ ଥାକତୋ । ତାଇ ତାର ଖାବାରେ ପ୍ରଚୁର ବରକତ
ହତୋ ଆର ସବ କାଜ ଅନ୍ନ ସମୟେର ମଧ୍ୟେଇ ଶେଷ ହୁୟେ ଯେତୋ ।

ମେଯେଟିର ଏମନ ଇବାଦତ କାହିନୀକେ କାଲ୍ପନିକ ଭାବଛେ....?

“ଅଥଚ ଆଲ୍ଲାହ ମାନୁଷକେ ସୃଷ୍ଟିଇ କରେଛେ ତାଁର ଇବାଦତେର ଜନ୍ୟ” ।

ଆଜ ମେଯେଟି ଜୀବନେର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନେର ପ୍ରସବ ବେଦନାୟ ଉପରେଯାଲାର
ସାନ୍ଧିଧ୍ୟେ ଛୁଟେ ଚଲେଛେ । ଆମରା ଚାଇଲେଓ ତାକେ ଆର ଧରେ ରାଖତେ
ପାରବୋ ନା । ସ୍ଥାନ ଜନ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗିତ ଛିଲ ତାର ପ୍ରାଣ, କୀ କରେ ତାକେ ଆଜ
ଆଟକାବୋ? ତବୁও ତୋ ଯେତେ ଦିତେ ଚାଯ ନା ମନ । କାରଣ, ଆମି ଯେ ତାର
ହତଭାଗିନୀ ମା ।

ଯେ ପଥ ଭୋଲା ମାକେ ପଥେର ଦିଶା ଖୁଁଜେ ପଥ ଚଲତେ ଶିଖିଯେଛେ ତାର
ସନ୍ତାନ । ଏମନ ସନ୍ତାନ କ'ଜନେର ଜୀବନ ଆଲୋକିତ କରେ? ଏମନ ସନ୍ତାନ
ଜନ୍ୟ ଦେଯାଯ ଆଲ୍ଲାହ ତୋ ଆମାଯ ଜାନ୍ମାତ ଦିବେନଇ ଇନଶା-ଆଲ୍ଲାହ । ଆମି
ଯେ ତାର ମା, ଭାଲୋବାସାର ମା.....!



ভালোবাসার ছায়া

বেশ কিছুক্ষণ হলো জয়া ও মিথিলা ডাইনিং রুমের জানালায় দাঁড়িয়ে
ফিসফিস করে কথা বলছে, একটু পর পর খিলখিল চাপা হাসিতে
যেনে ভেঙ্গে পড়ছে দু'জনে। সাবিহা বইটি উল্টো করে সোফার
হাতলে রেখে উঠে দাঁড়ালো। সাবিহাকে উঠতে দেখে তাদের হাসি
কিছুক্ষণের জন্য চুপসে গেলো। সাবিহা রান্না ঘরে পা রাখতেই আবার
শুরু হলো তাদের খিলখিলানী ফিসফিসানী। কিছুক্ষণ বাদে সাবিহা
খাবার এনে ডাইনিং টেবিলে রেখে ডাক ছুড়লো,

খেতে এসো দু'জনে,

মায়ের ডাক শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও জানালা থেকে সরে এলো ওরা।

জয়া আলু পুরিতে কামড় বসিয়ে যতটুকু মুখে ঢুকলো তা পুরে নিলো
ভিতরে, আর চায়ের কাপ হাতে নিয়ে চুমুক দিলো চায়ে। চায়ের স্বাদে

জয়া বলে উঠলো,

: ওয়াও....! সেই চা হয়েছে। মিথিলা চা দেখেই কুঁচকানো কপালে

প্রশ্ন ছুড়লো মায়ের দিকে,

ଶ୍ରୀ : ହରଲିକସ୍ କୀ ଶେଷ ?

ଜୟାର ମା ସାବିହା ବଲଲୋ,

ନା ହରଲିକସ ଶେଷ ହୟନି, ତବେ ତୋମରା ବଡ଼ ହୟେଛେ, ତାଇ ଚା ।

ଏଥନ ଦୁଃଖନେଇ ଆୟେଶ କରେ ଚାଯେର କାପେ ଚୁମୁକ ଦିଚେ । ସାବିହା ବେଗମ
ଖୁବ ସ୍ଵାଭାବିକ ସ୍ଵରେ ବଲଲୋ,

ପାଶେର ବାସାର ଛେଲେଟା ମା-ଶା-ଆଲ୍ଲାହ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ତାଇନା ?

ଜୟା ଚୋଖ ଉଁଚିରେ

: କୋନ ଛେଲେଟା ଆନ୍ତି ?

ନିଜେକେ ଓଭାର ସ୍ମାର୍ଟ ଭାବଲୋ ଜୟା; କିନ୍ତୁ ମା ଯେ ଓଭାରେରେ ଓ ଓଭାର,
ସେଇ ବ୍ୟାପାରେ ମିଥିଲାର ଭାଲୋଇ ଜାନା, ସେ ଭାଲୋଭାବେଇ ଜାନେ ମାୟେର
ସାଥେ ଚାଲାକି ଚଲବେ ନା । ତାଇ ମାୟେର କଥାଯ ତାଳ ମିଲିଯେ ବଲଲୋ,

: ମା-ଶା ଆଲ୍ଲାହ ।

ସାବିହା ବେଗମ ନିଜ ସ୍ଥାନ ତ୍ୟାଗ କରେ ଦୁଇ ମେଯେର ସାମନେ ଗିଯେ ଦାଁଡ଼ାଲୋ
ଆର ଜୟାର ମାଥାଯ ହାତ ବୁଲିଯେ ବଲଲୋ,

: ସୁନ୍ଦରକେ ସୁନ୍ଦର ବଲାୟ କୋନୋ ଅପରାଧ ନେଇରେ ମା !

ଆନ୍ତିର ମୁଖେ ଏମନ କଥା ଶୁଣେ ଜୟା ଖୁବ ଲଜ୍ଜା ପାଯ ।

ସାହେରା ବେଗମେର ମୁଖ ଥେମେ ନେଇ, ସେ ବଲେ ଚଲଲୋ,

ପୃଥିବୀର ଶୁରୁ ଥେକେଇ ସୁନ୍ଦରେର ପ୍ରତି ମାନୁଷେର ସୀମାହିନ ଟାନ । ଏକଟା

ବଯସେ ଏସେ ଛେଲେଦେର ପ୍ରତି ମେଯେଦେର ଆର ମେଯେଦେର ପ୍ରତି ଛେଲେଦେର

ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହବେ ଏଟାଇ ସ୍ଵାଭାବିକ ବ୍ୟାପାର, ଏର ପ୍ରୋଜନେ ରଯେଛେ ।

ଅନ୍ୟଥାଯ ବାବା ଆଦମ (ଆ.) ଓ ମା ହାଓୟା (ଆ.) ଦୁଃଖନେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ

କରତେନ; କିନ୍ତୁ ବିଯେ କରତେନ ନା । ଆଲ୍ଲାହ ମାନବକୁଳ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେନ

ଜୋଡ଼ାଯ ଜୋଡ଼ାଯ, ଯାତେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହୟ । ଯଦି ଆକର୍ଷଣ ନା ଥାକତୋ,

তবে মানবগোষ্ঠী প্রথম প্রজন্মেই বিলুপ্ত হয়ে যেতো। আমি, তুমি ও
জয়া আজ একসাথে এখন বসে চা খেতে পারতাম না।

উত্তেজনায় দু'জনেই খিলখিল করে হেসে ফেললো। একটু পর জয়া
উশখুশ করতে করতে বলেই ফেললো,

: তাহলে আন্টি...! ছেলে-মেয়েদের মেলা-মেশার ব্যাপারে এত
নিরুৎসাহিত করা হয় কেন?

সাবিহা হেসে বললো,

: তুমি খুবই সুন্দর একটি প্রশ্ন করেছো মা। এরপর নিজের মেয়ের
দিকে চক্ষু ফেলে মেয়েকে প্রশ্ন করলো, মিথিলা তুমি কী জানো ছেলে
মেয়ের মেলা-মেশায় কী সমস্যা?

মিথিলা ভাবনাটাকে মনের ভেতর গুচ্ছিয়ে নিতে নিতে বললো,

: আমার কী মনে হয় জানো? রংধনু আমাদের বিমোহিত করে; কিন্তু
বাস্তব জীবনে সব কিছু কী রংধনুর রঙে রাঙানো হয়?

“ফিক করে হেসে ফেলল জয়া”

সবকিছু রংধনুর রঙে রঙিন হলে প্রতিটি রঙে যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়
সৌন্দর্য রয়েছে, তা কী উদ্ভাসিত হতে পারতো? কিংবা সৃষ্টি জগতের
মাঝে কোনো বৈচিত্রি খুঁজে পাওয়া যেতো?

আমরা যখন চলা ফেরায় অনেক মানুষের সাথে মিশি তখন প্রত্যেকের
কিছু না কিছু গুণ আমাদের আকর্ষিত করে থাকে; কিন্তু আমরা যখন
কাউকে বিয়ে করতে যাই, তখন একজনের মাঝেই সবার গুণ আশা
করি।

যেমন; কোনো সিনেমার নায়ক একি সাথে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, গায়ক,
নর্তক, কবি আর কারাতে ব্ল্যাক বেল্ট হয়; কিন্তু বাস্তব জীবনে কোনো

ମାନୁଷେର ମାଝେ ସଂକଳ ଗୁଣେର ସମାହାର ଅସ୍ତ୍ରବ ବ୍ୟାପାର । ତଥନ ଯେଇ ମେଯେଟି ଅନେକ ଛେଲେର ସାଥେ ମେଲା-ମେଶା କରାରେ, ମେ ବିଯେର ପର ଅବଚେତନ ମନେଇ ତୁଳନା କରାତେ ଥାକେ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅମୁକେର ମତୋ ଗାଇତେ ପାରେ ନା, ତମୁକେର ମତୋ କବିତା ଲିଖିତେ ପାରେ ନା, ଅମୁକେର ମତୋ ସାହସୀ ନୟ କିଂବା ତମୁକେର ମତ ସ୍ଟାଇଲିଶ ନୟ । ଯଥନ ଏଣ୍ଟଲୋ ନା ପାଯ, ତଥନି ଶୁରୁ ହ୍ୟ ସାଂସାରିକ କୋଲାହଲ, ଆର ଘଟେ ଯାଯ ବିଚେଦେର ମତ ଅନାକଞ୍ଜିକ୍ଷତ ଘଟନାଓ । ଆର ଯେଇ ମେଯେର ଜନ୍ୟ ତାର ସ୍ଵାମୀଇ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ମେ ତାର ସ୍ଵାମୀର ମାଝେ ଯେଇ ଗୁଣଇ ପାଯ ତାଇ ତାକେ ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ର ନିଯେ ଯାଯ ।

ସାବିହା ମେଯେର ଆଲୋଚନାୟ ଚମର୍କୃତ ହଲେଓ ଜୟା ମନ ଖାରାପ କରବେ,
ତାଇ ଉତ୍ତାସ ପ୍ରକାଶ କରଲୋ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ଏତୁକୁ ଗନ୍ଧ ହ୍ୟ । ତଥନ ସାବିହା
ବେଗମ ବଲଲୋ,

: ତୋମାର କଥାଯ ଯୁକ୍ତି ଆଛେ, ଏଟା ଏକଟା ବ୍ୟାପାର ବଟେ, ତବେ ଏଟାଇ
ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାପାର ନୟ । ମିଥିଲା ବଲଲୋ,

: ଆରେକଟୁ ବିନ୍ଦୁରିତ ବଲୋ ନା ଆୟୁ!

ସାବିହା ମେଯେଦେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଲା ଶୁରୁ କରଲୋ,

: ଶୋନୋ, ଚୋଖ ହଲୋ ମାନୁଷେର ମନେର ପ୍ରବେଶ ପଥ; କିନ୍ତୁ ଚୋଖ ସବ ସମୟ
ମନକେ ସଠିକ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ ଦେଯ ନା ।

ଯେମନ ଧରୋ! ପାଶେର ବାସାର ଛେଲେଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର; କିନ୍ତୁ ଆମରା କୀ ଜାନି
ମାନୁଷ ହିସେବେ ମେ କେମନ? ମେ କୀ ମେଧାବୀ ନାକି ବୋକା? ଭାଲୋ ଛେଲେ
ନା ଡ୍ରାଗ ଖୋର କିଂବା ଓର ଚରିତ୍ର କେମନ?
ମିଥିଲା ଓ ଜୟା ଉଭୟେଇ ମାଥା ଝାକାଲୋ ।

মানুষের চোখ মানুষকে অনেক ক্ষেত্রেই বিপথগামী করে থাকে, তাই
দৃষ্টির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা জরুরী। ছেলে-মেয়ে সবসময় এক
সাথে থাকলে মন সেই নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পায় না। যার
কারণে মন তখন সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে
ছেলেদের ক্ষেত্রে দৃষ্টি অনেক বড় দুর্বলতা। মনোবিজ্ঞান বলে, ওদের
মনের ধরণটাই এমন যে, ছেলেদের উপর রং এবং রূপ প্রচন্ডভাবে
ত্রিয়া করে। তখন ওদের কোনো যুক্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার যোগ্যতা
থাকে না। এই সময় একটা মেয়ে যদি নিজেকে কোনো ছেলের সামনে
মোহনীয় করে উপস্থাপন করে, তাহলে মেয়েটি কী সেই ছেলেটিকে
সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগীতা করলো? নাকি তার দুর্বলতার সুযোগ
নিলো?

জয়া বললো,

: ঠিক তো আন্তি, ব্যাপারটা এভাবে তো কখনো ভেবে দেখিনি।

সাবিহা বললো,

: তখন কী হয় জানো মা! ক'দিন পর যখন ছেলেরটার চোখ ধাঁধানো
ভাব কেটে যায়, তখন শুরু হয় অন্যান্য গুণাবলীর অভাব নিয়ে
অসন্তুষ্টি, সংসারে শুরু হয় অশান্তি। তখন ক্ষতিটা কার হয় বলো তো?
ঠিক মেয়েটার। কারণ একটা মেয়ের কাছে সংসার যতখানি গুরুত্বপূর্ণ,
একটা ছেলের কাছে ততটা নয়।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো মিথিলা আর জয়া।

আর মেয়েদের ভালোবাসা কেমন জানো?

সে যেন এক তীব্র স্বোতন্ত্রীনি। একবার বেগ পেলে সে আর দেখেনা
সামনে পাহাড় আছে না গহ্বর। যে কোনো উপায়ে সে নিজের পথ

তৈরী করে নিতে বন্ধপরিকর। সাগরের মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেয়াই যার একমাত্র কাম্যে পরিণত হয়। ভালোবাসা মেয়েদের অসাধ্য সাধন করতে শেখায়। এই তেজস্বিতার প্রয়োজন আছে। নইলে কোনো মেয়ে পাহাড় সম দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে সংসার করতে পারতো না। পর্বত সমান কষ্ট সহ্য করে মা হতো না। নিজের অসুস্থ সন্তান ও সবল সক্ষম সন্তান উভয়কে সমান ভালোবাসতে পারতো না। কিন্তু মাগো! পানিই জীবন আবার পানিই মরণ। যেই ভালোবাসা দিয়ে একটা মেয়ে সংসার সাজাতে পারে, ঠিক সেই ভালোবাসাই আবার অপরিসীম ধর্মসের দিকে ঠেলে দেয়; যদি তাতে বিবেচনার সংযোগ না ঘটে।

আঁতকে উঠে মিথিলা,

: কীভাবে আম্বু? জয়া বলে,

: আমি বুঝতে পারছি আন্তি, একটা মেয়ে যদি নিজের পরিবার পরিবেশ এবং নিজের সন্তার প্রতি দায়িত্ব ভুলে গিয়ে কেবল মোহের কারণে একটা ছেলের পেছনে ছুটে, কেউ যখন বিবেচনা শূন্য হয়ে কারো প্রতি আকৃষ্ট হয়, যেমন আপনি বললেন পাশের বাসার ছেলেটার ব্যাপারে। আসলেইতো, আমরা তো তার ব্যাপারে কিছুই জানিনা। তখন সে দিঘিদিক জ্ঞান শূন্য সিদ্ধান্ত নেয় এবং নিজের ভালোবাসার অপরিসীম যোগ্যতার কারণে তার পথের সকল বাঁধাকে দুমড়েমুচড়ে এগিয়ে যায়। যার বলি হতে পারে তার পরিবার, বন্ধু-বন্ধব, লেখা-পড়া থেকে চরিত্র পর্যন্ত। অথচ যার জন্য সে এতটা বাঁধাহীন স্নোত হয়ে ছুটে চলেছে, সেই মানুষটা সঠিক না হলে শেষ পর্যন্ত তার নিজের সন্তার প্রতিও সুবিচার করা হয় না, কারণ সে হারায় সব কিছুই, কিন্তু পায় না কিছুই।

তিন জনই একসাথে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ে...

যেন নদীর স্রোতের সাথে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে এইমাত্র তীরে ভিড়লো
তরি।

মিথিলা বলে উঠলো,

: তাহলে তো আম্মু, আমাদের অনেক বেশী সাবধান হওয়া প্রয়োজন।

জয়া বললো,

: আন্টিই ঠিক, এই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে পথ চলতে হবে এখন
থেকে, যেন আমাদের অসাবধানতার কারণে আমাদের নিজেদের,
আমাদের প্রিয়জনদের কিংবা অপরের ক্ষতি হয়ে না যায়।

সাবিহা হেসে দু'জনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর ওদেরকে
ওদের মতো গল্ল করতে দিয়ে সোফায় গিয়ে বসে প্রিয় বইটির সাথে।

খানিকক্ষণ পর সাবিহা বেগম দেখে, ওরা নাস্তার ট্রে রান্না ঘরে রেখে
মিথিলার রংমে গিয়ে বসলো লেখা পড়ার উদ্দেশ্যে। যেতে যেতে
মিথিলা বললো,

: নিজেদের গড়ে তোলার লক্ষ্যে অনেক অনেক জ্ঞানার্জন করতে হবে,
নয়তো পা পিছলে পড়ে যেতে পারি ভুল পথে। আর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
মানুষদের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে, যাতে পথ চিনতে সহজ হয়।

সমঃস্বর মিলিয়ে জয়া বললো,

: হ্যাঁ, আমাদেরকে আন্টির মত হতে হবে, যাতে নিজেরাও পথ চলতে
পারি আর মমতার ছাঁয়ায় অন্যদেরও পথ চলায় সহযোগিতা করতে
পারি।

উভয়ের এই কথোপকথন শুনে সাবিহা বেগম খোদার দরবারে
শুকরিয়া প্রশ্নাস ছাড়ে।

ক'দিন পর।

ସାବିହାର କନ୍ୟା ମିଥିଲା ତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ବାନ୍ଧବୀର ସାଥେ କଥା ବଲଛିଲୋ ।

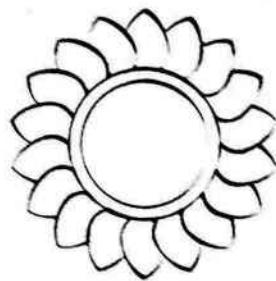
କଥାଯ ବିଯେର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସଲେ ମିଥିଲା ବଲେ,

: ଆମାର ବିଯେ ହବେ ମସଜିଦେ ଖୁରମା ଛିଟିଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସଲାମୀ ପଦ୍ଧତିତେ
ଇନଶା ଆଲ୍ଲାହ । ବାନ୍ଧବୀଟି ବଲଲୋ,

: କେନ? ତୁମି ତୋମାର ବାବା ମାୟେର ଏକମାତ୍ର ମେୟେ, ତୁମି ଚାଇଲେଇ ତୋ
ଧୂମଧାମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରେ ବିଯେ କରତେ ପାରୋ । ମିଥିଲାର ଉତ୍ତର ଛିଲୋ,

: ନା ପାରିନା, କାରଣ କିଯାମତେର ଦିନ ହାଶରେର ମୟଦାନେ ଆଲ୍ଲାହ ଯଥନ
ଜିଜ୍ଞେସ କରବେନ, କତ ମେୟେର ଟାକାର ଅଭାବେ ବିଯେ ହଚିଲୋ ନା, କେନ
ତୁମି ଏତ ଜମକାଳୋ ଆୟୋଜନ କରେ ବିଯେ କରଲେ? ତାଦେର କଥା କେନ
ଭାବଲେ ନା? ତଥନ ଆମି ଆଲ୍ଲାହକେ କୀ ଉତ୍ତର ଦିବୋ?

ଏମନ କଥା ମେୟେର ମୁଖେ ଶୁଣେ ସାବିହା ବେଗମ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଅନୁଭବ
କରେଛିଲୋ ସେଦିନ । ନିଜେର ମନେର ଇଚ୍ଛେଟା ଆଲ୍ଲାହ ମେୟେର ମନେ ଢିଲେ
ଦିଯେଛେନ । ଏମନ ସଂସାର ତୋ ଆର ସକଳେର ଭାଗ୍ୟ ଜୁଟେ ନା ।



ହ୍ୟାମାର ଗାର୍ଲ

ହଜାର ପଥବ୍ରଷ୍ଟ ନାରୀ ସମାହାର ଆଜ ସବଖାନେ । ତାଦେଇ ଏକଜନେର ସାଥେ ପରିଚୟ କରିଯେ ଦେବୋ ଆଜ । ଯାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଛୋଟ ଏହି ପୁଣ୍ଡିକାର ବାହାରେ ଲିଖେ ଉପସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବ ନୟ, ତବେ ତାର ପୂର୍ବ ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତର ଖାନିକଟା ସଂକ୍ଷେପଣ ତାର ବର୍ଣନାତେଇ ତୁଲେ ଧରବୋ ଆଜ ଏଥାନେ ।

ଚଲୁନ ତବେ ମୂଳ ପର୍ବେ...

ଖୁବ ଛୋଟ ବେଳାୟ ନିଜେର ପ୍ରତିଭା ଜାହିର କରତେ ସନ୍ଧମ ହୟ ରହିତା
(ହନ୍ଦନାମ)

ଅଭିନୟ ଶିଳ୍ପେ ବେଶ ନାମ ଡାକ ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ, ତଥନ ଥେକେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରାପାଲାୟ ଶିଶୁ ଶିଳ୍ପୀର ଅଭିନୟ କରା ଶୁରୁ କରେ ସେ, ତବେ ବାବା ମା ଇସଲାମୀ ମାନସୀକତାର ହେଁଯାଇ ମେଯେର ଏହି ବିଷୟଟାକେ ତାରା ବାଁଧା ଦେଇ । ଛୋଟ ଥେକେଇ ବେଶ ଜେଦୀ ହେଁଯାଇ ବାବା-ମାର କଥାଯ କୋନୋ ଧରନେର ଘାହ୍ୟ ନା କରେ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବିକାଶେ ଏଗିଯେ ଚଲେଛେ ହରଦମ ।

ପାହାଡ଼-ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର ଡିଙ୍ଗିଯେ ଖୁବ ସହଜେଇ ପୌଛେ ଯାଇ ସଫଳତାର ଖୁବ କାହିକାଛି । ପୌଛେ ଯାଇ କିଶୋର ବୟସ ପେରିଯେ ଯୌବନେ । ତାର ନାମ-

ଡାକ ଟଙ୍କାତେ ପାକେ ଗାଁ ପାଞ୍ଚ ଥେବେ ଶହରେ ଶହରେ । ଲାଲ ମୀଳ ବାତିତେ
ହାଜାରୋ ରକମେର ପ୍ରସାଦନୀ ମାଗିଯେ ବେଶ ମୁଦ୍ରା ଲାଗେ ନିଜେକେ । କୀ
କମ ଆହେ ତାର? ପ୍ରୟାନ୍ତାର, ଅଭିନ୍ୟା, ମୌବନେର ରୂପ ଆର ହାଜାରୋ ଭକ୍ତ,
ଯାରା ଅଧୀର ପିପାସା ନିଯେ ପର୍ଦ୍ୟ ତାକିଯେ ପାକେ ତାର ଏକଟି କୋମର
ଦୋଲାନୋ ଅଞ୍ଚ ଭଙ୍ଗ ଦେଖିତେ ।

ତବେ ତାର ଜୀବନେର ସବ ଚେଯେ ବଡ଼ ସମ୍ମ ତୋ ଏଭାବେ ଯାତ୍ରାଯ କାଜ କରା
ନୟ । ତାର ଜୀବନେର ସବ'ଚେ ବଡ଼ ପାଉୟା ହବେ ମେଦିନ, ଯେଦିନ ମେ ବ୍ୟବସା
ସଫଳ ଏକଟି ସିନେମାର ନାୟିକା ହିସେବେ ନିଜେକେ ଥ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରତେ
ପାରବେ । ନିଜେକେ ତଥନି ଏକଜନ ଅଭିନ୍ୟା ଶିଳ୍ପୀ ଭାବା ସମ୍ଭବ, ଏର ଆଗେ
କୋନୋଭାବେଇ ନୟ ।

ରହିତାର ଜୀବନେର ଏକମାତ୍ର ପାଥେଯ ଏଟାଇ ଯେ, ନିଜେକେ ମେ ଦାମି ହିରୋର
ସାଥେ ହିରୋଇନ ହିସେବେ ଦେଖିତେ ଚାର । ଏର ଜନ୍ୟ କୀ କରତେ ହବେ
ତାକେ? ଯା କରତେ ହୟ ସବହି କରବେ । କୋନୋ ଧରନେର କାର୍ପନ୍ୟତା ନୟ
ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ।

ରାତ ତଥନ ଗଭୀର,

ସମଯେର ସାଥେ ଦୌଡ଼େ ଘଡ଼ିତେ ଘଣ୍ଟାର କାଁଟା ଦୁଇୟେର ଉପର ଥେକେ ସରେ
ଗେଛେ । ବେଶ ଆୟେଶେଇ ଘୁମୋଛିଲୋ ରହିତା । ଏମନି କ୍ଷଣେ ଫୋନେର
ଭୀଷଣ ଜୋରେ ଚିତ୍କାରେ ହକଚକିଯେ ଉଠିଲୋ ରହିତା । ଫୋନେର କ୍ରିନେ ଚୋଖ
ଫେଲିତେଇ ନଜରେ ପଡ଼ିଲୋ ଅଚେନା ଏକଟି ନାୟାର । ମୋବାଇଲ ହାତେ
ଘଡ଼ିତେ ତାକିଯେ ଦେଖେ ରାତ ୨୮ ବେଜେ ୨୫ମିନିଟ ।

ଏତ ରାତେ ଅପରିଚିତ ନାୟାର ଥେକେ କଲ? ଧରବେ କିନା ଭାବତେ ଭାବତେଇ
ରିସିଭ କରେ ଫେଲିଲୋ । ଅପର ପାଶ ଥେକେ ଭାରୀ କଞ୍ଚେ ପ୍ରକ୍ଷଣ ।

: ଆପନି କୀ ରହିତା? ଆମି ଜାବେଦ (ଛୁନାମ) ବଲଛି ।

ନିଜେର ନାମ ଅପରିଚିତ କାରୋ ମୁଖେ ଶୁଣିଲେ ଯେ କେଉ ଅବାକ ହବେ,
ରହିତାଓ ହଲୋ ।

ପାଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଛୁଡ଼େ ବଲଲୋ,

: କେ ଆପନି? ନାସାର କୋଥାଯ ପେଯେଛେ?

ଉତ୍ତର ଆସଲୋ ମୋବାଇଲେର ଅପର ପାଶ ଥିକେ,

: ଆମି ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡିଉସାର ଜାବେଦ ସାଇଦ ବଲଛି, ଆମାର ନେସ୍ଟ୍ରଟ ମୁଭିତେ
ଆପନାକେ ନାୟିକା ହିସେବେ ସିଲେକ୍ଟ କରତେ ଚାଚିଛି, ଆପନି କୀ ସାଇନ
କରବେନ?

ନିଜେର କାନକେ ଯେନ ଶକ୍ର ମନେ ହଚ୍ଛିଲୋ ରହିତାର । କାନକେ ବିଶ୍ୱାସ
କରତେ ପାରଛିଲୋ ନା ସେ । କାନ ତାକେ ଗୁଜବ ତଥ୍ୟ ଦିଚ୍ଛେନା ତୋ
ଆବାର? ତାଇ ଯାଚାଇୟେର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆବାରୋ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲୋ,

: କେ ଆପନି? କୀ ବଲଲେନ?

ଅପର ପାଶ ଥିକେ ଆଗେର ଉତ୍ତରଟି ପୁନଃରାବୃତ୍ତି ହଲୋ । ନିଜେର ଭେତରେ
ଉତ୍କର୍ଷା ଆର ସାମଲାତେ ପାରଲୋ ନା ରହିତା ।

ଚିତ୍କାର କରେ ବଲଲୋ, ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଡିଉସାର ଜାବେଦ ସାଇଦ? ଆପନି
ଆମାୟ କଲ କରେଛେ? ଆମି ସତିୟ ବିଶ୍ୱାସ କରତେ ପାରଛିନା । ଆମି
ଅବଶ୍ୟକ ସାଇନ କରବୋ । ଆପନାର ଛବି! ଆର କେଉ ସାଇନ କରବେ ନା
ଏମନ ହତେ ପାରେ ନାକି?

ଜାବେଦ ସାହେବ ଶାନ୍ତ କଢ଼େ,

: ତବେ କାଳ ହାତିରକିଲ ଲେକେର ପାଡ଼େ ଦେଖା କରେନ, ସେଥାନେ ଆମରା
ମୁଭି ସାଇନ କରବୋ ଆର ଆପନାକେ ଚେକ ଦେଓଯା ହବେ । ବିକେଳ ପାଁଚଟାଯ
ହାତିରକିଲ । ସମୟ ମତୋ ପୌଛେ ଯାବେନ ।

ଆଜ ତୋ ଆର କୋନୋ ବାଧା ନେଇ, କାକେ ଦେଖାବେ ଏଇ ସାଫଲ୍ୟତା? ବାବା
ମା ଯେ ଆଜ ବେଁଚେ ନେଇ । ଆର ବାବା ମା ବେଁଚେ ଥାକଲେଓ ହୟତେ ଏ
ବ୍ୟାପାରେ ଖୁଶି ହତେ ନା । ନିଜେକେ ଏତଟାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମନେ ହଚ୍ଛେ ଯେ, ମନେ
ଚାଚେ ଏକ୍ଷୁଣି ଗିଯେ ହାତିରକିଲ ବସେ ଥାକି ।

ସାରା ରାତ ପ୍ରତିକ୍ଷାତେଇ କେଟେ ଗେଲୋ, କଥନ ସକାଳ ହବେ ଆର କଥନ
ହାତିରଖିଲ ଯାବେ ।

ସକାଳ ଥେକେଇ ପ୍ରୋଜନୀୟ ସାଜ-ଗୋଜ ଶୁରୁ ରହିତାର । କୋନୋଭାବେଇ
ଯେନ ଏମନ ଏକଟା ଚାଙ୍ଗ ହାତ ଛାଡ଼ା ନା ହୟ । ନିଜେକେ ପ୍ରମାଣ କରତେଇ
ହବେ, ଆମିଇ ଏର ଜନ୍ୟ ସବଚେଯେ ଉପ୍ୟୁକ୍ତ । ସମୟେର ଆଗେଇ
ହାତିରଖିଲେର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିତା, ସେଥାନେ ଗିଯେ ଆବାର
ଅପେକ୍ଷା ।

ଥାଯ ଦୁଇ ସଂଟା ପର ଅପେକ୍ଷାର ପ୍ରହର ଡିଙ୍ଗିଯେ ଉପସ୍ଥିତ ତାର କାଙ୍କିତ
ମାନବ । ଦୂର ଥେକେଇ ଗାଡ଼ି ଥେକେ ନାମତେ ଦେଖିଲୋ ଜାବେଦ ସାହେବକେ ।
ଦେଖିତେ ସିନେମାର ହିରୋ ନୟ ସେ । ଲସା ଦେହେ କାଳୋ ରଂ ଯେନ ବେମାନାନ
ଲାଗଛେ ତାକେ, ବୟସେର ଛାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ତାର ଚେହାରାଯ । ଛିଚଲିଶ ଉର୍ଧ୍ବ ବୟସ
ହବେ ଲୋକଟିର । ତେମନଟା ସୁଶ୍ରୀ ନୟ ପ୍ରଡିଉସାର, ତାତେ କି? ସେ ତୋ ଆର
ନାୟକ ନୟ । ଏର ଆଗେ ଜାବେଦ ସାହେବକେ ରହିତା କଥନୋ ଦେଖେନି ।
ଲୋକଟି ରହିତାର କାହା-କାହି ଏସେ ଜିଜ୍ଞେସ କରିଲୋ, କେମନ ଆଛୋ?
ରହିତାର ଉତ୍ତର ଭାଲୋ, ଆପନି?

ଦୁ'ଜନେର ମତ ବିନିମୟେର ପର ସିନେମାର ପ୍ରସଙ୍ଗେ କଥା ଶୁରୁ ହଲୋ ।
ସିନେମାର ପ୍ରସଙ୍ଗେ କଥା ଶୁରୁ ହତେଇ ଜାବେଦ ସାହେବ ନିଜେର ଭୁଲ ପ୍ରକାଶ
କରେ ବଲଲେନ,

: ଆସଲେ ଆମି ଏକେବାରେଇ ଭୁଲେ ଗିଯେଛି ସିନେମାର କାଗଜ ପତ୍ର
ଆନତେ, ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମି ତୋମାକେ ଚେକ ଦିଯେ ଦିଚ୍ଛି, ଅନ୍ୟ ଆରେକ
ମିଟିଂଯେ ସାଇନ କରିଯେ ନେବୋ ତୋମାର । ରହିତା ବିଷୟଟିତେ ସମ୍ମତ ହୟେ
ପଥଗାଶ ହାଜାରେର ଏକଟି ଚେକ ନିଯେ ବାସାଯ ଚଲେ ଏଲୋ ।

କଯେକ ଦିନ ପରଇ ପ୍ରଡିଉସାରେର ନାୟାର ଥେକେ ଆବାର କଲ ଆସେ ।

ଦୁ'ଜନେର ମାଝେ ବେଶ କଥା ଚଲେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟେ । ପ୍ରଡିଉସାରେର ମୁଖେ
ମାଝେ ମାଝେଇ ବୟେ ଯାଯ ରୋମାନ୍ଟିକତାର ସୁର । ସେଇ ସୁରେଇ ତାଲ ମିଲିଯେ

ଗାନ ଧରେ ରହିତା; କାରଣ ତାକେ ଯେ ସିନେମାଟି ସାଇନ କରତେଇ ହବେ ଆର ସେଇ ଜନ୍ୟ ପ୍ରଡ଼ିଉସାରକେ ତୋ ଖୁଶି ରାଖତେଇ ହବେ । ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଯଥନ ସିନେମାଯ ସାଇନେର ବିଷୟଟି ଉପସ୍ଥାପିତ ହୟ, ତଥନ ପ୍ରଡ଼ିଉସାର ହାଜାରଟା ବ୍ୟକ୍ତତାର ଜାନାନ ଦେଯ ରହିତାକେ । ଆର ବାକୀଟା ସମୟ ପ୍ରଡ଼ିଉସାର ରହିତାର ପ୍ରତି ନିଜେକେ ଆକୃଷ୍ଟ କରାର ଚେଷ୍ଟାଯ ସମୟ କାଟାଯ । କଥାର ମାଝେ ମାଝେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରତି ଅନିହାର କଥାଓ ବ୍ୟକ୍ତ କରତେ ଥାକେ । ବେଶ କିଛୁଦିନ ଏଭାବେ ଚଲାର ପର ଏକଦିନ ପ୍ରଡ଼ିଉସାର ବଲଲୋ,

: ଆମି ତୋ ସମୟ କରତେ ପାରଛି ନା, ତୁମି ଏକଦିନ ସମୟ କରେ ବାସାୟ ଏସେ ମୁଭିଟା ସାଇନ କରିଯେ ନିଯେ ଯାଓ, ଏର ସାଥେ ଆରୋ କିଛୁ ଅଭୟବାଣୀ ଶୁନାଲୋ ରହିତାକେ ।

ଅଭୟ ପେଯେ ପରଦିନ ସକାଳେଇ ପ୍ରଡ଼ିଉସାରେର ଦେଯା ବନାନୀର ସେଇ ଠିକାନା ମତ ହାଜିର ରହିତା । ବାସାୟ ଉଠେ ଖୁବ ସହଜେଇ ଦେଖା ମିଲଲୋ ସ୍ୟାରେର । ଯଦିଓ ତାଦେର ମାଝେ ଏଥନ ଆର ସ୍ୟାର ବଲାର ଦୂରତ୍ତଟା ନେଇ । ଏତଦିନେର କଥାଯ ସମ୍ପର୍କଟା ଏଥନ ତୁମିତେ ଗଡ଼ିଯେଛେ । ଦୁ-ଜନେର କଥାର ମାଝେ ପ୍ରସଞ୍ଚକ୍ରମେ ପରିବାରେର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟେର କଥା ଉଠିଲୋ । ଜାବେଦ ସାହେବ ଖୁବ ସହଜେଇ ବଲେ ଫେଲିଲେନ,

: ଛେଡ଼େ ଦିଯେଛି ତୋମାର ଭାବିକେ । ଏତଟା କଷ୍ଟ ନିଯେ କଥନୋ କୀ ସଂସାର କରା ଯାଯା?

ଏରପରଇ ହାଉମାଟ କରେ କାନ୍ଦତେ ଶୁରୁ କରେ ଜାବେଦ, ଆର ବଲତେ ଥାକେ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେଯା ସବ ଯନ୍ତ୍ରନାର କଥା । ରହିତାର ମନେ ଭୀଷଣ ମାୟା ଜନ୍ୟାଯ ଲୋକଟାର ପ୍ରତି, ଆର ତାତେଇ ସେ ଦୁର୍ବଲ ହୟେ ପଡ଼େ ଅନେକଟା । ମୁଭି ସାଇନ କରେ ଆଜଓ ବାସାୟ ଫିରେ ଆସେ ଆବାର । ଏଥନ ଆର କୋନୋ ବାଧା ନେଇ ତାର ଜୀବନେ । ସକଳ ଚାଓୟା ଆଜ ପାଓୟାଯ ରୂପାନ୍ତରିତ ହତେ ଯାଚେ । ଏଥନ ପ୍ରଡ଼ିଉସାରେର ସଙ୍ଗେ ବେଶ ଜମପାଶ ଆଲାପ ଚଲେ । ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଥାକାଯ ଖୁବ ସହଜେଇ ତାଦେର ସମ୍ପର୍କଟା ପ୍ରେମେ ରୂପ ନେଯ ।

କିଛିଦିନ ପର ସିନେମାର ପ୍ରମୋଟ ଅନୁଷ୍ଠାନେ ସକଳକେ ଆମନ୍ତରଣ ଦେଯା ହ୍ୟ ।

ସିନେମାର ନାୟିକା ହିସେବେ ରହିତାଓ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି । ଖୁବ ଜମକାଲୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହ୍ୟ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ । ସକଳେଇ ହରେକରକମ ନେଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଉଦୟାପନ କରେ । ରହିତାଓ ସକଳେର ମତଟି ।

ଉନ୍ମାଦନାୟ ଜାବେଦ ଓ ରହିତା ପ୍ରେମେର ନିଷିଦ୍ଧ ପଥେ ହାରିଯେ ଯାଯ, ହାରିଯେ ଯାଯ ନିଜେର ଅଜାନ୍ତେଇ ଜାହାନାମେର ପଥେ । ସକାଳେ ସୁମ ଥେକେ ଉଠେ ଏ ବିଷୟଟିକେ ତାଦେର ଆର କୋନୋ ସମସ୍ୟାର ମନେ ହଲୋ ନା; କାରଣ ତାରା ଦୁଜନ ଯେ ଏଥି ପ୍ରେମିକ-ପ୍ରେମିକା । ନିଷିଦ୍ଧ ପ୍ରେମେ ଡୁବେ ଗେଛେ ତାଦେର ଜୀବନ ।

ସମୟ ଗଡ଼ିଯେ ସିନେମାଯ ଶୁଟିଂଯେର ସମୟ ଚଲେ ଏଲୋ, ରହିତା ଦର୍ଶକଦେର ଏକଟି ବ୍ୟବସା ସଫଳ ଛବି ଉପହାର ଦିତେ ସକ୍ଷମ ହେଁଯେଛେ ।

ତାର ଯୌବନେର କାଙ୍କିତ ଜୌଲୁସ ଛଡିଯେ ପଡ଼ିଲୋ ସାରା ଦେଶ । ଏକେ ଏକେ ବ୍ୟବସା ସଫଳ ଅନେକଗୁଲୋ ସିନେମା ଉପହାର ଦିଲୋ ଦର୍ଶଦେର ।

ଏହି ସିନେମାଗୁଲୋ କରତେ ଗିଯେ ଦେଶ ସେରା ପ୍ରତିଉସାର ଓ ପରିଚାଳକେର ଶୟାସଙ୍ଗୀ ହତେ ହେଁଯେଛେ ରହିତାକେ, ବିନିମୟେ ତାରା ସୁଯୋଗ କରେ ଦିଯେଛେ ଛବିଗୁଲୋତେ କାଜ କରାର । ଗ୍ଲ୍ୟାମାର ଜଗତେର ନିୟମଟାଇ ନାକି ଏମନ । ଶରୀର ଦାଓ ନାୟିକା ହେଁ । ସକଳେଇ ନାୟିକାଦେରକେ ଦିଯେ ବ୍ୟବସା କରେ ନିଜେଦେର ଗାୟେର ଧୁଲୋ ଝେଡ଼େ ଫେଲେ ହେଁ ଯାଯ ନିଷ୍ପାପ, ଆର କଳଂକ ବୋକାଇ ମାଥା ନିଯେ ପଡ଼େ ଥାକେ ରହିତାର ମତ ଅନେକେ ।

ରହିତାର ବୟସ ଏଥିନ ତିଳ୍ପାନ୍ତ ବଚର । ତାର ଶରୀରେ ଯୌବନେର ସେଇ ଗ୍ଲ୍ୟାମାର ଏଥିନ ଆର ନେଇ । ଦର୍ଶକରା ଏଥିନ ତାର ମୁଖେର ବାଁକା ହାସିର ଅପେକ୍ଷା କରେ ନା । କାରଣ ଏଥିନ ଯେ ତାର ଜୀବନେର ପଡ଼ନ୍ତ ବେଳା । ଦିକ-ବିଦିକେ ଛଡ଼ାନୋ ସେଇ ଜୌଲୁସ ଏଥିନ ତାର ନିଜେର କାହେଇ ନେଇ । ତାର ଏହି ତିଳ୍ପାନ୍ତ ବଚରେର ଜୀବନେ ଅନେକ ଶୟାସଙ୍ଗୀ ମିଲିଲେଓ ଜୀବନେର ଶେଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତ ଧରେ ରାଖାର ମତ କୋନୋ ଜୀବନସଙ୍ଗୀ ମିଲାତେ ପାରେନି ଜୀବନେ ।

ତାଇତୋ ଜୀବନେର ଏ ସମୟେ, ସଖନ ତାର ବକ୍ଷ-ବାକ୍ଷବ, ପରିଚିତଜନ ନିଜେର ନାତୀ-ନାତନୀ ନିଯେ ବ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ପାର କରେ, ତଥନ ସେ ତାର ପାଶେ ହାତଟି ଧରେ ସାନ୍ତ୍ରନା ଦେଯାରେ କାଉକେ ଖୁଜେ ପାଯ ନା ଆଜ । ଏଥନ ଆର କେଉ ତାକେ ଡାକେ ନା ସିନେମାର ଜନ୍ୟ । ଏଇ ରହିତାର ଜୀବନେ ଜଡ଼ିଯେଛେ ଅନେକ ପୁରୁଷ, ତବେ ତାରା ନିଜେଦେର ମୁଖ ବାଁଚିଯେ ଦିବି ସୁଖୀ; କିନ୍ତୁ କଳଂକିତ ହେଯେଛେ ରହିତା । ସମାଜେ ଯେ ଶୁଦ୍ଧ ଏକଟି ମାତ୍ର ରହିତାରଇ ବାସ, ତା କିନ୍ତୁ ନଯ । ଆଜକେର ସମାଜେ ଚୋଥ ସୁରାଲେଇ ଏମନ ହାଜାରଟା ରହିତା ପାଇୟା ଯାବେ । ଯାଦେର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ପ୍ରାୟ...

କି ଦିଯେଛେ ଏଇ ଗ୍ର୍ୟାମାର? ହ୍ୟାତୋ ସେ ମାରା ଗେଲେ ସମାଜେର ଏମନ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିରାଇ ଆଲିଟିମେଟୋମ ଜାରୀ କରବେ ତାର ଜାନାଯାଯ ଶରୀକ ନା ହତେ, ଅଥଚ ସେଇ ସାଧୁର ହାତ ଧରେଇ ଏଇ ରହିତାର ଜନ୍ୟ । ପୃଥିବୀ ହ୍ୟାତୋ ଜାନବେ ଏଇ ସାଧୁର କଥା; କିନ୍ତୁ ସକଳେଇ ଥାକବେ ନିରୀହ ନିଶ୍ଚପ ।

ରହିତାକେ ଛାଡ଼ିତେ ହେଯେଛେ କତ ଗ୍ରାମ ଆର କତ ଶହର, କୋଥାଓ ପାଯ ନି ସେ ନିଜେର ଠିକାନା, ସେ ଆଜ ଏକ ଅଜୋ ପାଡ଼ାୟ ଥାକେ, ସେନୋ ମାନୁଷ ତାକେ ଚିନିତେ ନା ପାରେ ।

କୀ ମାନେ ଆଛେ ଏଇ ମୂର୍ଚ୍ଛାନ୍ତ ଜୀବନେର? ଯେଇ ମାନୁଷଟି ଏକ ସମୟ ନିଜେର ସବ ବିଲିଯେ ଦିଯେଛେ ନିଜେର ଖ୍ୟାତି ଛାଡ଼ିତେ, ଆଜ ସେ-ଇ ଦୌଡ଼େ ପାଲାଚେ ନିଜେର ଖ୍ୟାତି ଥେକେ ।

ହ୍ୟାତୋ ସେ ପୃଥିବୀତେ ଆର ବେଶୀ ଦିନ ଥାକବେ ନା । ପୃଥିବୀ ଥେକେ ଚଲେ ଯାବାର ସମୟ ରେଖେ ଯାବେ କିଛୁ ପାଥେୟ । ଆଜ ତୋ ବାବା-ମା ନେଇ । ଥାକଲେ ହ୍ୟାତୋ ଏସମୟ ତାରା ଠିକଇ ସାମଲେ ନିତୋ ତାର ଶହର; କିନ୍ତୁ ଏଥନ ଜୀବନ ଥେକେ ପାଲିଯେ ବେଡ଼ାନୋ ଛାଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୋନୋ ଉପାୟ ନେଇ ତାର ହାତେ । ସେଇ ପ୍ରସାଧନୀ ମାଥାନୋ ଚେହାରା ଯେ ଆଜ ଆର ନେଇ! ବୟସେର ସାଥେ ହାରିଯେ ଗେଛେ ସବ । ଏଥନ ଆର ନିଜେର ମାଝେ ସେଇ

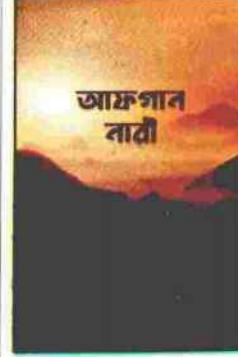
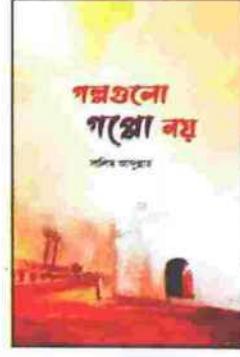
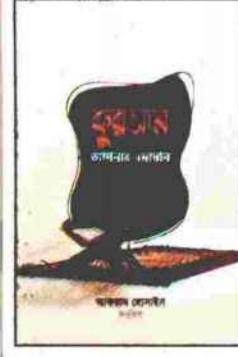
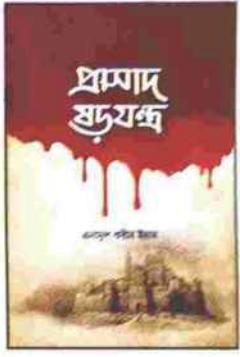
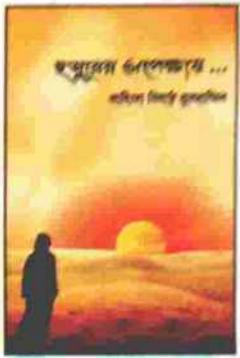
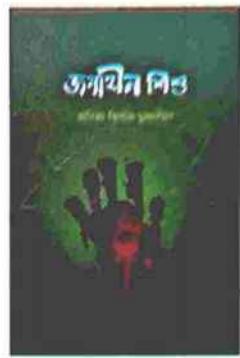
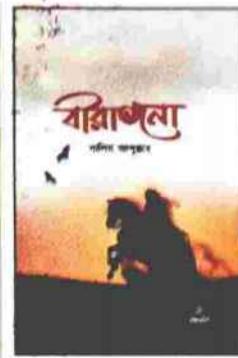
ଗୁଣଗୁଲୋ ଅନୁଭୂତ ହୟ ନା । ମନ ଜୋଯାନ ଥାକଲେଓ ଜୀବନ ତୋ ଆର
ଜୋଯାନ ନେଇ ।

ଆମି ଖାଦିଜା...

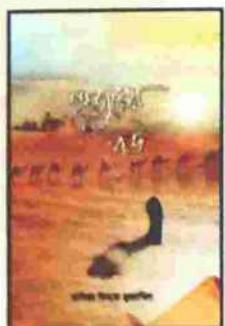
ପାଠକଦେର ସାଥେ ରହିତା ଛଦ୍ମନାମୀ ଗ୍ର୍ୟାମାର ଗାର୍ଲ୍ୟେର ସାଥେ ପରିଚୟ କରିଯେ
ଦିତେ ତାର ସାଥେ ଦେଖା କରି, ଆର ଶୁଣେ ନିଇ ତାର ଜୀବନେ ଅତିବାହିତ
ଜୀବନ କାହିନୀ । ଆଜ ସେ ଯେଇ ବାସାୟ ଥାକେ ସେଖାନେ କୋନୋ ମାନୁଷେର
ବସବାସ ଖୁବଇ କଠିନ । ତାର ପୁରୋ ଜୀବନେ ଅତିବାହିତ ଘଟନାଗୁଲୋ ଲିଖା
ସମ୍ଭବ ନୟ ।

ଏଇ ପୁଣ୍ଡିକାର ଜନ୍ୟ ଦୌଡ଼େଛି ସେଇ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେଇ ପଥେ ହାଁଟା ଆମାର
ଉଚିତ ହୟନି । ତବୁଓ ହେଁଟେଛି ପାଠକଦେର ଜନ୍ୟ ।

“ହାଜାର ଛଦ୍ମନାମ ଥେକେ ରହିତା ଛଦ୍ମନାମ ନାମଟି ବାଛାଇ କରାର କାରଣ
ହଲୋ, ସେ ଆଜ ପୃଥିବୀତେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଏକଜନ ମାନୁଷୀ, ତାର ଆସଲ ନାମ
ବଲଲେ ହୟତୋ ଅନେକେଇ ତାକେ ଚିନବେନ, ଆର ତାର ଜୀବନେ ଭାଇରାଳ
ହେୟା ଘଟନାଗୁଲୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରଲେଓ ଅନେକେ ଚିନେ ଫେଲବେନ ତାକେ, ତାଇ
ସେଇ ଗଲ୍ଲାଗୁଲୋ ଏଡ଼ିଯେଇ ଗଲ୍ଲଟା ଲେଖା” ।



যান্ত্রিকতার এই যন্ত্র মুখর শহরে সবাই আজ আমরা যন্ত্রমানব, সম্পর্কগুলোও যেন যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত। যন্ত্রেই সম্পর্ক শুরু ও শেষ। ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপে সম্পর্কগুলোর উত্থান-পতন। যে কারণে ভেঙে যাচ্ছে শত সংসার সেদিকে কারো নজরদারির সময় কোথায়? এই শহরে নারী আজ বিচ্ছিন্ন ভূমিকায় পণ্য। কেউ ব্যবহার করছে বিজ্ঞাপনে, কেউবা স্টেজে হাটিয়ে আবার কেউবা নারীশরীর প্রদর্শনীতে বাণিজ্য রয়েছে মাতোয়ারা। এমনই নাজুক সমাজে বাস করে হাজারো অশ্রীলতার ভিড়ে যেসব নারীমন নিজেকে চিনতে পারবে সেই তো খোদাভীরু পরিত্ব। কেন নারী সৃষ্টি এ ধরায়? পৃথিবীর শুরু থেকে আজব্দি কারা দিয়েছে নারীকে সঠিক অধিকার? প্রচলিত কু-মতলবি নারীবাদীরা কখনো কি দিয়েছে নারীকে তার ন্যায় অধিকার? নাকি নারীকে দাবি আদায়ের নামে রাজপথে নামিয়ে ছিনিয়ে নিয়েছে তার সর্বস্ব? নারীবাদীরা সমঅধিকারের মূল্যহীন নেশায় চিৎকার করে চলেছে আজ, অথচ চৌদশ বছর আগে যখন নারীদেরকে মানুষই মনে করা হতো না তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব আলোর মশাল হাতে মানবকুলকে জানিয়েছেন নারীর সম্মানের ব্যাপারে। মানুষের দ্বারে দ্বারে স্পষ্ট করেছেন নারীর অধিকারের বিষয়ে। ইসলাম নারীকে দিয়েছে অগ্রাধিকার, অথচ কুরআন বহিঃপ্রকাশে অগ্রাধিকারী নারীদের অগ্রাধিকারে অরুচি। কুরআনহীন সমাজব্যবস্থায় পাচ্ছে কি তারা নিজেদের কাঙ্গিক্ষত সম-অধিকার? এমন সমাজের মেয়েরা কতটুকু সুখে আছে স্বামী-সংসার নিয়ে? পারছে কি তারা সংসারী হতে? অস্তিত্ব হারাচ্ছে না তো না তাদের সংসারগুলো? এমনই প্রশ্নগুলোর সাথে আরো অনেক প্রশ্ন সংযোজনের উন্নত মিলবে বইটিতে



মারণ
শাহিদুল ইসলাম ফাউন্ডেশন

মুঠোফোন: ০১৬২ ৬২৩ ৯৯ ৭৬ - ০১৯৪ ৮৫৭ ৮০ ৮৮
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০